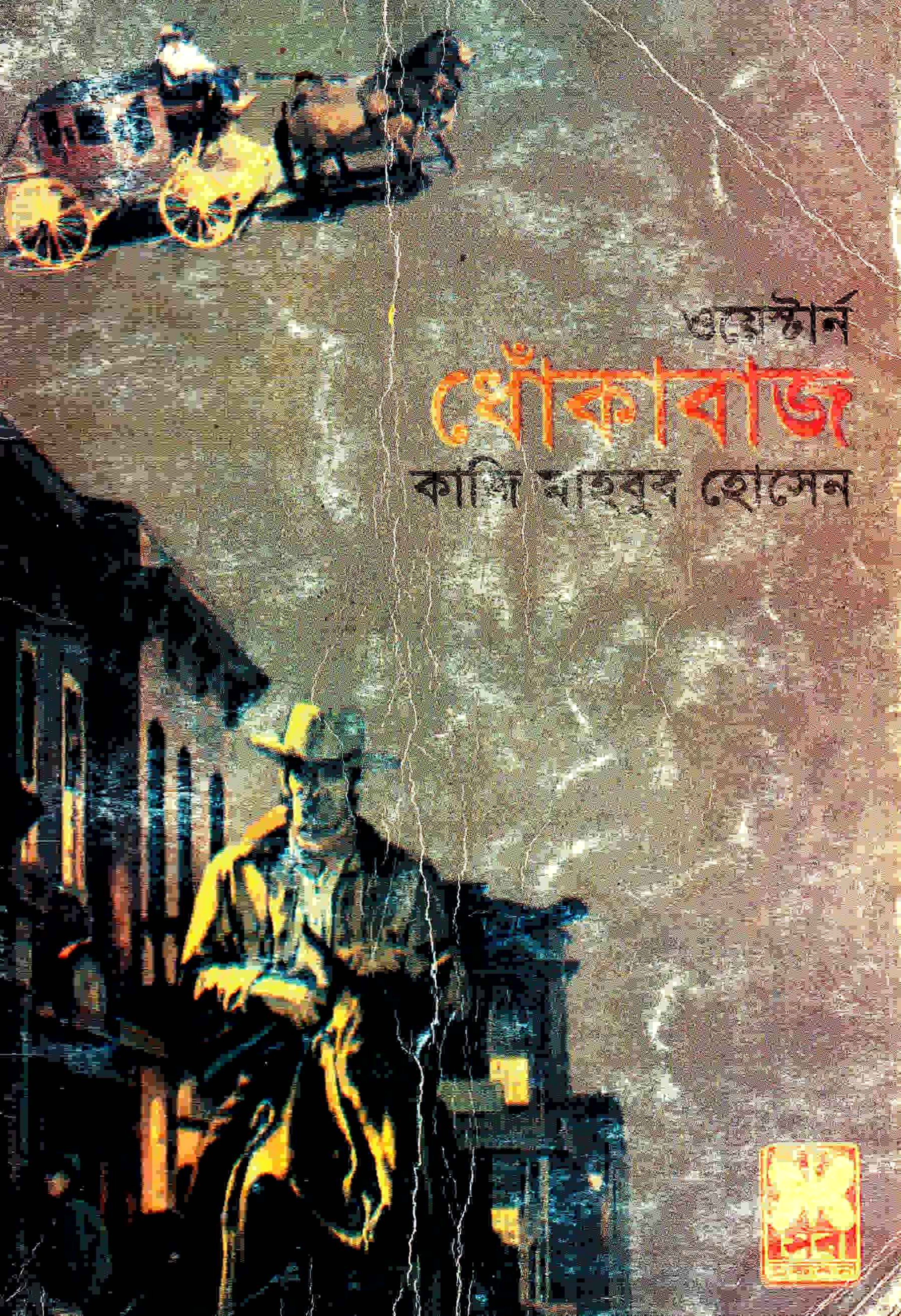


ওয়েস্টার্ন

ধোঁকাবাজ

কাজী মাহবুব হোসেন

এক

বাটারফিল্ড স্টেজকোচটা পাথুরে ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে। যাত্রীরা আড়ষ্ট হয়ে বসে কোমর থেকে দেহের উপরের অংশ দুলিয়ে গাড়ির ঝাঁকি সামলাবার চেষ্টা করছে। জ্যাক মর্ট জানে রিজের ওপাশের ঢালেও স্টেজের পথ এপাশের মত আঁকাবাঁকা আর বন্ধুর হবে। ওই পথেই আরও এগিয়ে ওরা কনচো শহরে পৌছবে।

চোরাচোখে সামনের সীটে বসা মেয়েটাকে সে বারবার দেখছে। এজন্যে ওকে দোষ দেয়া যায় না, ষোলো থেকে ষাট পর্যন্ত যেকোন পুরুষের চোখেই মেয়েটাকে আকর্ষণীয়া মনে হবে। নীল চোখ, প্রায় বেগুনি; গাঢ় ভুরু আর চোখের পাপড়ি; সোনালি রঙের চুল। বনেটের নিচে ওই সুন্দর চেহারা যেকোন পরীর মনেও ঈর্ষা জাগাবে। মেয়েটাকে জ্যাক তার নিজের সীট ছেড়ে দিয়েছিল, যেন পিছন দিকে মুখ করে ওকে চলতে না হয়। ওই সময় থেকেই মেয়েটা জ্যাকের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। মেয়েটাকে সে চেনে না, হয়তো আর কোনদিন দেখাও হবে না ওর সাথে, কারণ কনচোতেই স্টেজ থেকে নেমে যাবে জ্যাক। কিন্তু সুন্দর কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকার বিরুদ্ধে কোন আইন নেই—মেয়েটাকে দেখতে ওর ভাল লাগছে।

হঠাৎ দুপাশেই খাড়াভাবে দাঁড়ানো দেয়ালের ভিতর দিয়ে স্টেজ এগোল। এখানে পাহাড় কেটে ভিতর দিয়ে চলার রাস্তা করা হয়েছে। নিচে নামার ঢালের মাথায় স্টেজ ড্রাইভার গাড়ি থামাল। ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দেয়াই তার উদ্দেশ্য। স্টেজের ছাদে ধপ করে কিছু পড়ার

শব্দ হলো। পরক্ষণেই ছাদের ওপর থেকে চমকে ওঠা গার্ডের গালি দেয়ার আওয়াজ শোনা গেল। কেউ কঠোর স্বরে আদেশ করল, 'শটগান ফেলে হাত দুটো ওপরে তোলো! ড্রাইভার, তুমি ওয়্যাগন আগে বাড়াও। আমি থামতে বললে থামাবে!'

এই প্রথম মেয়েটা সরাসরি জ্যাকের দিকে তাকাল। ওর আতঙ্কগ্রস্ত নীল চোখ দুটো বিস্ফারিত। ঝাঁকি খেয়ে স্টেজটা আবার আগে বাড়ল।

মেয়েটার অব্যক্ত প্রশ্নের জবাব দিল জ্যাক। 'মনে হচ্ছে একটা হোল্ড-আপ। ভয় পেয়ো না। তোমার টাকা-পয়সা সীটের তলায় বা পাপোশের তলায় ঢুকিয়ে রাখো।'

'আমরা আবার এগোচ্ছি।' নীল চোখ দুটো উজ্জ্বল; গালেও কিছুটা রঙের ছাপ।

'লোকটা এখনও ছাদের ওপরই আছে। নিচু পাড়ের ওপর থেকে ছাদে লাফিয়ে পড়েছে। সম্ভবত সিন্দুকটাই ওর লক্ষ্য। গার্ড যখন রয়েছে, একটা সিন্দুকও নিশ্চয় আছে।'

'হ্যাঁ, আছে,' জবাব দিল মেয়েটা। 'ওতে আমার সৎ বাবার ব্যাঙ্কের দশ হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা আছে।'

শিস্ দিয়ে উঠল জ্যাক। 'অনেক টাকার ব্যাপার।' ঝুঁকে পায়ের কাছে রাখা কার্পেট-ব্যাগ খুলল জ্যাক। ব্যাগের ভিতর থেকে ওর হাতে একটা কোল্ট .৪৫ উঠে এল।

মেয়েটা সামনে ঝুঁকে ওর বাহুর ওপর হাত রাখল। 'কিছু করতে যেয়ো না! তুমি জখম হবে, এবং–'

'ডাকাতটা আমাকে আশা করবে না। তুমি পর্দাটা আমার জন্যে একটু উঠিয়ে ধরবে?'

জানালায় কোন কাঁচ নেই। যাত্রীদের ধুলোর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে জানালাগুলো চামড়ার পর্দা দিয়ে ঢাকা। জানালার দিকে পিছন ফিরে মাথা আর দেহের উপরের অংশ বাইরে বের করে বাম হাতে ছাদের রেলিং ধরল জ্যাক। তারপর কোল্টটা কোমরে গুঁজে ডান হাত ফ্রী করে নিয়ে দুহাতে রেলিং ধরল। নিজেকে টেনে উপরদিকে

উঠিয়ে জানালার কার্নিসে পা রেখে দাঁড়াল। এই সময়ে ড্রাইভারকে স্টেজ থামাবার নির্দেশ দিল ডাকাত।

জ্যাকের দিকে পিছন ফিরে গার্ডের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডাকাত। ওর ডান হাতের অস্ত্র গার্ড আর ড্রাইভার দুজনকেই কাভার করে আছে। লোকটা লম্বা আর ভারী গড়নের। কাপড়ের একটা মুখোশে মুখ সম্পূর্ণ ঢাকা। ওর ভুরু পর্যন্ত নামানো হ্যাট মুখোশটাকে জায়গা-মত এঁটে বসিয়ে রেখেছে।

স্টেজটা পাথরের ওপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে থেমে দাঁড়াল। শেষ ঝাঁকির সাথে নিজের দেহটাকে রেলিং টপকে ছাদের ওপর ফেলল জ্যাক। ছাদে উপুড় হয়ে পড়েছে বলে চেষ্টা করেও কোল্টটা বের করতে পারল না। ডাকাতটা পিছন থেকে আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ততক্ষণে পিস্তল বের করে ফেলছে জ্যাক। কিন্তু সে ওটা তাক করার আগেই ওর কব্জির ওপর লাথি মারল ডাকাত। কোল্টটা জ্যাকের হাত থেকে ছিটকে নিচে পড়ল।

ছাদের ওপর উপুড় অবস্থায় জ্যাক মর্ট পুরোপুরি অসহায়–লোকটা ইচ্ছা করলেই গুলি করতে পারে। মরিয়া হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ডাকাতের দুই পা আঁকড়ে সজোরে হেঁচকা টান দিল সে। সশব্দে পটকান খেল মুখোশধারী। এই সুযোগে লোকটা পিস্তল ব্যবহার করার আগেই ওকে জাপটে ধরল জ্যাক।

স্টেজের ছাদে গড়াচ্ছে ওরা। গড়িয়ে নিচে পড়ার সময়ে পিঠে রেলিঙের ছোঁয়া অনুভব করল জ্যাক। জড়াজড়ি করে নিচে পড়ার আগেই একটা হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরে ফেলল মর্ট। রেলিং ধরে ঝুলছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছুটে গেল ওর হাত, দুজনের ভর রাখতে পারল না। একসাথেই নিচে পড়ল ওরা।

কয়েক সেকেন্ড মাটিতে গড়াগড়ি করার পর ডাকাতটা নিজের সুবিধা মত প্যাঁচে পেয়ে জ্যাককে ছুঁড়ে ফেলল। মুহূর্তে দুজনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। গুলি করার সুযোগ না দিয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যাক। একই সাথে দেহের সমস্ত ওজন সহ ঘুসি ছুঁড়েছিল। ঠিক

মত লাগলে ডাকাতটা জ্ঞান হারাত, কিন্তু তাড়াহুড়ায় ঘুসিটা ডাকাতের গালে লেগে ফসকে বেরিয়ে গেল। লোকটা টলতে টলতে পিছিয়ে যাওয়ার সময়ে ভারসাম্য হারাতে গিয়েও শেষে সামলে নিল।

সুযোগটা হারাল না জ্যাক। চট করে এগিয়ে পিস্তল ধরা হাত চেপে ধরল। কিন্তু এবার লোকটা তৎপর হয়ে উঠল। পিস্তলটা পিছনদিকে ছুঁড়ে ফেলে জ্যাকের কব্জি দুটো স্টীলের মত শক্ত আঙুলে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। একটা পাথরে পা বেধে উল্টে পড়ল জ্যাক। পাথরের কোনায় ওর মাথা ঠুকে গেল। চোখের সামনে আতশবাজির মত উজ্জ্বল সর্ষেফুল নাচল, তারপরেই সব অন্ধকার।

জ্যাকের হুঁশ ফিরলে দেখল নীলনয়না মেয়েটা মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে একটা মিহি সাদা রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে। ড্রাইভারটা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে গার্ড আর অন্যান্য যাত্রীদের সাথে। ডাকাতটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'আমি ঠিকই আছি,' বলে জ্যাক উঠে বসল। ওর চোখের সামনে সবকিছু সাঁতার কাটছে। কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল সে। বিশেষ ভাল বোধ না করলেও সুস্থই আছে বলে সবাইকে আশ্বস্ত করে এগিয়ে মাটি থেকে নিজের পিস্তলটা তুলে নিল। 'খেলা শেষ,' সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দিল সে। 'এবার যাওয়া যাক।'

মেয়েটা কোচে উঠে সরে নিজের পাশেই ওর বসার জায়গা করে দিল। নীলনয়না বলল, 'লোকটাকে ওভাবে আক্রমণ করা তোমার অত্যন্ত বেপরোয়া কাজ হয়েছে। সে তোমাকে হত্যা করতে পারত।'

'তা পারত,' স্বীকার করল জ্যাক। 'ভাবছি লোকটা তা কেন করেনি।'

'হয়তো তোমার খালি হাতে ওকে আক্রমণ করতে যাওয়ার দুঃসাহস দেখেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছিল।'

'এতে দুঃসাহসের কিছু নেই; ওটাই ছিল আমার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। লোকটা সিন্দুক নিয়ে পালাতে পারেনি তো?'

'না, তুমি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দৌড়ে তার ঘোড়ায় চড়ে

পালিয়ে গেল। গার্ড তার শটগান তুলে গুলি ছুঁড়ে ছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ডাকাত গুলির পাল্লা থেকে দূরে সরে গেছে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আমি ন্যান্সি পামার। আমার সৎ বাবা কার্লো লকউড হচ্ছে ওই সোনার মালিক। আমি তাকে বলব তুমিই তার সোনা রক্ষা করেছ। আমি জানি তোমাকে সে নিজে ধন্যবাদ জানাতে চাইবে।'

'ধন্যবাদের থেকে তিরস্কারই হয়তো আমার বেশি প্রাপ্য। যা ঘটেছে, সেটা আবার ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারছি, ওটা খুব বোকার মত একটা কাজ হয়েছে। লোকটা সুযোগ পেয়েও কেন আমাকে গুলি করল না সেটাই ভাবছি। হয়তো লুট কবার অপরাধের সাথে খুনের অভিযোগও যুক্ত হোক, এটা চায়নি সে। তুমি কি কনচোতেই থাকো?'

'হ্যাঁ, আমি জুপিটারে বেড়াতে গেছিলাম। খবর পেলাম আমার মা অসুস্থ। হার্টের সমস্যা আছে তার। মায়ের সেবা করতেই আমি আবার ফিরছি। তুমিও কি কনচোতেই যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, অন্তত কিছুদিনের জন্যে ওটাই আমার প্রধান আস্তানা হবে। আমি এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পুবে গেছিলাম—পড়া মাত্র শেষ হয়েছে। সংসারে বাবা আর আমি এই দুজনেই আছি। বাবা বহুদিন রেডরকের একজন ফ্রেইট ড্রাইভার ছিল। বছরখানেক আগে ড্রাইভিং ছেড়ে প্রসপেক্টিং ধরেছে। অনেক ঘোরাফেরার পর বর্তমানে সে কনচোর আশেপাশেই কোথাও প্রসপেক্টিং করছে। আমি গ্যারি বাটলারের ওখানেই উঠব। কনচোতে লোকটার স্যাড্‌ল্ আর ঘোড়ার সরঞ্জামের একটা দোকান আছে।'

'হ্যাঁ, দোকানটা আমি দেখেছি,' বলল ন্যান্সি। 'কনচোতে অল্প কিছুদিন আগেই সে এসেছে, তাই না?'

'প্রায় ছয়মাস। বাবার সাথে গ্রাম্পির—ওর গজগজ করার অভ্যাসের জন্যে আমরা গ্যারিকে ঠাট্টা করে ওই নামেই ডাকি—ওদের দুজনের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব যে বাবা প্রসপেক্টিং করতে এদিকে আসায় সেও রেডরক ছেড়ে এখানে চলে এসেছে।'

'তাহলে তোমার বাবার ক্লেইম কনচোর কাছেই কোথাও হবে।'

'আমি ঠিক জানি না। সে এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেনি। আমার ধারণা এখনও বাবা বেশ ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে, কারণ ওকে চিঠি দিতে আমাকে গ্রাম্পির ঠিকানাতেই লিখতে বলেছে সে। এখনও বাবার স্থায়ী ঠিকানা যে কেন হয়নি জানি না। তার রোজগার যে মোটামুটি ভাল, এটা আমাকে নিয়মিত ওয়েলস-ফারগো মানি অর্ডার পাঠানো থেকেই বোঝা যায়।'

'আমি খুব ছোট থাকতেই বাবাকে হারিয়েছি,' বলল ন্যান্সি। মা বছরখানেক আগে মিস্টার লকউডকে বিয়ে করেছে। আমি জানি আমার কথা ভেবেই মা আবার বিয়ে করেছে। সে হঠাৎ হার্ট স্ট্রোকে মারা গেলেও যেন আমাকে দেখাশোনা করার মত কেউ থাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝার ভঙ্গি করল জ্যাক। কিন্তু আসলে সে ভাবছে, এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে ন্যান্সির ভাবনার কিছুই ছিল না, এক ডাকেই ওর দেখাশোনার ভার নেয়ার জন্যে পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যেত।

গল্প করতে করতেই কনচো পৌঁছে গেল ওরা। ওখানে ন্যান্সিকে নিতে লোক পাঠানো হয়েছে। বিদায় নেয়ার আগে জ্যাককে কথা দিতে হলো যে প্রথম সুযোগেই সে কার্লো লকউডের সাথে আলাপ করতে আসবে। ওই লোকের সাথে আলাপ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও জ্যাকের নেই, কিন্তু ন্যান্সির সাথে অবশ্যই সে আবার দেখা করতে চায়।

গ্রাম্পির দোকান খুঁজে বের করতে কোন ঝামেলাই হলো না। ভিতরে ঢুকে খুশির তোড়ে ছোট্ট মানুষটাকে ওর বেঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে জড়িয়ে ধরল জ্যাক। ওদিকে সমানে প্রতিবাদ করছে গ্যারি। 'থামো, হতচ্ছাড়া জ্যাক মর্ট! তুমি কি কোন ষাঁড়ের সাথে কুস্তি লড়ছ? বাছা, আমি মেয়ে নই যে এভাবে জড়িয়ে ধরতে হবে। বলছি, থামো! স্থির হয়ে বসে আমাকে তোমার কথা শোনাও। তুমি সামনের সপ্তাহে আসবে ভেবেছিলাম। আগেই এসে পড়বে আশা করিনি।'

একটা চেয়ারে বসে লোকটার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল জ্যাক। 'বলার মত তেমন কিছুই নেই। কোর্স শেষ হওয়ার সাথে

সাথেই আমি রওনা হয়েছি বলে এক সপ্তাহ আগেই পৌঁছেছি। কিন্তু পৌঁছার আগেই কি দারুণ সংবর্ধনা! স্টেজে ডাকাত পড়েছিল। আমি যুঝতে গেছিলাম, লোকটা আমাকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছেড়ে দিল...বাবা কোথায়?'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে গ্যারি। 'ডাকাতি! কোথায়–কি–? ওহ, তোমার বাবা; এই মুহূর্তে সে যে কোথায় আছে, তা আমি ঠিক বলতে পারছি না। তুমি হোল্ড-আপের ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো।'

'স্টেজটা যখন একটা ছাদ খোলা টানেলের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছিল তখন একজন মুখোশধারী লোক স্টেজের ছাদে লাফিয়ে পড়েছিল। আমি ওর বিরুদ্ধে লড়লাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি সেকেন্ড হলাম।'

'তুমি ওর সাথে লড়েছ?' উঠে দাঁড়াল গ্রাম্পি, উত্তেজনায় ওর দুচোখ বিস্ফারিত।

'নিশ্চয়, আমি লড়েছি। এতে এত ভয়ের কি আছে? আমি তো এখনও বেঁচেই আছি? আমার কিছু একটা করতেই হত। আমার যুবতী সহযাত্রী মিস ন্যান্সি পামার আমাকে জানাল যে ওই স্টেজে ওর সৎ বাবার দশ হাজার ডলারের সোনা যাচ্ছে। আমি পুরুষ হয়ে কিভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকি?'

গ্রাম্পি তখনও চেয়েই আছে। 'একটা আস্ত গাধা তুমি! এই ধরনের বোকামির জন্যে তোমাকে মেরে থেঁতলা করে দেয়া উচিত। তুমি এতে মারাও পড়তে পারতে, কিংবা হয়তো–' থেমে গেল সে। বোঝা যাচ্ছে অনেক কষ্টে নিজের আবেগ ঠেকাচ্ছে সে। 'শোনো, জ্যাক, সুস্থির হয়ে বসে তুমি একটু বিশ্রাম নাও, মনে কোরো নিজের বাড়িতেই এসেছ। আমার কিছু ঘোড়ার সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়া বাকি রয়েছে। তোমার খিদে পেলে এখানে খাবার আছে, নিজেই কিছু তৈরি করে নিও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে আসব।'

দোকানে ঢুকে একটা প্যাকেট হাতে বেরিয়ে ঘোড়ার জিনে ওটা বেঁধে নিল। কিন্তু তার মুখ মুহূর্তের জন্যেও থামেনি; আপন মনে সে গজ্ গজ্ করে চলেছে। এমনিই কি তার নাম গ্রাম্পি হয়েছে? ডাকাতের

সাথে জ্যাকের লড়াইয়ের কথা শোনার পর থেকেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। জ্যাক জানত না লোকটা তাকে এত পছন্দ করে। সে এখনও জানে না তার বাবা কোথায়। যাক, গ্রাম্পি ফিরে এলে ওকে জিজ্ঞেস করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেল গ্যারি। কনচোর গণ্যমান্য অনেকেরই দৃষ্টি পড়ল ওর দিকে। ছোটখাট চিকন একটা লোক নতুন কনচো ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ওকে লক্ষ করল। ঠোঁটের পাশ দিয়ে ঝোলানো পুরু গোঁফ আছে লোকটার। পরনে রয়েছে দামী কাপড়ের স্যুট। কয়েক সেকেন্ড সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সে ভুরু কুঁচকে গ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকল। চিন্তায় ওর মুখটাও কুঁচকে উঠেছে। লোকটার নাম কার্লো লকউড।

দুই

ব্যাঙ্কের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এল কার্লো। যে লোকটা এই মাত্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, তাকে চেনাচেনা মনে হলেও নাম মনে করতে না পেরে ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। জামা-কাপড়ে বোঝা গেছে লোকটা কাউবয় নয়—সম্ভবত কোন দোকানি হবে। রাস্তা ধরে হাঁটার সময়ে দোকানের সাইনবোর্ডগুলো পড়তে পড়তে এগোল সে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল কার্লো। একটা দোকানে ছোট্ট সাইনবোর্ড ওর চোখে পড়েছে। বহুবার ওটা পার হলেও সে আগে কখনও ওটা খেয়াল করে দেখেনি। ওতে লেখা রয়েছে: গ্যারি বাটলার; ঘোড়ার জিন ও সরঞ্জামের দোকান।

গ্যারি বাটলার। নামটা খুব পরিচিত ঠেকছে। কিন্তু সে নিশ্চিত যে লোকটার সাথে তার কখনও সামনা-সামনি পরিচয় হয়নি। যাকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছে, সেই লোকটাই সম্ভবত গ্যারি বাটলার। কিন্তু লোকটা কে?

চিন্তামগ্ন মনেই বাড়িতে ঢুকল কার্লো। ন্যান্সিকে চোখে পড়তেই সে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল, 'ওহ্, তাহলে তুমি ফিরেছ?'

'হ্যাঁ, মাকে কিছুটা সুস্থ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। ওই হার্টের স্ট্রোকগুলো আমাকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দেয়।'

'ওর আরও সাবধান থাকা উচিত। তুমি কেমন বেড়ালে?'

'চমৎকার। ফেরাটাও ছিল খুব উত্তেজনাময়। স্টেজে ডাকাত পড়েছিল।'

কার্লো হ্যাট ঝুলিয়ে রাখার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। মেয়েটার কথায় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে চট করে ঘুরে দাঁড়াল কার্লো। 'কি? স্টেজে ডাকাতি হয়েছে? কই, এ ব্যাপারে কিছুই তো আমার কানে আসেনি? ওতে আমার নামে দশ হাজার ডলারের সোনা আসার কথা ছিল।'

হেসে ওকে আশ্বাস দিল ন্যান্সি। 'তোমার টাকা নিরাপদই আছে; যুবকটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়, সেই ডাকাতকে পালাতে বাধ্য করেছে। ছেলেটা মাত্র এঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। চমৎকার মানুষ। আমি বলেছি তুমি ওকে ধন্যবাদ জানাতে চাইবে।'

'নিশ্চয়। অবশ্যই। এঞ্জিনিয়ার হয়েছে, না? ছেলেটা কে?'

'ওর নাম জ্যাক মর্ট।'

চোখ সরু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ন্যান্সির দিকে তাকাল কার্লো। 'মর্ট?'

'হ্যাঁ। তুমি ওকে চেনো?'

'নামটা পরিচিত। কোথা থেকে এসেছে?'

'ওর বাবা এদিকেই কোথাও প্রসপেক্টিং করছে। বলেছে আপাতত সে স্যাডল দোকানের মালিক গ্যারি বাটলারের ওখানেই উঠবে।'

এতক্ষণে গ্যারি বাটলারকে চিনতে পারল কার্লো। উপলব্ধিটা

আসতেই ওর চোখ দুটো একটু ছোট হলো, চেহারাও কঠিন হয়ে উঠল। দ্রুত ঘুরে নিজের অফিস কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ডেস্কের একটা তালা দেয়া দেরাজ খুলে এক গাদা পুরোনো খবরের কাগজ বের করল। কাগজের একটা খবর খুঁটিয়ে পড়ে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। এই গ্যারি বাটলারই ছিল ড্যান মর্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এখন লোকটা কনচোতে এসে দোকান খুলেছে। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। এটার একটাই অর্থ করা যায়–ড্যান মর্টও তাহলে আশেপাশেই কোথাও আছে। ড্যান নিশ্চয় জ্যাকের বাবা।

পরে সাপার খেতে বসে কার্লো বলল, 'আশা করি যেন ওই যুবক শীঘ্রিই আসে। যদি না আসে তবে আমি ওকে ডেকে পাঠাব। ও আমার একটা বিরাট উপকার করেছে, ওকে কৃতজ্ঞতা জানানো আমার উচিত।'

ন্যান্সি হাসল। 'আমার মনে হয় সে খুব জলদিই আসবে।'

ওর কথাই সত্যি হলো। ওরা মাত্র সাপার খেয়ে উঠেছে, এই সময়ে জ্যাক হাজির হলো ওখানে। গ্রাম্পি তখনও ফেরেনি, তাই একটা রেস্টুরেন্টে সাপার সেরে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে হাজির হয়েছে সে।

লকউড ওকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করল। এবং জ্যাকও বিনীত ভাবে অভিনন্দন গ্রহণ করল। ওরা আধঘণ্টা গল্প করার পর ন্যান্সি কৌশলে জ্যাককে বারান্দায় নিয়ে গেল, এবং কার্লো তার অফিসে গিয়ে ঢুকল। ওরা কথা বলেই চলেছে, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ন্যান্সির সাথে কথা বলে জ্যাক টের পেল, ওর ভাল পড়াশোনা আছে, এবং মেয়েটা বুদ্ধিমতীও বটে।

ঘণ্টাখানেক সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর লকউড দরজায় এসে দাঁড়াল। 'মিস্টার মর্ট,' বলল সে, 'তুমি যাওয়ার আগে আমার সাথে একটু দেখা করে যেয়ো।'

উঠে দাঁড়াল জ্যাক। 'আমি এখনই যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, মিস্টার লকউড।'

'আমার অফিসে একটু এসো। তোমার সাথে কথা আছে।'

ওকে অনুসরণ করে কামরায় ঢুকল জ্যাক, দরজাটা বন্ধ করে দিল

কার্লো। ওর চেহারাটা গম্ভীর। 'আমার সৎ মেয়ে ন্যান্সি,' বলল সে, 'আমাকে বলল তুমি মিস্টার বাটলারের ওখানেই উঠেছ।'

'কথাটা ঠিক। আমার বাবা আর সে বহুদিনের পুরোনো বন্ধু।'

'বুঝলাম। তোমার বাবা এখন কোথায়?'

'আমি তা জানি না। সে একজন প্রসপেক্টর। তাকে এত ঘুরে বেড়াতে হয় যে তার স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু নেই।'

'তুমি চিঠিতে বাবার সাথে যোগাযোগ রাখোনি?'

'হ্যাঁ, রেখেছি। প্রতি মাসেই আমি একটা করে চিঠি দিয়েছি। কনচোতে মিস্টার বাটলারের ঠিকানাতেই সবসময়ে লিখেছি।'

'অর্থাৎ, বলছ বাবার নামের চিঠি তুমি মিস্টার বাটলারের কেয়ারে পাঠাতে?'

'না। বাবার চিঠি আমি খামে ভরে মিস্টার বাটলারের নামেই এখানকার ঠিকানায় পাঠাতাম।'

'বুঝলাম। তাহলে সে এখন প্রসপেক্টিং করছে।' জ্যাকের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ওকে গম্ভীর ভাবে যাচাই করে দেখল কার্লো। তারপর বলল, 'বাছা, তুমি ন্যান্সির প্রতি আগ্রহী, তাই না?'

জ্যাক বলল, 'সে অত্যন্ত আকর্ষণীয়া তরুণী।'

'তা বটে। তুমি নিশ্চয় ওকে কোন আঘাত দিতে চাও না?'

'অবশ্যই না। ও কোন আঘাত পাক তা আমি মোটেও চাই না।'

'তুমি যদি তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা চালিয়ে যাও, তাহলে অবশ্যই সে আঘাত পাবে।'

ভুরু কুঁচকাল জ্যাক। 'আমি তোমার যুক্তিটা বুঝলাম না।'

'ব্যাখ্যা করলে অবশ্যই বুঝবে। আমি ধরে নিচ্ছি তোমার বাবার নাম ড্যান মর্ট এবং সে বছর খানেক আগে রেডরকের ফ্রেইট ড্রাইভার ছিল?'

'ঠিক।'

'তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি কিভাবে বিশ্বাস করো যে ওকে দুঃখ না দিয়ে তুমি মেলামেশা করতে পারবে?'

'অবশ্যই আমি তা বিশ্বাস করি। আমার বাবা ছিল ফ্রেইট লাইনের শ্রেষ্ঠ ড্রাইভারদের সেরা। তার মত ভাল মানুষ খুব কমই দেখা যায়।'

কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল কার্লো। 'এও কি হতে পারে যে তুমি জানো না?'

'আমি কি জানি না? তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না আমি।'

ঝুঁকে একটা খবরের কাগজ বের করে জ্যাকের সামনে ডেস্কের ওপর বিছিয়ে দিল কার্লো। এবং আঙুল দিয়ে একটা খবরের দিকে জ্যাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এটা পড়ে দেখো।'

জ্যাক দ্রুত পড়ে চলল:

বিরাট ফ্রেইট ডাকাতি

রেডরক ড্রাইভারের তিরিশ হাজার ডলার আত্মসাৎ। মঙ্গলবার দুপুরবেলা রেডরক থেকে একটা ফ্রেইট ওয়্যাগন তিরিশ হাজার ডলার মূল্যের সোনা নিয়ে এলকোর পথে রওনা হয়েছিল। ওটা যখন এলকো পৌঁছল না তখন একটা অনুসন্ধানকারী দল ওই ওয়্যাগনকে খুঁজতে বের হয়। ওরা রেডরক থেকে বিশ মাইল দূরে পরিত্যক্ত ওয়্যাগনটাকে দেখতে পায়। তবে দুটো মিউল, সোনা, আর ওয়্যাগন চালক, ড্যান মর্টকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শেরিফ ব্লুস্টোন আর এজেন্ট হেরল্ড বার্ড ধারণা করছে যে ড্যান মর্টই সোনা নিয়ে উধাও হয়েছে। মিউল দুটোর একটায় সে নিজে রাইড করেছে, আর দ্বিতীয়টাতে সোনা বয়ে নেয়ার কাজে ব্যবহার করেছে।

মাইডাস মাইনের সোনা সাধারণত স্টেজে করেই চালান দেয়া হয়, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে স্টেজ ডাকাতির হিড়িক দেখা দেয়ায় এজেন্ট বার্ড নিরাপদ হবে মনে করে ফ্রেইট ওয়্যাগনেই সোনা চালান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ড্যান মর্ট ফ্রেইট কোম্পানির সেরা আর নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার হওয়ায় তার ওপর বার্ডের অগাধ আস্থা ছিল।

শেরিফ ব্লুস্টোন একটা পাসি গঠন করে তৎক্ষণাৎ আশপাশের

পাহাড় চষে ফেলার ব্যবস্থা করলেও, ড্যান মর্টকে খুব জলদি ধরতে পারার আশা খুবই কম, কারণ চব্বিশ ঘণ্টা আগে রওনা হতে পারার সুবিধা পেয়েছে মর্ট।

জ্যাক পড়া শেষ করল। রক্তের চাপে ওর শিরাগুলো দপদপ করছে। তার বাবা একটা চোর, বিশ্বাসঘাতক, এবং আউটল! আচমকা যেন কেউ বেল্টের নিচে ঘুসি মেরেছে ওকে।

'এটা কিছুতেই সত্যি হতে পারে না,' কঠিন প্রতিবাদ জানাল জ্যাক। 'পুরো ঘটনাটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

মাথা নাড়ল কার্লো। 'এটাই সত্যি। তুমি কি বলতে চাও এসব কথা তুমি জানতে না?'

'এসব কথা কিছুই আমি জানি না। ওটা এক বছর আগেকার একটা পুরোনো কাগজ। ওই সময়ে আমি কলেজে পড়াশোনা করছিলাম–খরচের কথা ভেবে সেবার আমি গ্রীষ্মের ছুটিতেও বাড়ি ফিরিনি। গ্যারি বাটলারও আমাকে এ ব্যাপারে কিছু লেখেনি। আমি তোমাকে বলছি এসব কিছুই সত্যি নয়--সব বানোয়াট!'

'তুমি একা ওকথা বললে কি হবে, পশ্চিমের সবাই জানে ওটাই সত্যি। তোমার বাবা যদি সত্যিই নির্দোষ হত, তাহলে সে গা ঢাকা দিয়ে থাকছে কেন? ঘটনার পরে পুরো একটা বছর পেরিয়ে গেছে, ওর কাছে যদি এর আর কোন ব্যাখ্যা থাকত তাহলে পালিয়ে না বেড়িয়ে এতদিনে বেরিয়ে এসে সেটা সবাইকে জানায়নি কেন? এখনও সে লুকিয়ে রয়েছে।'

'এবং তুমি,' বুনো স্বরে বলল জ্যাক, 'আমাকে কৌশলে চাপ দিয়ে তথ্য বের করার চেষ্টা করছিলে!'

'স্বাভাবিক। তোমার নাম যখন প্রথম শুনলাম, আমার কাছে ওটা পরিচিত মনে হয়েছিল, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছিলাম না। কিন্তু বাটলারের ওখানে উঠেছ শোনার পর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পুরোনো কাগজ ঘেঁটে ওটা বের করেছি আমি। এখন তুমি

নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কেন আমার সৎ মেয়ের সাথে তোমার আর মেলামেশা উচিত হবে না। তোমার বাবা একজন অপরাধী, একটা চোর; তার ছেলের সাথে ন্যান্সির মেলামেশা করা মোটেও উচিত হবে না।'

আড়ষ্ট হলো জ্যাক। 'তোমার মুখে লাগাম লাগাও, মিস্টার লকউড। প্রমাণ ছাড়া যাকে-তাকে চোর অপবাদ দিলে তোমার বিপদ ঘটতে পারে। আমার বাবার দিকটা এখনও কেউ শোনেনি। তুমি কেন, পৃথিবীর সব খবরের কাগজ ওকথা বললেও আমাকে এটা কেউ বিশ্বাস করাতে পারবে না।'

'বাবার প্রতি তোমার বিশ্বস্ত আনুগত্য প্রশংসনীয়,' ব্যঙ্গ করল লকউড। 'কিন্তু অন্ধ আনুগত্য দিয়ে নিরেট সত্যকে পাল্টানো যায় না। এবং সত্যটা হচ্ছে–'

'সত্যটা হচ্ছে,' ওকে বাধা দিয়ে রূঢ়স্বরে বলে উঠল জ্যাক, 'যে কোন বিচার ছাড়াই তুমি একটা মানুষকে অন্ধের মত দোষী সাব্যস্ত করছ। এখানে সত্য বলে যেসব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে: সোনা নিখোঁজ হয়েছে; দুটো মিউল পাওয়া যায়নি; এবং ড্যান মর্টও নিখোঁজ। যদি গ্যারির চিঠিতে আমি সাথেসাথেই ওই খবর পেতাম, তাহলে তখনই পড়াশোনা বাদ দিয়ে ছুটে এসে ওখানে আসলে কি ঘটেছিল সেই সত্য খুঁজে বের করতাম। কিন্তু এখন ওই ঘটনার এক বছর পর সব ট্রেইলই আবছা হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও ওই সোনার কি হলো, সেটা আমি ঠিকই খুঁজে বের করব। গ্যারিকে আমি মুখ খুলতে বাধ্য করব। সে জানে আমার বাবা কোথায় আছে, এবং ওখানে আসলে কি ঘটেছিল সেটাও সে জানবে। তোমার সৎ মেয়ের ব্যাপারে আমি তোমাকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে প্রমাণ সহ আমার বাবার বদনাম না ঘচিয়ে আমি আর ওর সাথে দেখা করার চেষ্টা করব না। গুড নাইট, স্যার।'

বারান্দায় বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল জ্যাক। ন্যান্সি তখনও বারান্দাতেই ছিল। সে কোমল স্বরে বলল, 'গুড নাইট, জ্যাক।'

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে মাথার হ্যাট উঁচাল জ্যাক। 'গুড নাইট, মিস পামার।'

'আশা করি তুমি শিগগিরই আবার আসবে?'

একটু আড়ষ্ট স্বরেই জ্যাক বলল, 'আপাতত সেটা সম্ভব হবে না। কেন, তার ব্যাখ্যা তোমার সৎ বাবার কাছেই শুনে নিও।'

বাকি সিঁড়ি পার হয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল জ্যাক। মেয়েটা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চেয়ে রইল। জ্যাকের আড়ষ্ট ব্যবহারে কিছুটা বিভ্রান্ত আর রুষ্ট বোধ করছে সে। তারপর বুঝল কার্লো লকউডের সাথে কথা বলার ফলেই ওই যুবকের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ির ভিতর ঢুকে সোজা ওর অফিসঘরে গিয়ে হাজির হলো ন্যান্সি। 'লকউড, তুমি জ্যাককে কি বলেছ যে সে এমন রেগে গেছে?' প্রশ্ন করল সে।

'এমন কিছুই আমি বলিনি যাতে ওর রাগ হওয়া উচিত। হয়তো সে মনে একটু চোট পেয়ে থাকতে পারে। জানো তো, সত্য কথা অনেক সময়ে অপ্রিয় হতে পারে?' খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে ন্যান্সির দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'তুমি নিজেই পড়ে দেখো, বুঝবে ওর সাথে তোমার মেলামেশা কেন অসম্ভব।'

খুব ধীরে সবটা পড়ে কার্লোর দিকে মুখ তুলে চাইল সে। 'এই ড্যান মর্টই কি ওর বাবা? জ্যাক কি এই খবর জানত?'

'সে তো বলল জানত না।'

'এখন বুঝেছি সে কেন এমন আচরণ করল। জানার পরে সে কি বলল?'

কাঁধ উঁচাল কার্লো। 'সে জোর দিয়ে বলল যে তার বাবা এমন একটা কাজ করতেই পারে না। আর কি বলবে? কিন্তু পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যির সবই মর্টের বিপক্ষে।'

ন্যান্সি বলল, 'আমিও বিশ্বাস করি না যে সে এটা করেছে।'

'কেন?'

'জানি না। কিন্তু এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

দোষদর্শী নিন্দুকের মত একটু হাসল কার্লো। 'তোমার বয়স কম–মনটাও রোমান্টিক। তোমার মত আবেগপ্রবণ মেয়ের পক্ষে যুক্তি ছাড়াও মনের টান থাকা অসম্ভব নয়।'

'হতে পারে। তার বাবা যদি অপরাধীও হয়, সেজন্যে ছেলেকে দোষ দেয়া উচিত নয়। তুমি কি তাকে বাসায় আসতে বারণ করেছ?'

'আমি কেবল ওকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি যে এই মেলামেশায় কেবল তোমার ক্ষতিই হবে। লোকে ছি ছি করবে।'

'আমার জীবনে দখল দেয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। আমি নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। জ্যাকের সাথে আমার দেখা হলে ওকে আমি এই কথাই জানাব।'

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর কার্লো উঠে দরজা বন্ধ করে প্রায় নিঃশব্দে চাবি ঘুরিয়ে দরজায় তালা দিল।

ওই সময়ে জ্যাক কাঠের ফুটপাত ধরে গ্রাম্পির দোকানের দিকে এগোচ্ছে। ওর মনটা বিভিন্ন ধরনের আবেগের ঝড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ওর বাবা পালিয়ে বেড়াচ্ছে, একজন আউটল! এখন সে বুঝতে পারছে ড্যান মর্ট কেন ফ্রেইট কোম্পানি ছেড়েছে, এবং জ্যাককে কেন বাবার চিঠি গ্রাম্পির ঠিকানা লেখা খামে ভরে পাঠাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সে এটাও বুঝতে পারছে যে তাকে নিশ্চিন্তে পড়াশোনা শেষ করতে দেয়ার জন্যেই ওরা এসব কথা ওকে জানায়নি।

গ্রাম্পি আসল ঘটনাটা জানে। সে তার বাবার সাথে সবসময়েই যোগাযোগ রক্ষা করেছে। ড্যান মর্ট যে নির্দোষ এটা গ্রাম্পি পুরোপুরি বিশ্বাস না করলে কিছুতেই সে এতকিছু করত না। ওর কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়েই জ্যাককে তার বাবার বিরুদ্ধে অপবাদ মিথ্যা বলে প্রমাণ করার কাজে নামতে হবে।

দোকানটা অন্ধকার; গ্রাম্পি এখনও ফেরেনি। পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে রান্নাঘরে আলো জ্বেলে পায়চারি শুরু করল জ্যাক। দশ মিনিট কেটে গেল তারপর ধীরে ধীরে আরও আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল।

বাড়ির পিছন দিকের আস্তাবলে গ্রাম্পির ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসার সাড়া পেল জ্যাক। ছুটে আস্তাবলে গিয়ে তখনই বাবার ব্যাপারে সব কথা জেনে নেয়ার অদম্য ইচ্ছাটাকে কোনমতে সামলে নিল সে। জানে ওসব কথা ঘরের ভিতরে হওয়াই ভাল–আর কারও শুনে ফেলার ভয় কম। সাত-পাঁচ ভেবে ওখানেই চেয়ারে বসে অপেক্ষায় রইল জ্যাক।

মিনিট পাঁচেক পরে গ্রাম্পির পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। দরজা খুলে ঢুকে জ্যাকের চেহারার দিকে নজর পড়তেই গ্যারি থমকে দাঁড়াল। 'তোমার কি হয়েছে, বাছা? দেখে মনে হচ্ছে–'

'ভিতরে এসে দরজাটা বন্ধ করো। তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। তোমাকে কিছু ব্যাপার পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে হবে।'

আরও কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রাম্পি। ছেলেটা জানে, বুঝতে পেরেছে ও। যেভাবেই হোক বাবার সম্পর্কে কিছু কথা সে জেনে ফেলেছে। ভাল কথা; পুরো ব্যাপারটাই এখন ওকে খোলাখুলি ভাবে জানানো উচিত।

'নিশ্চয়, বাছা; আমি তোমাকে সব কথাই খুলে বলব।'

দরজা বন্ধ করার জন্যে ঘুরল সে। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো, মাংসে বুলেট ঢোকার একটা ভোঁতা শব্দ উঠল, এবং গ্রাম্পি চৌকাঠের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তিন

লাফিয়ে উঠে দরজার কাছে ছুটে গেল জ্যাক। ওর কাছে কোন অস্ত্র নেই। এক মুহূর্ত সে ওখানেই সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় দরজার মুখে

দাঁড়িয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ড আগে গ্রাম্পিও ঠিক ওইভাবেই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যটা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে কমলা রঙের শিখাটা জ্বলে ওঠার সামান্য আগেই সে লাফিয়ে বামপাশে সরে গেল। বিস্ফোরণের শব্দের সাথে একটা বুলেট ওর মাথার পাশ দিয়ে বাতাসে শিস্ কেটে পিছনের দেয়ালে গিয়ে গাঁথল।

কোনায় একটা রাইফেল দাঁড় করানো রয়েছে। ঝট করে ওটা তুলে নিয়ে ব্যারেলের খোঁচায় জানালার একটা কাঁচ ভেঙে বুলেট যেদিক থেকে এসেছে তারই আশেপাশে যত দ্রুত সম্ভব গুলি ছুঁড়ল জ্যাক।

রাইফেল খালি হলে দৌড়ে গিয়ে নিজের ব্যাগ খুলে তার গানবেল্ট আর কোল্ট বের করে নিল। বেল্টটা কোমরে পরে পিস্তল পরীক্ষা করে দেখল মাটিতে আছড়ে পড়ায় ওটার কোন ক্ষতি হয়নি। কক করা পিস্তল কোমরের কাছে তৈরি রেখে লাফিয়ে দরজার মুখে এগিয়ে গেল জ্যাক। ওদিক থেকে কেউ গুলি ছুঁড়ুক এটাই সে চাইছে।

কিন্তু ওদিক থেকে কোন গুলি এল না। পিস্তলটা খাপে ভরে ঝুঁকে গ্রাম্পির হালকা দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে ভিতরের কামরায় নিয়ে যত্নের সাথে মেঝের ওপর শুইয়ে দিল। ওর বুকের কাছে শার্টটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে আর চোখ দুটো দৃষ্টি হারিয়ে কাঁচের মত চকচক করছে। গুলিতে ওর হার্ট ফুটো হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেন্ড ওখানেই দাঁড়িয়ে গ্রাম্পির লাশের দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাক। বাবার বন্ধুর এই অকস্মাৎ মৃত্যু ওকে অভিভূত করে ফেলেছে। অনেক পরে সে উপলব্ধি করল, গ্রাম্পি মারা যাওয়ার ফলে বাবার সাথে তার যোগাযোগের শেষ সূত্রও ছিন্ন হয়ে গেল।

বাইরে ভারী বুটের শব্দে ওর সংবিৎ ফিরল। সে ঘুরে দাঁড়াতেই কয়েকজন লোক সশব্দে পিছনের দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। পিস্তল হাতে ব্যাজ পরা লোকটা সবার সামনে। দরজা দিয়ে ঢুকেই সে থেমে দাঁড়াল। 'এখানে কি ঘটেছে?' জানতে চাইল সে।

'খুন,' সংক্ষেপে জবাব দিল জ্যাক। 'দরজা বন্ধ করার সময়ে কেউ গ্যারি বাটলারকে গুলি করেছে।'

'একটার বেশি গুলির আওয়াজ আমি শুনেছি।'

'তুমি জানালা দিয়ে আমার গুলি করার শব্দ শুনেছ। কাউকে গুলি লাগাতে পারলাম কিনা সেটা এখনই চেক করতে যাচ্ছি।'

'আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। তুমি কে?'

'আমার নাম জ্যাক মর্ট। কার্লো লকউড আমাকে সনাক্ত করতে পারবে।'

হয়তো লকউডের নাম উল্লেখ করায়, অথবা পিস্তলের হুমকি উপেক্ষা করে জ্যাকের দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাওয়া দেখেই সে বিশেষ উচ্চবাচ্য করল না। কেবল ওকে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে–সে যেন প্রয়োজন হলে হাতের কাছেই থাকে–এই ধরনের কিছু বলল। তারপর করোনারকে খবর দিতে একজনকে পাঠাল।

রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে এল জ্যাক। একটা ঠাণ্ডা আক্রোশে ওর ভিতরটা ফুঁসছে। খুনের নেশা ওকে পেয়ে বসেছে। এর আগে কখনও আজকের মত ওর নার্ভ এত স্থির আর বুদ্ধি এত সজাগ থাকেনি। কোনমতে খুনীর একটা সূত্রও যদি সে ধরতে পারে, তাহলে অবশ্যই ওকে খুঁজে বের করে একটা র‍্যাট্‌লারকে হত্যা করার মতই নির্দয় ভাবে হত্যা করবে।

ঘোড়াকে পানি খাওয়াবার টবের কাছে পৌঁছেই সে বুঝতে পারল সর্বনাশা গুলিটা ওখান থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল। এবং সে জানালা দিয়ে গুলি ছোঁড়া শুরু করলে লোকটা ওখান থেকে সরে পড়েছে। লোকটাকে রক্ষা করেছে ওই পানির টব।

টবের পিছনে গ্রাম্পির আস্তাবল। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল জ্যাক। একটা লণ্ঠন দেখতে পেয়ে ওটা জ্বালিয়ে নিল। তারপর টবের কাছে ফিরে সুশৃঙ্খল তদন্ত চালাল। ওর চারটে গুলি কাঠের টবে বিঁধেছে বাকিগুলো পাশ দিয়ে বা উপর দিয়ে গেছে। ধুলোর ওপর একটা হাঁটু আর বুটের ডগার একটা আবছা ছাপ রয়েছে। এরপর যা দেখল তাতে ওর বুকটা উত্তেজনায় ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। এক

ফোঁটা রক্তের দাগ রয়েছে ধুলোর ওপর। তার গুলিগুলো সব বিফল হয়নি।

হাউন্ডের মত রক্তের ফোঁটা অনুসরণ করল জ্যাক। আস্তাবল পেরিয়ে দাগগুলো এগিয়ে গেছে। একটা কোনায় সে অল্পক্ষণ দাঁড়াল; ওখানে আরও এক সেট পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে—অর্থাৎ অ্যামবুশ করতে দুজন লোক এসেছিল। কিন্তু টব পর্যন্ত এক সেট ছাপই গেছে। বিশদ বিশ্লেষণ করে সময় নষ্ট না করে ট্রেইল তাজা থাকতেই রক্তের চিহ্ন ধরে এগোল, কারণ ওই লোকটাই খুনী—ওর গুলিতেই গ্রাম্পি মারা গেছে।

যত এগোচ্ছে রক্তের দাগ কমে আসছে। লোকটা নিশ্চয় রক্ত পড়া বন্ধ করার চেষ্টায় ক্ষতের ওপর কিছু জড়িয়ে নিয়েছে। শেষে ট্রেইল অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিল জ্যাক। আহত লোকটা সোজা তার পরিচিত আশ্রয়ের দিকেই এগোবে। বর্তমান ট্রেইলটা গলির দিকে এগিয়েছে। ওই দিকেই এগোল জ্যাক। এখনঃ ডান দিকে গেলে গ্রাম্পির দোকানের দিকে যাওয়া হবে। কোন অপকর্ম করে আসার পর অপরাধী পিছনের দরজা দিয়েই তার আস্তানায় ফিরবে। তাই প্রত্যেকটা পিছনের দরজায় থেমে লণ্ঠন উঁচিয়ে পরীক্ষা করে দেখল সে।

শেষ দরজাটা পরীক্ষা করে ওর হার্ট বীট বেড়ে গেল। দরজার ওপর একটা স্পষ্ট রক্তের ছোপ লেগে আছে। সিঁড়ির ধাপটার ওপরও রক্ত দেখা যাচ্ছে। লণ্ঠনটা নিভিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বাড়িটাকে খুঁটিয়ে দেখল জ্যাক। নিচু ছাদের বাড়িটা নোংরা আর আবহাওয়ায় জর্জরিত। পিছনদিকে কেবল একটাই জানালা শক্ত করে আঁটা রয়েছে। দরজার নব ঘুরিয়ে বুঝল ওটা ভিতর থেকে বল্টু এঁটে বন্ধ করা আছে। ওই দরজার পিছনে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে গ্রাম্পির খুনী।

বর্তমানে সে নিরেট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল আকাশের তারাগুলো থেকে সামান্য একটু আলো আসছে। কেউ তাকিয়ে থাকলেও ওর নড়াচড়া দেখতে পাবে না। গলির মাথায় একটা আস্তাবল

আছে। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে কিছু তার আর এক টুকরো দড়ি খুঁজে বের করল জ্যাক। জানালার শাটারে তার পেঁচিয়ে ওটা খোলার পথ বন্ধ করল। তারপর দরজার নবে দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য মাথা বাঁধল একটা শক্ত খুঁটির সাথে। এখন দড়ি না ছিঁড়ে ওই দরজা ভিতর থেকে খোলা অসম্ভব। বাড়ির ভিতর থেকে পিছন দিক দিয়ে কেউ বেরোতে পারবে না। এবার ঘুরে দালানের সামনের দিকে পৌঁছে ব্যাট উইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

জনাছয়েক খদ্দের বারে দাঁড়িয়ে আছে। একটা টেবিলে বসে সাতজন ব্ল্যাক জ্যাক খেলছে। ছুঁচোলো চেহারার এক জুয়াড়ী তাস বাঁটছে। টাকমাথা বারটেন্ডার বেজার চেহারা নিয়ে বারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাককে ঢুকতে দেখে তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করে বারের অন্য মাথায় গিয়ে দাঁড়াল বারটেন্ডার। জ্যাক একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দেয়ায় আশ্বস্ত হয়ে বোতল আর গ্লাস আনতে ঘুরল।

জ্যাকের দশ ফুটের মধ্যেই একটা পার্টিশন রয়েছে; ওখানে একটা দরজাও দেখা যাচ্ছে। বারটেন্ডার ড্রিঙ্ক আনার জন্যে ওর দিকে পিছন ফিরতেই সময় নষ্ট না করে এগিয়ে দরজার হাতল ঘোরাল জ্যাক। বারে দাঁড়ানো একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'রুফাস!' চিৎকার শুনে বারটেন্ডার ঘুরেই কাউন্টারের নিচে রাখা গানের দিকে ঝাঁপ দিল। জ্যাক একটু পিছিয়ে এসে কাঁধ পেতে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তালা ভাঙা দরজার কপাট খোলার সাথেই গর্জে উঠল বারটেন্ডারের গান। বুলেটটা কাঠামোতে গেঁথে কাঠের টুকরো ছিটাল ওর মাথার পাশ দিয়ে। হোঁচট খেয়ে ভিতরে ঢুকল মর্ট। পিছন থেকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে লাফিয়ে ডান দিকে সরে গেল সে। পার্টিশনটা এখন ওর পিছনে এবং উদ্যত পিস্তল ওর হাতে।

ছাদের থেকে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলছে। ওটারই নিচে একজন বসে আছে টেবিলের পিছনে। লোকটার বাম হাত কাঁধ পর্যন্ত অনাবৃত, এবং ওর সঙ্গী টেবিলে রাখা গামলার পানিতে তুলো ভিজিয়ে ওর ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছে। জানালার কাছে আরও একজন আছে। শাটারের একটা

ফাটলে চোখ রেখে সে বাইরের অন্ধকারে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। ফ্ল্যাশগানের মত এক ঝলকেই পুরোটা দেখে নিল জ্যাক। তারপর আচমকা শুরু হলো প্রচণ্ড অ্যাকশন।

চেয়ারে বসা জখম লোকটা চেয়ার উল্টে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। যে লোকটা ব্যান্ডেজ বাঁধার আয়োজন করছিল তাকে সে ঘুসি মেরে টলিয়ে দিল। সেই মুহূর্তেই জানালার ধারের লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝট করে পিস্তল বের করল। একটা গুলিও করল সে, কিন্তু গুলিটা জ্যাকের হাত আর দেহের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল। জ্যাকের নজর গ্রাম্পির হত্যাকারীর ওপর স্থির হয়ে আছে। ওর থেকে নজর না সরিয়েই কোল্টটা একটু ডান দিকে কাত করে গুলি করল সে। জানালার ধারের লোকটা পড়ে গেল।

এই সুযোগে গ্রাম্পির খুনী পিছনের দরজার দিকে ছুটল। এক ঝটকায় বল্টুটা খুলে দরজার নব ঘুরিয়ে হেঁচকা টান দিল সে। মাত্র এক ইঞ্চি ফাঁক হলো দরজা, এর বেশি নয়।

'পিস্তল তুলে গুলি করো! বদমাশ খুনী!' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল জ্যাক মর্ট।

লোকটার ডান হাত অক্ষতই আছে; দাঁত খিঁচিয়ে এগোল সে। প্রচুর অভ্যাসে পোক্ত মসৃণ গতিতে পিস্তল তুলে লোকটা দ্রুত গুলি করল। কিন্তু ওই রাতে জ্যাককে হত্যা করার মত কোন গুলিই তৈরি হয়নি। হয়তো ভয় বা জখমের ধাক্কায় লোকটার নিশানা নড়ে গেছে। ওর গুলিটা মর্টের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল; পরমুহূর্তেই জ্যাকের গুলিতে আরেক পা এগিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল গ্রাম্পির গুপ্তঘাতক।

বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর। নিজের পিস্তলে গুলি ভরে নিল জ্যাক, দুটো দরজার দিকেই নজর রেখেছে সে। যে লোকটা ব্যান্ডেজ করছিল সে ফেকাসে মুখে দুহাত শূন্যে উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গলি দিয়ে বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে। পিস্তলের হ্যামার টেনে কক করল জ্যাক। বাইরে থেকে দড়িটা কাটা হলো—মার্শাল লাফিয়ে কামরায় প্রবেশ করল। 'এখানে কি চলেছে?' রাগের সাথে জানতে

চাইল মার্শাল। 'তুমি আবারও গোলাগুলি করছ?'

গরম সুরে জ্যাক বলল, 'তোমার পায়ের কাছে যে পড়ে আছে, ওই শয়তানটাই বাটলারকে খুন করেছে। আর জানালার ধারে আহত লোকটা কিছু ঘটার আগেই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল।'

'সেটা তোমার অজুহাত। হাত ওপরে তোলো।'

নির্দেশ মানার পরিবর্তে ওর দিকেই পিস্তল তাক করল জ্যাক। 'ওসব হাবিজাবি আমার সাথে চলবে না, মিস্টার মার্শাল। আমি একজন খুনীকে হত্যা করেছি, তাছাড়া সেই আমার দিকে আগে গুলি ছুঁড়েছিল। তুমি আমাকে কাভার করে আছ বটে, কিন্তু মনে রেখো এখান থেকেও প্রতিধ্বনি উঠবে। পিস্তলের বদলে তোমার মাথাটা একটু ব্যবহার করার চেষ্টা করো।'

দরজার মুখে তামাশা দেখার জন্যে অনেকে ভিড় জমিয়েছে। জ্যাক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল। 'আমি গ্যারির উঠনে নেমে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে রক্তের ফোঁটা দেখতে পাই। সেগুলো অনুসরণ করেই আমি এখানে পৌঁছেছি। দরজা ভেঙে এই কামরায় ঢুকে দেখলাম ওই শূন্যে হাত তুলে দাঁড়ানো লোকটা খুনীর হাত ব্যান্ডেজ করে দেয়ার ব্যবস্থা করছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার বুলেট ওর কোথায় বিঁধেছিল। দরজা খুলতে না পেরে সে বুঝল ফাঁদে পড়ে গেছে, তাই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। বিশ্বাস করো আমি যা বলছি সেটাই সত্যি।'

কার্লো লকউড কামরায় ঢুকে কনুইয়ের গুঁতোয় সবাইকে সরিয়ে মার্শালের পাশে এসে ওর সাথে কথা বলল। 'জ্যাক মর্টের কথা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে, বাড। তোমার পিস্তল খাপে ভরো। ওর গুলিতে কে মারা পড়েছে?'

'রস্ হিলটন, মিস্টার লকউড।'

শব্দ করে নাক টানল কার্লো। 'একটা বাজে প্রকৃতির পিস্তলবাজ। একটা ড্রিঙ্কের পয়সার জন্যে নিজের দাদীকেও খুন করতে দ্বিধা করত না ওই লোক। আপদ বিদায় হয়েছে। ওই লোকটাই কি স্যাড্‌ল্

দোকানের মালিককে খুন করেছে?'

'এই মর্ট লোকটা তো তাই বলছে, কিন্তু সে এখানে একজন স্ট্রেঞ্জার, তাই আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। ও দাবি করেছে যে লুকানো অবস্থান থেকে গ্যারিকে গুলি করা হয়েছিল বাড়িতে ঢোকার সময়। বলে সে জানালা দিয়ে উইনচেস্টার খালি করে রস্‌কে আহত করেছিল।'

'সম্ভবত সে সত্যি কথাই বলছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে রসের হাত জখম হয়েছিল।' এগিয়ে বাডের খুব কাছে ঘেঁষে সে খুব নিচু স্বরে বলল, 'ওকে যেতে দাও। আমি ওকে কাজে লাগাব।'

মার্শাল নেলসন একই সুরে বলল, 'কিন্তু ওর নাম কি, তা তো তুমি শুনেছ? মর্ট! আমার অফিসে ড্যান মর্টের কিছু পোস্টারের ছবি আছে; তুমি কি করে জানো এই লোকই ড্যান মর্ট নয়?'

'এর নাম জ্যাক মর্ট। সে ড্যান মর্টেরই ছেলে, কিন্তু আজই সে সোনা ডাকাতির কথা প্রথম জেনেছে—আগে জানত না।'

'সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা হলো? তুমি বলতে চাও, ওই ডাকাতের ছেলে এতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও রেডরকের ডাকাতির কোন কথাই জানত না? মিস্টার লকউড, ওর এখানে আসার মানেই হচ্ছে ওর বাবা আশেপাশেই কোথাও আছে।'

'ঠিক বলেছ। আমারও তাই ধারণা।'

বাড মুখ তুলে কার্লোর দিকে তাকাল, ওর সরু হওয়া চোখে নতুন একটা চিন্তা খেলছে। 'হ্যাঁ, তাই তো! হয়তো—! তুমি না একটা মুখোশধারী ডাকাতের খপ্পরে পড়ে ইদানীং অনেক সোনা খোয়াচ্ছ? আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওই ডাকাতটাই ড্যান মর্ট!'

'নিখুঁত কথা। সুতরাং বুঝতেই পারছ, বাড, ওকে ছেড়ে দিতে বললেও আমি জানি আমি কি করছি।'

'ভাবছ এই লোকের ওপর নজর রাখলে সে আমাদের ড্যান মর্টের কাছে পৌঁছার পথ সুগম করে দেবে? চমৎকার আইডিয়া!' গলার স্বর চড়িয়ে মার্শাল বলল, 'মিস্টার লকউড আর আমি তোমার ব্যাপারেই

আলাপ করছিলাম। সে তোমার হয়ে জামিন দিয়েছে, তুমি যেতে পারো, তুমি মুক্ত।'

'তুমি আমার সাথে এসো, মর্ট,' বলল কার্লো। 'তোমার সাথে আমার কথা আছে। ঘুরে হাঁটা ধরল লকউড। সে ধরেই নিয়েছে জ্যাক তাকে অনুসরণ করবে। রাস্তায় উঠে কার্লো দাঁড়াল এবং জ্যাকও ওর পাশে এসে থামল।'

লকউড বলল, 'আমি শুনেছি তুমি একজন মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। তুমি কি তোমার পেশায় এখনই কাজে নামতে চাও?'

'আমি যদি তেমন কোন সুযোগ পাই তাহলে অবশ্য আমি এখনই কাজে নামব।'

'তুমি যদি নিজের পেশার কাজ না চাও, তাহলে আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি। আমার একজন লোকের দরকার যার শক্ত নার্ভ আছে। তুমি সেই ব্যাপারে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছ। তোমার সাহসিকতার ফলেই ডাকাতটা আমার দশ হাজার ডলারের সোনা নিয়ে পালাতে পারেনি। লোকটা আগেও আমার থেকে অনেক সোনা লুট করেছে। তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, সে আজ পর্যন্ত আমার থেকে মোট সতেরো হাজার ডলারের সোনা লুট করেছে। আমার জন্যে অনেক টাকা।'

'বুঝলাম, বলে যাও।'

'আমি বিভিন্ন গার্ড নিয়োগ করেছি, মাঝেমাঝে ধোঁকা দেয়ার জন্যে ভুয়ো চালানও পাঠিয়েছি, কিন্তু লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত। আমার সবথেকে লাভজনক ব্যবসা হচ্ছে কনচোর আশপাশের মাইনারদের থেকে সস্তায় সোনা কিনে চালান দেয়া। আমার পাঠানো সোনা গন্তব্যে পৌঁছলে তবেই আমি আরও সোনা কেনার টাকা হাতে পাব। এই কাজের জন্যে আমি একটা স্টেজ লাইনও চালু করেছি। এটা অত্যন্ত লাভজনক একটা ব্যবসা ছিল, কিন্তু ওই শয়তান ডাকাতটার জন্যেই আমার ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছে।'

'আজ হোক কাল হোক সে একটা ভুল করবে। ওরা সবাই তাই

করে।'

এখন পর্যন্ত সে কোন ভুল করেনি। আজ পর্যন্ত একমাত্র তুমিই ওকে ধরার খুব কাছে এসেছিলে। এটা শুধু সোনা নয় মর্ট, আমাকে নিয়মিত মাসিক বেতনও পাঠাতে হয়। গত ছয় মাসে সে তিনবার সেটাও লুট করেছে। লোকটা সব সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত হানে। আজকের কথাই ধরো, কে ভাবতে পেরেছিল যে ডাকাত আকাশ থেকে পড়বে? কিন্তু তুমি প্রমাণ করেছ যে ওকে ধরা সম্ভব। তাই আমি তোমাকে প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমাকে আমি মাসে দুশো ডলার করে দেব, এবং কখন সোনা যাচ্ছে, তাও তোমাকে আমি আগে থেকেই জানাব। তুমি আমার বিভিন্ন চালান পাহারা দেবে। ওই ডাকাতকে ধরতে পারলে তোমাকে আমি দুহাজার ডলার বোনাস দেব। তুমি কি বলো?'

অল্পক্ষণ ভাবল জ্যাক। টাকাটা তার জরুরী দরকার। কারণ গ্রাম্পির উত্তরাধিকারী হয়তো আছে। সে কোন আত্মীয়স্বজন রেখে যায়নি এটা বিশ্বাস করে না ও। তাই ওর টাকাপয়সা ছোঁয়ার কল্পনাও সে করে না। এবং সে নিশ্চিত যে কনচোর আশেপাশেই কোথাও তার বাবা গ্রাম্পির সাথে দেখা করত। রেডরকে গিয়ে শুরু থেকে অনুসন্ধান করার ইচ্ছা তার পুরোপুরি থাকলেও আপাতত তার হাতে কোন টাকাপয়সা নেই বলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

'আমি তোমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম,' বলল সে। 'আমি কখন শুরু করছি?'

'তুমি প্রথম সুযোগেই আমার সাথে ব্যাঙ্কে দেখা কোরো, আমরা ওই ব্যাপারে কথা বলব। গুড নাইট, মর্ট।'

কার্লো মনে মনে খুব খুশি। সব ওর পক্ষেই যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে সে দেখল ন্যান্সি অপেক্ষা করছে বসার ঘরে। সে বেশ উদ্বিগ্ন স্বরেই জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কি ঘটল?'

'তোমার তরুণ এঞ্জিনিয়ার তাণ্ডব কাণ্ড বাধিয়েছিল,' বলল সে। 'একজন পিস্তলবাজ দোকানি গ্যারি বাটলারকে আড়াল থেকে গুলি করে মেরেছিল। মর্ট ওকে খুঁজে বের করে শেষ করেছে। বেশ স্মার্ট ছেলে

ওই মর্ট। আমি ওকে আমার ব্যবসায়ে কাজে লাগাতে পারি। ওর মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব আছে, যেটা সম্ভবত সে বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।'

দ্রুতপায়ে নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল কার্লো। আপন মনেই নিজের হাত দুটো ঘষছে সে। একটা দারুণ চক্রান্তের প্ল্যান এঁটেছে ও। ভাবতেই ওর মনে পুলক জাগছে। যদি ওই ডাকাতটা সত্যিই ড্যান মর্ট হয়, তাহলে নিজের ছেলের হাতে মারা পড়া বা ধরা পড়ার চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি হতে পারে? লোকটা তাকে ফতুর করে দেয়ার জোগাড় করেছে। এই নতুন ব্যবস্থায় টাকার শোক কিছুটা ভুলতে পারবে সে।

যত ভাবছে ওর মন ততই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে।

চার

পরদিন গ্রাম্পিকে কবর দেয়া হলো। কনচোর একমাত্র চার্চেই ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্পাদিত হলো। একজন ভ্রাম্যমাণ প্রীচার ওখানে সভাপতিত্ব করল। গ্যারি বাটলার সম্পর্কে কিছু না জানলেও জ্যাকের থেকে কিছুটা শুনে নিয়ে সে চমৎকার বক্তৃতা দিল।

গ্রাম্পির আত্মীয়স্বজন কে কে আছে জানার জন্যে ওর জিনিসপত্র ঘেঁটে জ্যাক একটা ক্যাশ-বাক্সে হাজার ডলারেরও বেশি রয়েছে দেখতে পেল। কিন্তু ওই টাকা সে ছুঁলো না। বাবার বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় খরচ সে নিজের পকেট থেকেই দিল। এতে তার যা ছিল সবই খরচ হয়ে গেল। অনেক খুঁজেও গ্রাম্পির কোন ওয়ারিসের হদিস

সে পায়নি।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে চার্চের করিডরে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেদীর সামনে রাখা সাদাসিধে কফিনটার দিকে চেয়ে আছে জ্যাক। অত্যন্ত রিক্ত আর বিষণ্ন বোধ করছে সে। কেবল গ্রাম্পিকে হারাবার ব্যথাই নয়, তার বাবার মাথার ওপরও ঝুলছে অপবাদের কালো মেঘ। তার আশা ছিল গ্রাম্পির মাধ্যমেই বাবার সাথে মিলিত হয়ে নিখোঁজ সোনার রহস্যের ব্যাপারটা খোলাখুলি আলাপ করে জেনে নেবে। কিন্তু বিধি বাম। এখন বাবার সাথে যোগাযোগ করার সহজ কোন উপায় আর থাকল না। এখন বাবার সাথে দেখা হওয়া সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।

গ্রাম্পিকে কেন গুলি করে হত্যা করা হলো? গ্রাম্পির সাথে রস হিলটনের এমন কি বিরোধ ছিল? স্যাড্‌ল্ দোকানিকে বাইরে থেকে একটু খিটখিটে মেজাজের মনে হলেও জ্যাক জানে অন্তরে লোকটা ছিল খুব নরম আর দয়ালু। হিলটনের মত জঘন্য লোকের সাথে তার কি লেনদেন থাকতে পারে? এটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

চিন্তায় মগ্ন জ্যাক করিডরের মেঝের ওপর হাইহীলের শব্দ শুনতেই পায়নি। একটা ছোট নরম হাতের ছোঁয়া আর কোমল স্বরে কেউ 'জ্যাক' বলে ডাকায় ওর হুঁশ ফিরল। ঘুরে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল জ্যাক। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ন্যান্সি পামার।

ন্যান্সি বলল, 'আমি তোমাকে বলতে চাই যে ওর আকস্মিক মৃত্যুতে আমিও বিমর্ষ।'

'ধন্যবাদ, মিস পামার। অত্যন্ত সাদাসিধে আর সৎ ছিল ও। সে কেবল বাবার নয়, আমারও বন্ধু ছিল।'

সরাসরি জ্যাকের চোখে চোখ রাখল ন্যান্সি। 'আমি এটাও বলতে চাই তোমার বাবা যাই করে থাকুক না কেন, সেজন্যে আমি তোমাকে দায়ী মনে করি না। তুমি নিজেকে এভাবে গুটিয়ে নিয়ে অযথা–'

'আমার বাবা লজ্জিত হওয়ার মত কোন কাজই করতে পারে না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। পরিস্থিতিকে ভুল বোঝা যেতে পারে, এবং

নজিরকেও বিকৃত করে দেখা যায়।'

'তুমি বিশ্বাস করো তোমার বাবা নির্দোষ?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত জানি, কারণ ওকে আমি চিনি।'

চকচকে হয়ে উঠল ন্যান্সির চোখ। 'তোমার এই স্থির আস্থাকে আমি শ্রদ্ধা করি, জ্যাক। ওটা আমার বাবা হলে আমিও ঠিক তোমার মতই অনুভব করতাম। তোমার এই আন্তরিক বিশ্বাস দেখে আমারও তার প্রতি আস্থা এসে গেছে।'

'এর কোন কারণ আছে?'-প্রশ্ন করল জ্যাক।

'কোন কারণ নেই–শুধু আছে অটল বিশ্বাস। চলো আমরা ভিতরে যাই।'

একটু ইতস্তত করল জ্যাক। 'লোকজনের সামনে আমাদের একসাথে দেখা দেয়া ঠিক হবে না। আমার নামের জন্যে আমি লজ্জিত নই, এবং যে বাবা আমাকে ওই নাম দিয়েছে, তার জন্যেও লজ্জিত নই। কিন্তু একজন আউটলর ছেলের সাথে তোমার সংস্রব থাকা ভাল দেখায় না।'

'আমাদের যখন স্থির বিশ্বাস সে নির্দোষ, তখন ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। এসো, প্রীচার বেদীতে উঠতে যাচ্ছে।'

একটা লোক করিডরে ওদের পথ আটকে দাঁড়াল। লোকটা টাউন মার্শাল বাড নেলসন। ববকে উপেক্ষা করে সে সরাসরি ন্যান্সির সাথে কথা বলল। 'আমি তোমাকে বাসা থেকে আনতে গেছিলাম, কিন্তু তোমার মা বলল তুমি বেরিয়ে গেছ। চার্চ সার্ভিসে আমিই তোমাকে সঙ্গ দিতে চেয়েছিলাম, ন্যান্সি।'

মার্শালের দিকে চেয়ে মেয়েটা ঠাণ্ডা ভাবেই একটু হাসল। 'তোমাকে হতাশ হতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত, বাড, কিন্তু আমি জ্যাকের সাথে যাব বলেই স্থির করেছি। ওকে আমার বলারও কিছু কথা ছিল।'

মেয়েটার দিকেই তাকিয়ে থাকল নেলসন। 'আমার ধারণা, চাইলে সেও তোমাকে অনেক কথাই বলতে পারবে। যেমন ওর ওই মর্ট

নামটা; ওর বাবা ড্যান মর্ট তিরিশ হাজার ডলারের সোনা চুরি করে রেডরক থেকে উধাও হয়েছে—আমার অফিসে ওর সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। কিন্তু আমার মনে হয় না সে তোমাকে এসব কথা বলবে।'

'অবশ্যই বলেছে! সব কথাই আমি জানি। তবে সে নিশ্চিত যে তার বাবা নিরপরাধ।'

'নিরাপরাধ! ভাল একটা ছেড়েছে বটে; সত্যি!'

'এবং আমিও ওর সাথে একমত।'

বাডের চেহারা কালো হলো। 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? ড্যান মর্টের বিরুদ্ধে অনেক পরিস্থিতিগত প্রমাণ রয়েছে। স্টেজ কোচে একটা নাটক দেখিয়ে সে তোমাকে এমন মোহিত করে ফেলেছে যে তুমি সোজা চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছ।' মার্শালের রাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'শোনো, ড্যান মর্ট কখনও ধরা পড়েনি; সে এক বছর আগেই রেডরক থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। এবং এর ছয় মাসের মধ্যেই তার বন্ধু গ্যারি বাটলার ওখানকার দোকান বন্ধ করে এখানে এসে দোকান খুলেছিল। এখন ড্যানের ছেলে জ্যাকও কনচোতে এসে হাজির হয়েছে। কেন? আমি বলতে পারি কেন!'

ন্যান্সির চেহারা বেশ লাল হয়ে উঠেছে, এবং জ্যাক দেখল ওর চোখ দুটোও জ্বলছে।

'আমার বিশ্বাস যথেষ্ট বলেছ তুমি, বাড। এবং তোমার শালীনতা বোধ থাকলে দয়া করে স্বর নিচু করো। ভুলে যেয়ো না তুমি চার্চে আছ।'

কঠিন একটা ঢোক গিলল নেলসন। ওর চেহারা লাল হয়ে উঠছে। সে আবার যখন কথা বলল তখন ওর গলার স্বর নিচু, কিন্তু কথাগুলোই যেন রাগে কাঁপছে। 'হয়তো আমার শালীনতা বোধ নেই, হয়তো সেটা আমাকে সৎ পথে খেটে টাকা রোজগার করতে হয়েছে বলেই। সৌখিন কলেজি বিদ্যাও আমার নেই। কিন্তু তুমি ভাল করে শুনে রাখো যে কার্লো লকউড স্টেজ ডাকাতিতে মোট প্রায় সতেরো হাজার ডলার খুইয়েছে এবং প্রতিবার কেবল একটা লোকই ওসব ডাকাতিগুলো

করেছে। ড্যান মর্ট যে আশেপাশেই কোথাও আছে এবং সেই যে ডাকাতিগুলো করছে, সেটা বুঝতে কলেজি বিদ্যা লাগে না। যে তোমার সৎ বাপের টাকা লুটপাট করে খাচ্ছে, তার ছেলের সাথেই কিনা তুমি যেচে ভাল ব্যবহার করছ!'

এবার চোখ গরম করে জ্যাকের দিকে তাকাল মার্শাল। চ্যালেঞ্জিং দৃষ্টি। ওকে একটা ঠাণ্ডা হাসি দিয়ে শান্ত স্বরে জ্যাক বলল, 'ওই ডাকাতকে ধরার চেষ্টায় তোমার আরও বেশি সময় দেয়া উচিত। নাকি সে তোমাকেও বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে?'

'আমি এত সহজে ভয় পাই না,' বলল বাড। 'আর তুমি? তোমার মেরুদণ্ডের ওপর একটা হলুদ রেখা নেই তো?'

'তুমি যদি মনে করে থাকো যে আমার বাবার নামে অপমানজনক কথাবার্তা বলে তুমি পার পেয়ে যাবে, তাহলে খুব ভুল করবে। এখানে ন্যান্সি উপস্থিত আছে বলে তোমাকে আপাতত আমি ছেড়ে দিলাম—পরে তোমাকে আমি দেখে নেব। তুমি তৈরি, ন্যান্সি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়েটা জ্যাকের পেতে দেয়া কনুইয়ের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর একসাথেই দুজনে চার্চে ঢুকল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে থাকল বাড। গতরাতে জ্যাককে হাত তুলে দাঁড়াতে বলায় ওর আদেশ না মেনে পাল্টা ওর দিকেই পিস্তল ধরার অপমান সে ভুলতে পারেনি। ওদের পিছন পিছন চার্চে ঢোকার জন্যে এগোতে গিয়েও শেষে মত পাল্টে চার্চ থেকে বেরিয়ে গেল মার্শাল।

প্রথম থেকেই তরুণ জ্যাককে ওর পছন্দ হয়নি। কিন্তু এখন সেই অপছন্দ দানা বেঁধে অসহ্য ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। ন্যান্সি পামারই এর আসল কারণ। মেয়েটা ওর পাশে দাঁড়িয়েছে, ওর পক্ষ নিয়ে কথাও বলেছে। মনের গভীরে বাডের একটা অদম্য আশা ছিল যে একদিন সে ন্যান্সিকে একান্ত নিজের বলে দাবি করবে। এখন সে আঁচ করছে মেয়েটা যদি জ্যাকের সাথে এভাবে মেলামেশা করতে থাকে তবে শুরুতে তার সামান্য যেটুকু সম্ভাবনা ছিল সেটাও নষ্ট হবে।

তার বদলে মেয়েটা জ্যাকের সঙ্গই বেশি পছন্দ করছে দেখে ওর

আঁতে ঘা লেগেছে। এই জন্যেই যেসব কথা বলতে চায়নি সেগুলোও ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল জ্যাককে অনুসরণ করে সে ড্যানের কাছে পৌঁছবে। এবং ওকে ধরার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, সেটাও পাবে। কিন্তু নিজের দোষেই তার হাত থেকে সেই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন জ্যাক সতর্ক থাকবে।

এখন ও আশা করছে ওর কথাগুলো যথেষ্ট কড়া হয়ে থাকলে মর্ট তার বিরুদ্ধে পিস্তলের লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হবে। নিজের পিস্তলবাজির ওপর বাডের যথেষ্ট আস্থা আছে। সে তার পথের কাঁটা সরাবার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে পিস্তলের লড়াই সাদরে গ্রহণ করে ওকে নির্দয় ভাবে হত্যা করবে। ন্যান্সি তখন বুঝবে কার যোগ্যতা বেশি। মেয়েটার উপস্থিতিতেই জ্যাক বলেছে পরে সে ওকে দেখে নেবে। ভাল, এখন সে এমন সব চোখে পড়ার মত জায়গায় থাকবে যেন জ্যাকের চোখ ওকে মিস করতে না পারে।

চার্চে সার্ভিসের কথাগুলো ওর কানে ঢুকলেও কিছুই শুনছে না জ্যাক। নেলসনের কথাগুলো এখনও ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বাবার সততার ওপর ওর নিরেট আস্থা আছে। তাই লকউডের সোনা চুরির সাথে ড্যানের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, এটা ওর চিন্তার বাইরে। জ্যাক যে স্টেজে কনচো এসেছে সেটাতেও ওই মুখোশধারী ডাকাতের হামলা হয়েছিল। এখন ওর মনে পড়ল লোকটার উচ্চতা আর গঠন ঠিক ড্যান মর্টের মতই ছিল। ওটাই ছিল একমাত্র সাদৃশ্য। ড্রাইভারের সাথে ডাকাতের কথা কয়টা ওর কানে এসেছিল বটে, কিন্তু সেটা হয়তো ওর ছদ্ম স্বর ছিল। রুমালের মুখোশে ওর পুরো চেহারাই ঢাকা ছিল। হ্যাটের তলায় লোকটার চুলও ঢাকা ছিল।

ডাকাতটার আচরণ এখন জ্যাকের কাছে অর্থপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। ওর মনে আছে ওকে চার্জ করে আসতে দেখে লোকটা কেমন অসাড় হয়ে গেছিল। সে ওকে সহজেই গুলি করতে পারত, কিন্তু করেনি। সেটা কি ডাকাত তাকে নিজের ছেলে বলে চিনতে পেরেছিল বলেই?

জ্যাক তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখ তুলে ন্যান্সির দিকে চাইল; মেয়েটা মনোযোগ দিয়ে প্রীচারের কথা শুনছে। ন্যান্সির প্রতিচ্ছায়া জ্যাকের কাছে পুরোপুরি মোহনীয় বলে মনে হলো। মেয়েটা জ্যাকের বাবার সচ্চরিত্রের কোন কথা না জেনেও তাকে নির্দোষী বলে মেনে নিয়েছে, অথচ তারই ছেলে হয়ে সে কিনা নিজেই এখন সন্দিহান হয়ে উঠছে!

বেঞ্চের ওপর আড়ষ্ট হলো জ্যাক, ওর চোয়াল দুটো এঁটে বসেছে। ড্যানই কার্লো লকউডের সোনা লুট করছে ভাবাটা অযৌক্তিক, তেমনি রেডরকের ডাকাতিতে ড্যানের হাত ছিল ভাবাও অযৌক্তিক। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে এবার প্রীচারের কথা শোনায় মন দিল। অবশেষে সে যখন চার্চের পিছন দিকের ছোট কবরস্থান থেকে ফিরল, তখন তার মন অনেকটা হালকা হয়েছে।

'আমার মনে হয়,' বাড়ি ফেরার পথে জ্যাককে বলল ন্যান্সি, 'ঘোড়ার পিঠে একটা লম্বা রাইড আমাদের জন্যে ভাল হবে। তোমার কাছে দোকানে বসে চিন্তায় ডুবে থাকার চেয়ে তাজা আলো বাতাস আর মনোরম পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো অনেক ভাল লাগবে।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'তুমি সত্যিই ভাল, ন্যান্সি, এবং তোমাকে যখন আমার সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছিল ঠিক তখনই তুমি আমার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আজ আর আমরা রাইডিঙে যাব না, এবং যতদিন আমি বাবার নামের কলঙ্ক ঘুঁচাতে না পারব, ততদিন আমি বিরত থাকব।'

মেয়েটা যুক্তি দেখিয়ে ওর মুড বদলাতে চেষ্টা করল, কিন্তু জ্যাক অনড়। শেষ পর্যন্ত সোনালি কোঁকড়া চুলে একটা ঝাঁকি দিয়ে সে বাড়ির ভিতর ঢুকল। কিন্তু ওর মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হলো না। বাডকে হুমকি দেয়ার কথা সে ভোলেনি। এবং বাড নেলসনের যে পিস্তলবাজিতে কতটা দক্ষতা আছে এটা ন্যান্সির অজানা নয়—লোকটা দ্রুতও বটে। জ্যাক চার বছর কলেজে ছিল বটে, কিন্তু ওখানে পিস্তলবাজি ওর পাঠ্য বিষয় ছিল না।

কিন্তু ন্যান্সি জানে না যে ওই পুরোনো কোল্টটাও তার মালিকের

সাথে কলেজে উপস্থিত ছিল, এবং পিস্তলে তার স্বাভাবিক দক্ষতা ওই চার বছরে বিন্দুমাত্র কমেনি, বরং বেড়েছে। কারণ একদিনের জন্যেও জ্যাক অনুশীলন বন্ধ করেনি। মাইনিং এঞ্জিনিয়ারদেরও মাঝেমাঝে দ্রুত পিস্তল ড্র করে অব্যর্থ ভাবে গুলি ছোঁড়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যাই হোক, একান্ত বাধ্য না হলে নেলসনের বিরুদ্ধে পিস্তল ব্যবহার করার ইচ্ছা ওর নেই।

ন্যান্সির বাড়ি থেকে ফেরার সময়ে সদর রাস্তা দিয়ে না ফিরে গলি দিয়ে আস্তাবল ঘুরে পিছনের দরজার দিকে এগোল। বেরোবার সময়ে দোকানের পিছনের দরজায় তালা দেয়নি। তাই সে নিশ্চিত হতে চায় বাড তার জন্যে কোন ফাঁদ পেতে রাখেনি।

পিছনের দরজা দিয়ে আস্তাবলে ঢুকে অন্য দরজার দিকে এগোল। দোকানের পিছনের দরজা হঠাৎ কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হতে দেখে থমকে দাঁড়াল জ্যাক। কয়েক মুহূর্ত পরে দরজাটা পুরো খুলে সেই ছুঁচো-মুখো লোকটা এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে দোকানের পাশ দিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

পিছনের দরজায় গিয়ে লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল জ্যাক। ভিতরে ঢুকে চেক করে দেখল গ্রাম্পির ক্যাশ বাক্সটা ঠিকই আছে এবং ঘর থেকে কোন কিছুই খোয়া যায়নি। কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে জ্যাক। কিছুই যদি না নেবে তাহলে লোকটা এত ঝুঁকি নিয়ে ভিতরে কেন ঢুকেছিল? ছুঁচো-মুখোর উদ্দেশ্য কি ছিল? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কামরার প্রতিটা জিনিস আবার খুঁটিয়ে দেখল সে। দেয়ালের একটা পেগে বেল্টসহ ঝোলানো কোল্ট .৪৫-এর ওপর এসে ওর দৃষ্টি স্থির হলো।

ওটার ওপর ছুঁচো-মুখো অবৈধ হস্তক্ষেপ করে থাকতে পারে অনুমান করে পিস্তলটা নামিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর সিলিন্ডারের প্রত্যেকটা গুলি বের করে ফেলল। অবাক হয়ে সে লক্ষ করল প্রথম দুটো কার্তুজ থেকেই সীসার বুলেট বের করে নিয়ে খালি খাপ দুটো সিলিন্ডারে ভরে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ পিস্তল ড্র করে গুলি

করলে তার প্রথম দুটো চেষ্টাই বিফল হত। আনাড়ি পিস্তলবাজের জন্যেও ওইটুকু সুবিধাই ডুয়েল লড়াই জেতার জন্যে যথেষ্ট। নীচমনা বাড তার বিরুদ্ধে কোন ঝুঁকিই নিতে চায়নি। বলির পাঁঠার মতই ওকে হত্যা করতে চেয়েছিল!

পিস্তলটায় আরেক সেট গুলি ভরে বেল্টটা কোমরে ঝুলাল জ্যাক। তারপর বিভিন্ন ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম সাজানো জানালাটা খুলে কাউন্টারের পিছনে নিচু হয়ে বসে অপেক্ষায় থাকল। জানালা দিয়ে সামনের রাস্তা আর দূরে সেলুনটার সামনের দরজা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওই সেলুনেই গতরাতে ছুঁচো-মুখো লোকটাকে দেখেছিল সে।

অল্পক্ষণ পরেই সেলুনের দরজা দিয়ে নেলসন বেরিয়ে এল। সেলুনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েই সে সরাসরি গ্রাম্পির দোকানটার দিকে তাকাল। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে দোকান পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরে দোকানের উল্টো ধারের ফুটপাত ধরে ফিরে এল। ওর দৃষ্টি গ্রাম্পির দোকানের ওপরই স্থির। কিছুদূর গিয়ে আবারও ফিরল বাড, কিন্তু এবার রাস্তা পার হয়ে দোকান-সংলগ্ন ফুটপাত ধরে এগোল। জানালার সামনে একটু থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল সে। ওর হাত পিস্তলের বাঁটের কাছে তৈরি। জ্যাক ওর মুখটা জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল। কান পেতে শুনল বুটের শব্দ আরও এগিয়ে গেল।

চট করে কাউন্টারের পিছন থেকে উঠে নিঃশব্দে সামনের দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল জ্যাক। দেখল অদূরেই ধীর পায়ে হেঁটে দোকান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বাড। 'নোড়ো না, নেলসন!' উদ্যত পিস্তল হাতে আদেশ দিল জ্যাক।

চমকে থমকে দাঁড়াল বাড। জ্যাক লক্ষ করল ওর ডান হাতটা ধীরে ধীরে পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোচ্ছে। 'খবরদার!' ধমকে উঠল মর্ট। 'ভেবো না আমার প্রথম দুটো শর্ট মিস হবে। খালি কার্তুজ দুটো বদলে আমি তাজা গুলি ভরে নিয়েছি।'

বাডের হাত স্থির হয়ে বাঁটের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। 'তাহলে

তুমি পিছন থেকে আক্রমণ করার মতলব এঁটেছ?'

'ঠিক ধরেছ। আমি তোমাকে মেরে ফেলতে চাইনি, নেলসন।' রাস্তার উল্টো পাশে লোকজন বেরিয়ে এসেছে; প্রত্যেকটা কথা ওরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। অস্বস্তিভরে কাঠের ফুটপাতে একটা পা ঘষল বাড। জ্যাক বলে চলল, 'আমার বাবাই লকউডের সোনা লুট করছে বলে জোর গলায় দাবি করেছ তুমি। তোমার কথাকে সমর্থন করার মত প্রমাণ দাও; যদি না পারো, তাহলে সবার সামনে কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষমা চাও, অথবা সারা জীবন মনে রাখার মত একটা ধোলাই খাওয়ার জন্যে তৈরি হও।'

'আমি কিছুই ফিরিয়ে নিচ্ছি না,' নিচু স্বরে হিসহিসিয়ে বলল বাড। 'ড্যান মর্ট একটা চোর। সে তিরিশ হাজার ডলারের সোনা নিয়ে গায়েব হয়েছে এবং আমার এখনও ধারণা সেই কার্লো লকউডের স্টেজ লুট করছে।'

জ্যাক আগে বেড়ে বাডের খাপ থেকে ওর পিস্তলটা তুলে নিল। তারপর ওর কাছে আর কোন অস্ত্র লুকানো আছে কিনা চেক করে দেখল। গোলাগুলি হবে না বুঝে লোকজন এগিয়ে এসে ওদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে থেকে একজন হাসিখুশি বেপরোয়া তরুণ জ্যাকের পাশে এসে প্রশ্ন করল, 'তোমার একজন সহকারী দরকার, পার্টনার?'

'না।' চোখ তুলে তরুণ বক্তাকে দেখে ওর পছন্দ হলো। 'তবে তুমি চাইলে এই অস্ত্রগুলো সামলে রাখতে পারো।'

'আমি খুব খুশি মনেই তা করব। মেরে লোকটার চেহারা পাল্টে দাও।' দর্শকদের দিকে চেয়ে সে হাঁকল, 'আমি দশ ডলারের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরছি যে এই মার্শাল নেলসনকে পিটিয়ে পরের কাউন্টিতে পৌঁছে দেবে মর্ট–তোমরা কেউ বাজি ধরবে? কেউ বাজি ধরছ না? ঠিক আছে; তোমরা সবাই হাত আমার নজরেই রেখো। পিছন থেকে কোন সীসা ছোঁড়া চলবে না। পিটুনি শুরু করো, জ্যাক।' দোকানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কোল্টের ট্রিগার গার্ডে আঙুল

ঢুকিয়ে চরকির মত ওটাকে পাক খাওয়াল তরুণ।

কোন ইঙ্গিত ছাড়াই লাফিয়ে এগিয়ে গায়ের জোরে একটা প্রচণ্ড ঘুসি ছুঁড়ল বাড। লোকটা জ্যাকের সমানই লম্বা, কিন্তু ওজনে পাউন্ড বিশেক বেশি। দুজনের কেউই দক্ষ বক্সার নয়; সুতরাং আনাড়ি মারপিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই চলছে। কোন মারই অবৈধ নয়, নিজস্ব স্টাইলে ওরা বুনো জন্তুর মত পরস্পরকে আক্রমণ করছে। দুজনের মধ্যে জ্যাকের মাথাই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা; কারণ কলেজে ওকে সুশৃঙ্খল চিন্তা-ধারা প্রয়োগ করতে শেখানো হয়েছে। বাডের চালচলন দেখে সে আগেই আঁচ করতে পারছে লোকটার পরবর্তী চাল কি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত জ্যাক একটা ভাল সুযোগ পেল–ডান হাতি ঘুসি ছুঁড়ে মিস করায় বাড কিছুটা ভারসাম্য হারাল। সুযোগ বুঝে জ্যাক তার সমস্ত ওজন দিয়ে মোক্ষম একটা ঘুসি বসাল ওর চোয়ালে। লোকটা ঘুসির বেগে টলতে টলতে পিছিয়ে দোকানের জানালা ভেঙে চিৎপাত হয়ে ভিতরে পড়ল। একটুও নড়ছে না বাড–সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে।

'থামো! তুমি!' জ্যাকের সহকারী তরুণ পিস্তল উঁচিয়ে ধরে ধমকে উঠল। জ্যাক ঘুরে তাকিয়ে দেখল ছুঁচো-মুখো লোকটাকেই ধমক দিয়েছে পিস্তলধারী তরুণ।

লোকটা দুহাত শূন্যে তুলে বলল, 'কোন কিছু করার চেষ্টাই আমি করিনি।'

'তোমার প্যান্টের পকেটে রাখা পিস্তল দিয়ে তুমি জ্যাককে গুলি করার মতলবে ছিলে। যাও, বিদায় হও! জলদি!' লোকটা ছুটে অদৃশ্য হওয়ার পর তরুণ স্ট্রেঞ্জার জ্যাকের পাশে এসে ওর পিঠ চাপড়ে দিল। 'চমৎকার কাজ করেছ, মর্ট। গত জন্মে আমি নিশ্চয় মহাপুরুষ ছিলাম, নইলে আগে থেকে কিভাবে বুঝলাম তুমিই জিতবে?'

দোকানের জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে অজ্ঞান বাডের অবস্থা যাচাই করে দেখল তরুণ। 'হায় হায়! তুমি তো মেরে ওর মুখ ফুলিয়ে দিয়েছ! ভাঙা কাঁচে ওর মুখটা বেশ কিছু কেটেও গেছে। ভাল কথা, জানালাটা সারাবার খরচ তুমি ওর থেকেই আদায় করে নিও। এই,

শোনো, তোমাদের দুজন এগিয়ে এসে মার্শালকে তুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ডাক্তারকে আজ দরজির মত সেলাই করে ওকে জোড়া দিতে হবে।' একটা পিস্তল জ্যাকের দিকে বাড়িয়ে দিল তরুণ। 'এটা ওর পিস্তল, তবে ওকে ফেরত দেয়ার আগে গুলিগুলো বের করে নেয়াই উচিত হবে। তোমরা বাকি সবাই নিজের নিজের কাজে যাও,' দর্শকদের উদ্দেশে বলল সে।

নেলসনকে দুজন লোক শূন্যে তুলে বয়ে নিয়ে গেল। এবার হাসিমুখে জ্যাকের দিকে ফিরল স্ট্রেঞ্জার। 'এই যে, তোমার পিস্তল। দেখে মনে হচ্ছে তোমার চোখেও একটা কালসিটে পড়বে। এক চাকা গরুর মাংস দিয়ে চোখটা আপাতত ঢেকে রাখা ভাল।'

কোল্টটা খাপে ভরল জ্যাক। 'তোমার সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

'ও কিছু না; বাড নেলসনের বিরুদ্ধে আমি যেকোন মানুষকেই সাহায্য করতে পারলে খুশি হই। পাজি লোকটার নজর আমার ন্যান্সির ওপর পড়েছে।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল জ্যাক। 'তোমার ন্যান্সি?'

'ওটা কথার কথা। ন্যান্সি পামার মেয়েটা সত্যিই ভাল। আমি যদি ওর যোগ্য না হই, তবে ওই কুত্তার বাচ্চা ওর দিকে তাকাবারও যোগ্য নয়।'

'ঠিকই বলেছ। যে একজন আউটলর ছেলে—এখানে তার অবস্থান কোথায়?'

এবার স্ট্রেঞ্জারের অবাক হয়ে চেয়ে থাকার পালা। 'ও, তাহলে এই ব্যাপার?' শেষে বলল সে। 'জানো, মর্ট, আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষেরই নিজে দুপায়ে দাঁড়াবার অধিকার আছে—পূর্বপুরুষের ওপর নির্ভরশীল কিছুই নয়। বাড নেলসন একটা সাপ। ওর দুটো পা নেই যে দাঁড়াবে। তুমি আগে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে নাও, তারপরে ওর দিকে হাত বাড়িও। এবার আমার নিজের পথ ধরা দরকার। তোমার সাথে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। এবং ওহ, হ্যাঁ, আমিই সেই অ্যাবিলীন

কিড।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যাটটা টেনে ডান কানের ওপর কাত করে বসিয়ে একটা ছোট্ট নড করে রাস্তা ধরে এগোল অ্যাবিলীন। ওর লঘু চলাফেরার ভঙ্গি ঠিক একটা তামাটে চিতার মত। সে একটা বিশ্বস্ত বন্ধু, বা দুর্ধর্ষ শত্রু দুইই হতে পারে। ওর সাথে লাগতে না যাওয়াই ভাল।

পাঁচ

জানালার কাঁচ আর কিছু পুটিং কিনে এনে ভাঙা জানালা সারাবার কাজে ব্যস্ত হলো জ্যাক। লড়াইটা কনচোর নাগরিকদের মনে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। লোকজন বারবার দোকানের সামনে হাঁটাহাঁটি করছে আর আড়চোখে কৌতূহল নিয়ে জ্যাককে দেখছে। ওদের মধ্যে কিছু লোক আবার তাকে করুণার চোখে দেখছে বলে মনে হলো ওর। একটা বুড়ো তো নিজেকে সামলাতে না পেরে ফিসফিস করে বলেই ফেলল যে বাড নেলসনের সম্পর্কে জ্যাককে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। 'পিস্তলবাজিতে বাড নেলসনের হাত চর্বি-মাখা শুয়োরের মতই মসৃণ,' গোপনে জানাল সে। 'ও যখন কারও পিছনে লাগে, তখন যেকোন উপায়েই হোক, তাকে শেষ না করে ছাড়ে না।'

ওই সংবাদে জ্যাক মোটেও বিচলিত হয়নি। বর্তমান ঘটনার এখানেই সমাপ্তি টেনে সে তৃপ্ত। কিন্তু নেলসন যদি সত্যিই এর জের টানতে চায়, তবে সেও ওর মোকাবিলায় এগিয়ে যেতে দ্বিধা করবে না।

কয়েকটা দিন নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে গেল। শেষে নেলসন তার পট্টি

লাগানো চেহারায় একটা বিদ্বেষপূর্ণ ভ্রুকুটি এঁকে জনগণের সামনে দেখা দিল। অনেকেই ওর পিছনে মুখ টিপে হাসল, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টির সামনে ভেজা বেড়ালের মত নির্বিকার থাকল। সবাই জানে নেলসনকে চটানোর ফল শুভ হয় না।

জ্যাক ইচ্ছা করেই ওকে এড়িয়ে চলছে। এমনিতেই ওর অনেক সমস্যা রয়েছে; সে ভাবছে লোকজনের সামনে মুখোমুখি না হলে ব্যাপারটা হয়তো এমনিতেই মিটে যাবে। কিন্তু অপমান ভুলে যাওয়া নেলসনের স্বভাব নয়। শত্রুকে বাগে না পেয়ে ওর বিদ্বেষই কেবল বাড়ছে। জ্যাকের সাথে একটা শেষ বোঝাপড়া না করা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

লকউডের সাথে দেখা করে জ্যাক জানল যে যখন প্রয়োজন হবে তখন ব্যাঙ্কারই ওকে ডেকে পাঠাবে। 'তবে বেতনের বেলায় যেদিন কথা হয়েছে তার পরদিন থেকেই সেটা চালু হয়েছে বলে ধরা হবে,' জানাল কার্লো। সামান্য একটু হেসে সে আবার বলল, 'আমাদের মার্শালের সাথে ফাইটের পরেও তোমাকে মোটামুটি ভালই দেখাচ্ছে।'

'আমার ধারণা তুমি জানো যে তোমার স্টেজ হোল্ড-আপ করার দায়ে মার্শাল আমার বাবাকেই অভিযুক্ত করছে,' বলল জ্যাক। 'সেক্ষেত্রে হয়তো আমার বদলে আর কাউকে তোমার সোনা পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োগ করা উচিত হবে।'

'আমার তা মনে হয় না। নিঃসন্দেহে ওসব বাড়ের কল্পনা। চাকরিটা তোমারই আছে।'

লকউডের ইচ্ছা জ্যাকই কাজটা চালিয়ে যাক। নিজের বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে সে ডাকাতটার মুখোশ খুলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কারণ সেটাই হবে চূড়ান্ত প্রমাণ। কার্লোর বিশ্বাস জ্যাক যেমন প্রচণ্ড জেদি যুবক, সে পিছনে লাগলে কাজটা পুরো শেষ না করে ছাড়বে না। রস হিলটনই তার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

লকউড নির্দিষ্ট কোন কাজ না দেয়া পর্যন্ত বাড়িতে বসে অপেক্ষায় সময় নষ্ট না করে বাবার খোঁজে জ্যাক আশেপাশের পাহাড়গুলো চষে

বেড়াল। কিন্তু এলাকাটা বিশাল, এবং ওখানে লুকিয়ে থাকার জায়গাও রয়েছে অনেক। তাই জ্যাককে চিনতে পেরে ওর বাবা বেরিয়ে না এলে তাকে খুঁজে পাওয়া একটা অসম্ভব কাজ। প্রতিবারই জ্যাককে বিফল হয়ে ফিরতে হচ্ছে।

এরমধ্যে ন্যান্সি একদিন ওর সাথে দেখা করতে এল। গ্রাম্পির ঘোড়ার পরিচর্যা করছিল জ্যাক। সাদা স্টেটসন হ্যাট আর রাইডিং পোশাকে ঘোড়ার পিঠে ন্যান্সিকে অপূর্ব দেখাচ্ছে, ঠিক যেন ভরা স্বাস্থ্য আর যৌবনের প্রতীক। 'হাওডি, কাউবয়,' হাসিমুখে সম্ভাষণ জানাল ন্যান্সি। 'ওই গেল্ডিংটা বেশ ভাল ঘোড়া হবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি আমার সুজি ওকে হারাতে পারবে। চলো, একটু রাইড করে আসি।' মেয়েটার গালে একটু টোল পড়ল, এবং ওর নীল চোখে অনুনয়।

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'আমার অবশ্য যেতে খুব ইচ্ছা করছে, কিন্তু তবু যাব না। যখন সময় আসবে তখন ঘনঘন তোমার সাথে বেড়িয়ে এই ঘাটতি পুষিয়ে নেব।'

'আমার মনে হয় তুমি মিছে হ্যাঁকড়ামি করছ,' বলল সে। 'আমার সাথে রাইডে গেলে বরং তোমার কিছুটা সাহায্যই হবে। লোকে তোমার বাবার প্রতি আমার আস্থা আছে দেখে হয়তো তারাও মত পাল্টাবে।'

কাঁধ উঁচাল জ্যাক। 'ওতে কাজ হবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আসল ডাকাত ধরা পড়লেই ড্যান মর্টের দুর্নাম ঘুচবে।' মেয়েটার দিকে চেয়ে সে হাসল। 'এমন নয় যে আমি তোমার সাথে বেড়াতে যেতে চাই না। এখনই গ্রাম্পির ঘোড়ার পিঠে চেপে যদি বলতে পারতাম, "চলো! তোমার ঘোড়াকে দেখিয়ে দিই ঘোড়দৌড় কাকে বলে!" তাহলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হত না। কিন্তু আমার মনে তোমার স্থান এত উঁচুতে যে তোমার সম্পর্কে কেউ অপ্রিয় কথা বলুক, বা ভাবুক, এটা আমি সইতে পারব না বলেই তোমার সাথে এখন আমি যেতে পারছি না।'

অস্থির ভাবে কোঁকড়ানো সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'ওহ, পুরুষ মানুষ! তোমরা সব সময়ে মেয়েদের বেদীতে তুলে রাখতেই পছন্দ করো! তুমি কেন বোঝো না যে কিছু কটু কথা শুনতে হলেও মেয়েরা পুরুষের পাশে থাকতেই পছন্দ করে? এবং যার ওপর আস্থা থাকে তার পাশে দাঁড়িয়েই লড়তে পছন্দ করে, পিছন থেকে বা বেদীতে বসে নয়? কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা তুমি কোনদিনই বুঝবে না, তাই তোমাকে আর কখনও আমি অনুরোধ করব না। গুডবাই এবং গুড লাক।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ন্যান্সি। ওখানে দাঁড়িয়েই দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাক।

আবার কাজে ফিরে অ্যাবিলীন কিডের কথা মনে পড়ল ওর। ওর প্রতি ন্যান্সির কতটা অনুভূতি আছে? পছন্দ করার মত লোক, আড়ম্বর প্রিয়, এবং বেপরোয়া হলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ওর মনটা ভাল। জ্যাক ওর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, কিন্তু কেউ বলতে পারেনি কিড কি করে। তবে জ্যাকের ধারণা ওর পেশাটা সৎ নয়। হাসিখুশি বেপরোয়া লোকটা নিজের খেয়ালখুশি মত আসে আর যায়। সে কি বলল, বা কাকে বলল তার বাছবিচার করে না। পিস্তল চালনায় ওস্তাদ বলে ওর খ্যাতি আছে; কিডের ভাল স্বভাব তুবড়ির মত উড়ে যেতে পারে ওর ক্রোধের সাইক্লোনে। বাডের মত লোকও তাকে সমীহ করে চলে এবং ঘৃণা করে।

দুদিন পরে লকউডের অফিসে জ্যাকের ডাক পড়ল।

'আগামীকাল তোমাকে স্টেজে প্রথম যাত্রায় যেতে হবে,' ওকে জানাল ব্যাঙ্কার। 'আমার ব্যবসার সবথেকে লাভজনক শাখা হচ্ছে সোনা কেনা। আমার হাতে এখন বেশ কিছু সোনা জমেছে যেটা জুপিটারে পাঠানো দরকার। তুমি সোনার সাথে ওই স্টেজেই যাবে। যদি ডাকাতের হামলা আসে, আমি আশা করছি জীবিত, বা মৃত, যেভাবেই হোক তুমি ওকে ধরে আনবে। মনে রেখো কোন দয়া না দেখিয়ে তুমি

ওকে মেরে ফেললেও সেটা মোটেই অসঙ্গত হবে না, কারণ সুযোগ পেলে সে তোমাকে মেরে ফেলতে একটুও দ্বিধা করবে না। আগামীকাল সকাল সাতটার সময়ে তুমি আমার সাথে ব্যাঙ্কে দেখা কোরো।'

রহস্যময় স্টেজ ডাকাতের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা জ্যাককে রোমাঞ্চিত করছে। কিন্তু তার বাবাই যে ওই স্টেজ ডাকাত হতে পারে, নেলসনের এই উক্তি তাকে সত্যিই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে, স্বীকার না করলেও সে হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে ওই চিন্তাটা ওকে কুরেকুরে খাচ্ছে। কিন্তু সে এটাও বুঝতে পারছে, নিজের বাবাকে নির্দোষী প্রমাণ করতে হলে ওই ডাকাতকে তার ধরে আনতেই হবে।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল আকাশটা মেঘলা। ছোটছোট ঠাণ্ডা ফোঁটায় ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। পাতলা প্লাস্টিকের বর্ষাতি পরে ঘোড়া নিয়ে লকউডের খোঁজে ব্যাঙ্কে গেল জ্যাক। ওখানে নেলসন আর লকউড অপেক্ষা করছিল। কার্লো বলল, 'বিবাদের কথা আপাতত ভুলে যাও; ব্যাঙ্ক থেকে স্টেজে সোনা তোলার জন্যে তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার।'

লকউডের তদারকিতেই ওরা দুজন ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে সোনা বোঝাই ভারী স্ট্রং বক্সটা বয়ে নিয়ে স্টেজে তুলল। কোন যাত্রী না থাকায় গাড়ির ভিতরেই রাখা হলো ওটা। নিজের অংশের কাজ করে বাড কাদা মাড়িয়ে তার অফিসে ফিরে গেল। স্যাড্‌ল্ থেকে গোটানো দড়ির গোছা খুলে গ্রাম্পির ঘোড়াটাকে স্টেজের পিছনে বাঁধল জ্যাক।

'ঘোড়া নিয়ে তুমি কি করবে?' প্রশ্ন করল কার্লো।

'যদি সত্যিই ডাকাতের দেখা পাই, তাহলে স্টেজের ঘোড়াকে জোয়াল থেকে খুলে সময় নষ্ট না করে সরাসরি জিন চড়ানো ঘোড়াটা নিয়েই ওকে আমি ধাওয়া করতে পারব।'

'ভাল আইডিয়া। কিন্তু কোন ঝুঁকি নিতে যেয়ো না। সুযোগ পেলে মেরে ফেলার উদ্দেশেই গুলি ছুঁড়ো। ওকে মেরে ফেলতে পারলেও তোমাকে দুহাজার ডলার বোনাস দেয়া হবে।'

জ্যাক তার ঘোড়ার স্যাড্‌ল্ একটা বাড়তি বর্ষাতি দিয়ে ঢেকে দিয়ে স্টেজের ছাদে উঠে বসল। বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভারের সাথে ছাদে বসে রাইড করা কিছুটা কষ্টকর হলেও সে ওখান থেকে চারদিকের যেকোন নড়াচড়ার দিকেই খেয়াল রাখতে পারবে। ড্রাইভার ওর হাতে একটা দশ গেজের লোড করা শটগান ধরিয়ে দিল। জ্যাক ওটাকে শুকনো রাখার জন্যে বর্ষাতির তলায় ঢুকাল। কার্লো লকউড স্টেজ রওনা না হওয়া পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল।

'হাঁসদের জন্যে একটা চমৎকার দিন,' মন্তব্য করল জ্যাক। জবাবে ড্রাইভার শুধু একটা ঘোঁৎ শব্দ করল।

স্টেজের ঘোড়াগুলো বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলল। চাকার গর্তওয়ালা রাস্তাটা কর্দমাক্ত। আকাশটা ধূসর মেঘে ঢাকা, দৃষ্টি বেশিদূর চলছে না। কনচো পিছনে ফেলে আসার পর নির্জন বুনো পরিবেশে ঢুকল ওরা। মনে হচ্ছে যেন হাজার মাইলের মধ্যে আর কোন শহর নেই। পাহাড়ী পাদদেশ দিয়ে চলেছে ওরা, তাই রাস্তাটা এঁকেবেঁকে সমতল এলাকা দিয়ে এগোচ্ছে। যেসব রিজ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই সেখানে উপরে চড়ে আবার নামতে হচ্ছে।

একঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল। ড্রাইভার আর জ্যাক ভেজা বর্ষাতির তলায় কুঁজো হয়ে বসে আছে–ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। এমন বাজে আবহাওয়ায় কোন ডাকাত বেরোবে না, ভাবল জ্যাক।

কিন্তু সে ভুল ভেবেছিল।

একটা চড়াই পার হওয়ার সময়ে যখন ঘোড়ার গতি ধীর ওই সময়েই ব্যাপারটা ঘটল। রাস্তাটা পানিতে ভরাট গর্তে বোঝাই। কোচ একটা গর্তে পড়ে বাম দিকে কাত হলো, পরক্ষণেই গাড়ির ডান চাকা অন্য একটা গর্তে পড়ে ডান দিকে হেলে গেল। ডান হাতে শটগান ধরে পতন ঠেকাতে বাম হাতে রেলিং খামচে ধরল জ্যাক।

আবার একটা চাকা গর্তে পড়তেই ড্রাইভারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল জ্যাক। ওই সময়েই একটা রাইফেল গর্জে উঠল। ঝাঁকিতে হেলে না পড়লে ওর মাথাটাই ফুটো হয়ে যেত। মাথা একপাশে সরে যাওয়ায়

বুলেটটা মাথার পাশে খুলিতে ঘষা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাথার পাশটা অবশ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী গর্তে চাকা পড়ার ধাক্কা সামলাতে না পেরে চাকার ওপর দিয়ে ছিটকে কাদার ওপর পড়ল জ্যাক।

মাটিতে শুয়ে নড়তে না পেরে এক মুহূর্ত ওখানেই স্থির হয়ে পড়ে থাকল সে। কোন পূর্বসঙ্কেত নেই, চিৎকার করে ড্রাইভারকে থামতে বলা হয়নি, ধাতুর ওপর আলোর কোন ঝিলিকও দেখা যায়নি, সামান্য একটু ধোঁয়াই কেবল আততায়ীর গুপ্ত অবস্থানের কিছুটা ইঙ্গিত দিল। কিন্তু সেটাও দ্রুত হাওয়ায় মিলাল। জ্যাক কেবল এক ঝলকের জন্যে ওটা দেখতে পেয়েছে। পড়ে যাওয়ার সময়ে গুলির শব্দটাও ওর কানে এসেছিল। এখন মাটিতে শুয়ে সে ড্রাইভারের মধুর ভাষার গালাগালির সাথে ব্রেক কষার আওয়াজ শুনতে পেল। দ্বিতীয় গুলিতে স্বর্গে যাওয়ার আগেই ওখান থেকে সরে পড়ার জন্যে সমস্ত মনের জোর দিয়ে পেশীগুলোকে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে জ্যাক।

আড়ষ্টতা দূর হয়ে ওর পেশীতে শক্তি ফিরে এল। মাথার একটা পাশ অবশ হয়ে আছে, কিন্তু এখনও ব্যথা করছে না। স্টেজের ছাদ থেকে ছিটকে পড়ার সময়ে সে শটগানটা হারিয়েছে, ওটা কাদার ওপরই কোথাও পড়ে আছে। কিন্তু ওর কোমরে ঝোলানো কোল্টটা খাপেই আছে। ওটা বের করে ফেলল জ্যাক। ডাকাতটা পঞ্চাশ গজ দূরেই ঝোপের আড়ালে রয়েছে। গ্রাম্পির ঘোড়াটা স্টেজের পিছনেই বাঁধা আছে। এইরকম একটা সুযোগই সে চেয়েছিল।

উঠে দাঁড়াল জ্যাক। ঝোপের ভিতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। বৃষ্টির ফোঁটার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্টভাবে সে দেখল লোকটার মুখ মুখোশে ঢাকা। পা দুটো দুপাশে ছড়িয়ে কোমরের কাছে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

কোল্ট উঁচিয়ে দ্রুত হ্যামার টেনে পরপর চারটে গুলি ছুঁড়ল জ্যাক। ডাকাতটা তাড়াহুড়ায় একটা গুলি ছুঁড়েছিল, তারপরে কোল্টের একটা বুলেট নিশ্চয় ওকে আঘাত করেছিল; একটু টলে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে ঝোপের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

ছুটে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে স্যাড্‌ল্‌ থেকে বর্ষাতি সরিয়ে লাফিয়ে জিনে উঠে বসল জ্যাক। পরক্ষণেই ওই ঝোপ লক্ষ্য করে পুরো দমে ঘোড়া ছোটাল। উড়ন্ত বুলেট উপেক্ষা করে পাদানিতেও পা না ঢুকিয়ে ঘোড়া নিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকল। ডাকাতটাকে কিছুটা বেকায়দায় পাওয়ার সুবিধা হারাবার আগেই ওকে ধরতে চায় মর্ট।

তৃতীয় গুলিটা রিজের মাথা থেকে এল। জ্যাক দেখল ঢাল বেয়ে লোকটা রিজের ওপাশে নিচে নামতে শুরু করল। ডাকাতটা প্রায় ঘোড়ার পিঠের সাথে সেঁটে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পিছনে ধাওয়া করল জ্যাক।

গোঁয়ারের মত সামনে মাথা বাড়িয়ে দ্রুতগতিতে নিচের দিকে ছুটছে গ্রাম্পির ঘোড়া। গেল্ডিংটা চমৎকার সচ্ছন্দ তালে দৌড়াচ্ছে। সমতল এলাকায় এসে পড়ল ওরা। এখানে ঝোপঝাড় কিছুটা পাতলা। বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে সামনের লোকটাকে এখন দেখতে পাচ্ছে ও। লোকটা পিছন ফিরে তাকাল, ওর মুখটা এখনও রুমালের মুখোশে ঢাকা। হাত ঘুরাল সে, একটু ধোঁয়া দেখা গেল–একটা বুলেট তীক্ষ্ণ শিস তুলে জ্যাকের মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। পাল্টা গুলি ছুঁড়ল না জ্যাক, কারণ চলন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে গুলি ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করা নেহাত কপালের ব্যাপার। তাছাড়া মনের গভীরে এখনও সে ঠিক নিঃসন্দেহ হতে পারেনি যে ওটা ওর বাবা নয়।

এখন ওরা আরেকটা লম্বা ঢাল বেয়ে নামছে। গাছ আর বড় বড় পাথরের চাঁই এড়িয়ে ঘোড়া দুটো দ্রুতবেগে ছুটছে। এত দ্রুত যে হোঁচট খেলে বিপর্যয় অনিবার্য। ওদের মধ্যে দূরত্ব প্রায় আগের সমানই রয়েছে। এবার ওরা সমতল পাথরের ওপর দিয়ে এগোল। জ্যাকের ঘোড়াটা এখন ধীরে ধীরে দূরত্ব কমিয়ে আনতে শুরু করেছে।

লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বারবার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে সে। আবারও হাত উঁচিয়ে গুলি ছুঁড়ল মুখোশধারী। এবারের গুলিটা শঙ্কা জাগানোর মত কাছ ঘেঁষে গেল। লোকটার যে গোলাগুলিতে ভাল হাত আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। মুহূর্তের জন্যে

অ্যাবিলীন কিডের কথা জ্যাকের মনে এল। ভাল পিস্তলবাজ ওই তরুণ। কেউ কেউ বলে যে লকউডের সোনা ডাকাতির সাথে কিড জড়িত আছে। কিন্তু সামনের লোকটাকে কিডের চেয়ে অনেক ভারী দেখাচ্ছে–প্রায় তার বাবার সমান।

হঠাৎ নাটকীয় ভাবেই এর সমাপ্তি ঘটল। ডাকাতের ঘোড়াটা পাথরের ওপর পা পিছলে বসে পড়ল। ঘোড়ার মুখের ভিতর লাগামের সাথে আঁটা লোহার দণ্ডটা কেটে বসল। ঘোড়াটা আতঙ্কিত হয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করল। গুলি করার জন্যে ডাকাতকে পিস্তল তুলতে দেখে ঘোড়া থামাবার চেষ্টায় জোরে লাগাম টানল জ্যাক। ঘোড়াটা পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়াল। জ্যাকের দিকে তাক করে ছোঁড়া বুলেটটা ঘোড়ার গলায় বিঁধে সোজা মগজে গিয়ে ঢুকল।

ঘোড়ার শিথিল দেহ স্তূপ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। লাথি মেরে পাদানি থেকে পা মুক্ত করে লাফিয়ে জিন থেকে নিচে নেমে ঘোড়ার তলায় চাপা পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল জ্যাক। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগে শূন্য থেকে তাক না করেই পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিল সে। গুলিটা ডাকাতের ঘোড়ার বুকে বিঁধল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ওটা এবং আরোহী ওর মাথার ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পাথরের ওপর পড়ল।

জ্যাক কাত হয়ে পাথুরে জমিতে পড়ে পাঁজরে ব্যথা পেল, কিন্তু হাত থেকে পিস্তল ছাড়ল না। ব্যথায় ওর দম আটকে আসছে। ওখানে শুয়েই হাঁপাচ্ছে, নড়াচড়ারও শক্তি নেই ওর। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই দেখে সে গুলি খাওয়ার অপেক্ষায় রইল।

একটু পরে একটা বড় শ্বাস নিয়ে উঠে বসল সে। ওর বুড়ো আঙুল উত্তেজনায় হ্যামার আঁকড়ে আছে। তারপর ধীরে হ্যামারটা নামাল জ্যাক। ওর তিন গজ দূরেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মুখোশধারী ডাকাত।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। একটা অশুভ আশঙ্কা ওকে ঘিরে ধরল। একই রকম গড়ন, কাঠামোও একই রকম–লোকটা যদি ওর

বাবা হয় তাহলে সে কি করবে? ওর কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু ওর যুক্তি বলছে ওটা ওর বাবা হতেই পারে না। সে ড্যান মর্ট হলে কখনও জ্যাককে হত্যা করার জন্যে গুলি ছুঁড়ত না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে প্রায় চোখের ওপর নামানো ভেজা স্টেটসন, আর বর্ষাতি পরা স্টেজের গার্ডকে সে নিজের ছেলে বলে চিনতে পারেনি?

শঙ্কা আর উত্তেজনায় দুরুদুরু বুকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ডাকাতটার দিকে এগোল জ্যাক। দুর্বল শরীরে অন্য লোকটা চিৎ করতে ওকে সমস্ত শক্তি আর মনের জোর খাটাতে হলো। লম্বায় আর গড়নে একেবারে তার বাবার মত! মুখোশটা এখনও মুখের ওপর শক্ত করে আঁটা রয়েছে। মুখোশের গর্তদুটোর পিছনে লোকটার চোখ বোজা।

চোয়াল দুটো শক্ত করে এঁটে ঝুঁকে রুমালের নিচের অংশ দ্রুত উঠিয়ে মুখটা অনাবৃত করল জ্যাক। অজ্ঞান হওয়া ঢিলে চেহারাটা বেরিয়ে এল। স্বস্তির সাথে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল ওর চেহারায়।

ওটা মার্শাল বাড নেলসনের মুখ!

ছয়

কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অবসাদে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল জ্যাক। ওর কপালে ঘাম আর বৃষ্টির ফোঁটা মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সে টের পাচ্ছে নেলসনের অভিযোগ তার মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

একটু পরেই এর প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। ওর পেশীতে আবার শক্তি ফিরে এল। শিরা-উপশিরায় দ্রুত রক্ত চলাচল শুরু করেছে—কাঁপুনিটাও

থেমে গেছে। মাথা তুলল সে—ওর চোখদুটো চকচক করছে। ড্যান মর্টের মাথা থেকে অপবাদের ভূতটা নেমে গেছে।

নেলসনের পিস্তলটা নিজের কোমরে গুঁজে স্যাড্‌ল্ থেকে দড়ি এনে ওটার একমাথায় ওর হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর মৃত ঘোড়াদুটোর থেকে জিন আর মাথার সাজ খুলে অদূরেই একটা বেঁটে পাইন গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। কাজ শেষ হলে সে আবার পাথরের ওপর এসে বসল। অপেক্ষা করছে।

কয়েক মিনিট পরেই দুর্বলভাবে নড়ে উঠল বাড। জ্ঞান ফিরে আসছে বুঝে জ্যাক ওর কাছে পৌঁছে উপুড় হওয়া মুখটা তুলে ধরল।

'আমার বাবাই তাহলে স্টেজগুলো লুট করছিল, না?' বলল জ্যাক। 'ওঠো, বাপ! হাঁটা শুরু করো। লম্বা পথ আমাদের হেঁটে যেতে হবে।'

কোনমতে উঠে দাঁড়াল বাড। 'তুমি জাহান্নামে যাও, মর্ট! জীবনে আমি কখনও স্টেজ-ডাকাতি করিনি!'

'তুমি চেষ্টার ত্রুটি করোনি, নেলসন। নাকি এটা একটা ঠাট্টাই ছিল?'

'সোনা লুট করতে আমি আসিনি। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই ওখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।'

'তাহলে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করার কি দরকার ছিল? তুমি তো যেকোন সময়েই কনচোতে আমার মুখোমুখি হতে পারতে?'

ওটা এমন একটা প্রশ্ন যার জবাব দেয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। সে স্টেজ ডাকাতের মুখোশ পরে আসার কারণ স্টেজ ড্রাইভার যেন ওকে জ্যাকের খুনী হিসেবে সনাক্ত করতে না পারে। এটা স্বীকার করলে লোকজনের চোখে সে কাপুরুষ বলে প্রমাণিত হবে। সবাই জানবে মুখোমুখি শত্রুর মোকাবিলা করার সাহস ওর নেই। কথাটা সে নিজের মুখে কিভাবে স্বীকার করবে?

'তুমি এখন আমাকে নিয়ে কি করবে?' প্রশ্ন করল বাড।

'কেন? তোমাকে কনচোতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কার্লো লকউডের

হাতে তুলে দেব। স্টেজ ডাকাতকে ধরতে পারলে সে আমাকে দুহাজার ডলার বোনাস দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

'ড্যাম ইট! আমি তোমাকে বলেছি, লকউড বা অন্য কারও একটা সেন্টও আমি কখনও চুরি করিনি!'

'তুমি যাই বলো না কেন, তোমাকে লকউডের হাতে তুলে দিয়ে আমার পুরস্কার আমি নেব।'

দাঁতে দাঁত চেপে অশ্লীল একটা গালি উচ্চারণ করল বাড। স্বেচ্ছায় সে এই বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে—এর শাস্তিও তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। সে ধারণা করেছিল তার মত এক্সপার্টের গুলি থেকে কারও বাঁচার উপায় নেই, কিন্তু স্টেজটা অসময়ে নড়ে ওঠাতেই জ্যাক বেঁচে গেল। তার প্ল্যান যে ভেস্তে যেতে পারে এটা তার মাথাতেই আসেনি। এখন জ্যাক কেবল বেঁচেই নেই, তাকে লকউডের হাতে তুলে দিয়ে সে দুহাজার ডলার পুরস্কারও পাবে। শুধু তাই নয়, বাড নেলসনকেই এখন সবাই প্রত্যেকটা স্টেজ ডাকাতির জন্যে দায়ী বলে মনে করবে। অতি চালাকি করতে গিয়ে সে নিজেই ফাঁদে পড়েছে।

দড়ির অন্য মাথা হাতে তুলে নিয়ে চড়াই ঢালটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'হাঁটা শুরু করো, বাপ!'

বিষাক্ত দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে কতক্ষণ কটমট করে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল বাড। অনবরত জ্যাক আর নিজের ভাগ্যকে গালি দিচ্ছে সে। নিজের অসহায় অবস্থা বুঝে ঘাড় ফিরিয়ে মর্টের সাথে দর কষাকষি করে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করল বাড। সে প্রস্তাব দিল জ্যাক ওকে ছেড়ে দিলে কার্লোর পুরস্কারের দুহাজার ডলার সে নিজেই দিতে রাজি আছে। এবং সোনা যখন চুরি হয়নি তখন জ্যাক যদি বলে ডাকাতের সাথে গোলাগুলিতে ডাকাত ওর ঘোড়াটাকে মেরে পালিয়ে গেছে, তবে কেউ অবিশ্বাস করবে না। জ্যাক রাজি হচ্ছে না দেখে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে প্রথমে তিন হাজারে উঠে শেষে চারে উঠল।

'এত কথা বলে মিছেই হয়রান হচ্ছ তুমি,' বলল জ্যাক। 'টাকা

দিয়ে তুমি আমাকে কিনতে পারবে না, নেলসন। ব্যাপারটা তুমি হয়তো বুঝবে না; কিন্তু বাবার সুনাম আমার কাছে পৃথিবীর সব ধনরত্নের চেয়েও দামী। এখন বকবকানি বন্ধ করে চুপচাপ হাঁটো।'

'অন্তত এই মুখোশটা আমার মুখের ওপর থেকে সরাও।'

'এখনই ওটা খুলতে চাই না। আমি চাই কনচোর লোকজন দেখুক ওটাতে তোমাকে কত সুন্দর দেখায়।'

'এর জন্যে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব!' রাগে চিৎকার করে উঠল বাড। 'এতে যদি আমাকে মরতেও হয়, তবু কাজটা আমি শেষ করব!'

লম্বা পথ হাঁটার পর শেষ পর্যন্ত ওরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল রাস্তাটা খালি পড়ে আছে, স্টেজটা ওখানে নেই। চাকার দাগ পরীক্ষা করে বোঝা গেল স্টেজ কনচোতে ফিরে যায়নি। হয়তো ডাকাত এদিকে ব্যস্ত থাকবে বুঝে ড্রাইভার একাই স্টেজ নিয়ে জুপিটারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—ভাবল জ্যাক।

হেঁটে কনচো পৌঁছতে ওদের অর্ধেক দিন পার হয়ে যাবে। কিন্তু বিকল্প আর কোন পথ নেই। হাঁটতে শুরু করল ওরা। কপাল ভাল একঘন্টা হাঁটার পরেই একটা ছোট র‍্যাঞ্চ দেখতে পেয়ে ওখান থেকে দুটো ঘোড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো জ্যাক। ওরা যখন কনচো পৌঁছল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। সূর্য উজ্জ্বল ভাবে আলো ছড়াচ্ছে। দুপুর হয়েছে দেখে ব্যাঙ্কারের বাড়ির দিকেই কয়েদিকে নিয়ে চলল জ্যাক। ওদের দুপাশে লোকজন ভিড় করে সাথে সাথেই এগোচ্ছে। অনেকেই কৌতূহলী হয়ে কয়েদির পরিচয় জানতে চাইল। কিন্তু জ্যাক মুচকি হেসে ওদের জানাল যে ব্যাঙ্কারের বাড়ির সামনেই সবার উপস্থিতিতে মুখোশটা খোলা হবে।

রাস্তায় লোকজনের একটা মিছিলের সৃষ্টি হয়ে গেল। কার্লোর বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা। কার্লো আর ন্যান্সি দুজনেই হট্টগোলের আওয়াজে বারান্দায় বেরিয়ে এল। জ্যাক আর কয়েদিকে দেখতে পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। কার্লোর চেহারা একটু আড়ষ্ট,

কিন্তু ওর চোখের ভাবটা তৃপ্ত। 'ওকে ধরে এনেছ! সোনা নিরাপদ আছে তো? বাছা, আমি জানতাম তোমাকে নিয়োগ করে আমি ঠিক কাজই করেছি। লোকটা কে?'

ন্যান্সির দিকে চেয়ে আশ্বাস দিয়ে জ্যাক একটু হাসল। দেখল ন্যান্সির চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কয়েদিকেও নিচে নামার আদেশ দিল জ্যাক। লোকটা নড়ছে না দেখে নিজেই ওকে টেনে নামাল। নেলসন অস্বস্তিভরে মোচড়া-মুচড়ি করছে। হাত বাঁধা থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট বাধা দিল সে; কিন্তু পিছন থেকে শক্তিশালী লোকজন ওকে চেপে ধরায় বাধ্য হয়ে স্থির থাকল। জ্যাক ওর হ্যাট আর মুখোশ সরিয়ে ফেলল।

'বাড!' চিৎকার করে উঠল কার্লো। সে এত অবাক হয়েছে যে কয়েক সেকেন্ড কেবল হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর রাগে ওর মুখ লাল হয়ে উঠল।

'তুমি! বাটপাড় কুকুর! আমার সাহায্যেই তুমি এতদূর উঠেছ; তোমাকে আমি একটা আরামের চাকরিতে বসিয়ে মোটা টাকা বেতন দিচ্ছি; আর তুমিই কিনা এতদিন আমার পিঠে ছুরি বসাচ্ছিলে!' বাডের সামনে দিয়ে কার্লো অস্থিরভাবে নেচে বেড়াচ্ছে–রাগে প্রায় ফেটে পড়ছে লোকটা। 'ওকে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও! ওরই নিজের বাড়ির সামনে! ওহ্, আমি ভাবতেও পারিনি–।'

'তুমি ওকে বিনা বিচারে ফাঁসি দিতে পারো না,' শান্ত স্বরে বলল জ্যাক।

'তাহলে ওকে নিয়ে জেলের সেলে আটকে রাখো। সেলের দরজায় দুটো তালা দিও!'

এক পা এগিয়ে নেলসনের ব্যাজটা ওর পকেট থেকে বের করে নিল কার্লো। 'এই নাও,' জ্যাককে বলল সে। 'এটা বুকে এঁটে নাও; ওর জায়গায় আজ থেকে তুমিই মার্শাল। বেতন যা দিচ্ছিলাম সেটাই পাবে।'

'আর আমার বোনাস?'

'আমি ব্যাঙ্কে ফেরত গেলেই সেটা তুমি পেয়ে যাবে। স্টেজটা কোথায়?'

'নেলসনকে ধাওয়া করে আমাকে কয়েক মাইল যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখলাম স্টেজটা নেই, চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কোথায়?'

'জুপিটারের দিকে। আমি ওটাকে অনুসরণ করতে পারিনি কারণ আমাদের দুটো ঘোড়াই গুলি খেয়ে মারা পড়েছিল। আমরা তিন মাইল হেঁটে একটা ছোট র‍্যাঞ্চ থেকে এই ঘোড়াদুটো ধার নিয়ে ফিরেছি। হয়তো ড্রাইভার ভেবেছিল আমার হাত থেকে ছাড়া পেলেও ডাকাত এত পিছনে থাকবে যে ওকে আর ধরতে পারবে না।'

কার্লো নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। 'হয়তো তুমি ঠিকই আঁচ করছ, কিন্তু গার্ড ছাড়া একা যাওয়াটা ওর ঠিক হয়নি। বেশি ঝুঁকি নিয়েছে ও। লোকটা ফিরে এলে আমার কাছে বকা খাবে। তবে তুমি চমৎকার কাজ দেখিয়েছ। আমার সাথে থাকলে তুমি অনেক উপরে উঠতে পারবে। এখন এই নোংরা লোকটাকে তুমি নিয়ে যাও।' ঘুরে বাড়ির দিকে চলে গেল কার্লো।

ন্যান্সি মুখ তুলে জ্যাকের দিকে তাকাল, ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল। 'আমি খুব খুশি হয়েছি, জ্যাক। এখন সবাই নিশ্চিত জানল যে তোমার বাবা নির্দোষ। কিন্তু এটা কেউ ভাবেনি যে বাড–' কথাটা শেষ না করে বাডের দিকে তাকাল মেয়েটা। ওর চোখে ভর্ৎসনা।

'ন্যান্সি, তোমাকে আমি বলেছি আমি কখনও–' শুরু করেছিল জ্যাক, কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল। অস্বীকার করে কি লাভ?

মেয়েটা আবার জ্যাকের দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'এখন আমাদের ওই রাইডে যাওয়ায় আর কোন বাধা থাকল না, তাই না?'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'এখনও সময় আসেনি। তুমি জানো আমার আরও একটা কাজ বাকি রয়েছে। ওটাই আসল কাজ। বোনাসের টাকাটা পেলে আমি নিজের রেডরকে গিয়ে ব্যাপারটা নিজেই তদন্ত করার সুযোগ পাব। আমি ওই ডাকাতির ঘটনাস্থলে যেতে চাই, কিন্তু

রেডরক অনেক দূর। এদিকে আমার পকেট একেবারে খালি।'

মেয়েটার হাত ওর বাহুর ওপর আঁকড়ে বসল। 'আমি বুঝি। গুড লাক।'

জ্যাক তার বন্দীকে জেলে নিয়ে চাবি খুঁজে পেয়ে নেলসনকে সেলে ভরে তালা মেরে দিল। ডেস্কের ওপর রাখা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখল লোকটার বিরুদ্ধে আরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু ওখানে নেলসনকে স্টেজ ডাকাতির সাথে জড়িত করার মত কিছুই পাওয়া গেল না। শেষে জেলে তালা দিয়ে চাবিগুলো সাথে নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

মাইনিং এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে টাউন মার্শালের চাকরি করা ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কাজটা তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। জ্যাকের সামনে অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে। লকউড তাকে বোনাসের টাকাটা দিলে সে এই চাকরি ছেড়ে রেডরকে যাবে। তার রেডরকে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বললে ব্যাঙ্কার নিশ্চয়ই বুঝবে। তবে সে না বুঝলেও কিছু আসে যায় না, কারণ জ্যাক তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

গ্রাম্পির ওখানে ফিরে দুজনের জন্যে খাবার তৈরি করল জ্যাক। নিজের খাওয়া শেষ করে বাকিটা বাডের জন্যে জেলে নিয়ে গিয়ে ট্রেটা দরজার নিচে দিয়ে ঠেলে দিল। কিন্তু নেলসন প্রচণ্ড লাথি মেরে ট্রে উল্টে ফেলে দিল। সব খাবার মেঝের ওপর পড়ল, কয়েকটা পাত্রও ভেঙে গেল। কাঁধ উঁচিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল জ্যাক। দেখল দরজার বাইরে একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। পরক্ষণেই দরজা দিয়ে অ্যাবিলীন কিড ঘরে ঢুকল।

'হাই, মার্শাল!' লঘু সুরে বলল সে। 'এইমাত্র সুখবরটা শুনলাম। তোমার পিঠ চাপড়ে দেয়ার জন্যে আমাকে আসতেই হলো। তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত বড় শয়তানটাকে ধরে এনেছ? এটা প্রায় জানালা ভেঙে ওকে বেহুঁশ করার মতই চমৎকার, তাই না?'

ওর হাসির জবাবে জ্যাকও হাসল। 'আরও অনেক বেশি ভাল,

কিড। মনে হচ্ছে তুমি আমার বাবা, ড্যান মর্টের কথা শুনেছ; এর ধরা পড়ায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ হলো যে লকউডের স্টেজ আমার বাবা লুট করছিল না।'

অ্যাবিলীন কিড ধপাস করে চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপর পা দুটো তুলে দিল। সে বলল, 'ভাবলাম তোমার হয়তো একজন ভাল ডেপুটির প্রয়োজন হতে পারে।'

'অর্থাৎ তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিই। আমি একটা স্থায়ী চাকরি নিয়ে স্থির হতে চাই।'

দ্রুত চিন্তা করছে জ্যাক। কিডকে পছন্দ করে সে, এবং এটা ছেলেটার জন্যে কিছু একটা করার ভাল সুযোগ। শহরের যদি একজন ডেপুটি মার্শাল রাখার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে জ্যাক যখন চাকরি ছেড়ে দেবে তখন হয়তো কার্লোকে বুঝিয়ে অ্যাবিলীনকেই মার্শাল হিসেবে রাখতে রাজি করানো যেতে পারে।

'আমি দেখছি কিছু করা যায় কিনা,' বলল জ্যাক। 'আমি এখনই ব্যাঙ্কে লকউডের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থেকে আমাদের অতিথির সেবা করো।'

লকউড তার অফিসেই ছিল। জ্যাককে সাথে সাথেই ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো।

'তোমার দেখছি বোনাস নিতে আসার জন্যে আর দেরি সয়নি,' একটু বিরক্ত স্বরে বলল কার্লো। টাকা হাতছাড়া করার বেলায় ওর সবসময়েই কষ্ট হয়। 'কিন্তু ডাকাতি বন্ধ করতে সক্ষম হয়ে থাকলে ওটা তুমি অর্জন করেছ। আমি ভাবতেও পারিনি নেলসন এমন ধোঁকাবাজ। টাকাটা তুমি কিভাবে চাও, চেক না ক্যাশ?'

'ক্যাশ। আমার হাতে কিছু কাজ আছে, তাতে আমার ক্যাশ টাকাই দরকার হবে।' কার্লো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। 'আমি রেডরকে যাচ্ছি। ওখানে নিজেই দেখেশুনে তদন্ত করে দেখতে চাই। আমার বাবা ওই তিরিশ হাজার ডলার কিছুতেই চুরি করেনি। এটা তার স্বভাব-বিরোধী।'

'বুঝলাম, কিন্তু তোমার পক্ষে এখন কনচো ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি এখানকার মার্শাল, এবং টাউন মার্শালকে শহর সামলাতে শহরে থাকতেই হবে।'

মাথা নাড়ল জ্যাক। 'ওই বোনাসটা হাতে এলে তখন আমার আর টানাটানি অবস্থা থাকবে না। আমাকে মার্শালের চাকরিটা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। শুরু থেকেই কাজটা নেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। যাহোক, আমার হাতে একজন লোক আছে, যে লোক ওই কাজের জন্যে আমার থেকেও ভাল হবে। অ্যাবিলীন কিড।'

তাকিয়ে রইল কার্লো। 'ওই দুরন্ত তরুণ! তোমাকে কে বলল সে ওই কাজ নিতে রাজি হবে?'

'সে আমার ডেপুটি হতে চেয়েছিল। বলল সে সুস্থির হয়ে সেট্‌ল্ করতে চায়।'

'দমকা দখিন হাওয়ার চেয়ে স্থির সে কখনও হতে পারবে না। এটা নেকড়েকে পোষ মানিয়ে ভেড়া বানানোর মতই কঠিন। না, এর প্রশ্নই ওঠে না। আমি কোন যোগ্য মানুষ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকেই ওই কাজে থাকতে হবে। আর ওই বোনাসের ব্যাপারে–'

কথার মাঝেই থামল সে। বাইরে থেকে ঘোড়ার খুরের সাথে চাকার ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এল। স্টেজটা ফিরে এসেছে। ব্যাঙ্কের সামনে এসেই থেমেছে ওটা।

'তুমি কোথায় হাওয়া হয়ে গেছিলে?' ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল কার্লো। 'মর্ট বলল তুমি জুপিটারের দিকেই গেছ।'

'হ্যাঁ, আমি জুপিটারের দিকে কিছুদূর গেছিলাম বটে, কিন্তু সেটা স্বেচ্ছায় নয়। যে লোকটা গুলি ছুঁড়েছিল জ্যাক ওই ডাকাতটার পিছনে ধাওয়া করে অদৃশ্য হওয়ার পরই পিছন থেকে একজন আমাকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিল। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাবার চেষ্টা করতেই আমাকে সাবধান করল যে এদিক-ওদিক দেখার চেষ্টা করলেই রাইফেলের গুলিতে আমার শিরদাঁড়া গুঁড়ো করে দেবে। তাই বাধ্য হয়ে

আমাকে থামতে না বলা পর্যন্ত আমি সামনেই এগোলাম। লোকটা ছাদের ওপর ঠিক আমার পিছনেই বসে ছিল। স্টেজ থামার পর সোনা ভরা বাক্সটা নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হলো।'

লকউড গলা দিয়ে রুদ্ধ স্বরে একটা শব্দ করল। 'লোকটা সোনা নিয়ে গেল! তুমি ওকে তাই নিতে দিলে?'

ড্রাইভার ঘোড়ার পাশ দিয়ে মাটিতে থুথু ফেলল। 'হ্যাঁ, আমি নিতে দিলাম। এবং আমি জানি না লোকটা কে, বা দেখতে কেমন। ইতিহাসে এমন একটা লোকই ছিল, যে আদেশ ভুলে ফিরে তাকাতে গিয়ে শহীদ হয়েছিল। ব্র্যাডের স্ত্রী তোমাকে ওর কথা বলতে পারবে। না, আমি নিজে বেঁচে থাকতে চাই–সেটা আমার স্ত্রীর স্মৃতিতে নয়। তাই আর কোনদিকে না তাকিয়ে সামনের চমৎকার দৃশ্যের দিকেই মুগ্ধ চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। পিঠে গুলি খাওয়ার কোন শখ আমার ছিল না।'

সাত

ব্যাঙ্কের দিকে ফিরল কার্লো। ওর চেহারায় ঝড়ের পূর্বাভাস। রাগে কাঁপছে সে। জ্যাক ওর পিছন পিছন অফিসে গিয়ে ঢুকল। কার্লো কতক্ষণ অস্থির ভাবে এপাশ-ওপাশ পায়চারি করে সীটে বসে ডেস্কের ওপর রাখা কাগজপত্র ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখল।

'আরও পাঁচ হাজার গেল,' বিড়বিড় করে আওড়াল লকউড। 'সব মিলিয়ে মোট বাইশ হাজার। থামানো না হলে ওই ডাকাতটা আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে।' রাগের চোখে দরজার কাছে দাঁড়ানো জ্যাককে দেখল সে। 'শুনতে পাচ্ছ? ওকে থামাতে না পারলে আমি ধ্বংস হয়ে

যাব। ওকে থামানো তোমার কাজ। যাও, বেরিয়ে যাও, ওকে ধরে আনো। এর জন্যে যদি ওই অ্যাবিলীন কিডকে ডেপুটি নেয়ার প্রয়োজন হয় তবে তাই কোরো–কিন্তু যেভাবেই হোক আমার সোনা যে লুট করছে তাকে শেষ করো।'

'আমাকে রেডরকে যেতেই হবে,' স্থির স্বরে বলল জ্যাক। 'সোনা তোমার কাছে বেশি জরুরী হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে রেডরকে যাওয়াটা একান্ত জরুরী। তুমি আমার বোনাসটা দিলে–'

'ওটা তুমি তোমার কাজ শেষ করলে পাবে,' খেঁকিয়ে উঠল কার্লো। 'যে আমার সোনা চুরি করছে তাকে তুমি ধরে আনতে পারোনি। ডাকাতটা নেলসন নয়, কারণ ডাকাতি হওয়ার সময়ে সে তোমার কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। যাও, ঠিক লোককে ধরে আনো, তোমার বোনাস তখন ঠিকই পাবে।'

'নেলসন স্টেজটাকে আটক করার চেষ্টা করেছিল। ওর গুলির হাত থেকে আমি অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। হয়তো নেলসন ওই ডাকাতের সাথেই কাজ করছে।'

'না, তা করছে না। ওই ডাকাতিগুলো সবই একজনের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। কেবল একা একজন। নেলসন তোমাকে মারার উদ্দেশ্যেই ওখানে লুকিয়ে ছিল। নিজের ব্যক্তিগত শত্রুকে ধরে আনার জন্যে তোমাকে আমি দুহাজার ডলার দেব না।'

কার্লোর কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। জ্যাক বুঝল ওই দুহাজার এই মুহূর্তে তার পাওয়া সম্ভব হবে না।

কার্লো বলে চলল, 'তুমি ডাকাতটাকে ধরে আনো। এতে যত সময় লাগে লাগুক, যতজনকে তোমার ভাড়া করতে হয় করো, কিন্তু ওই ডাকাতকে খুঁজে বের করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতেই হবে। নিশ্চিহ্ন, বুঝেছ? এখন যাও, কাজে নেমে পড়ো।'

সপক্ষে বলার মত জ্যাকের কোন যুক্তি আর থাকল না। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে সে ঘুরে বাইরে বেরিয়ে এল। এই মুহূর্তে তার দৃঢ় বিশ্বাস নেলসনই ডাকাতিগুলোর পিছনে আছে, এবং সে কনচোর

আশেপাশে ড্যান মর্টের সন্দেহজনক উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে জ্যাককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

আপাতত ওর আর রেডরকে যাওয়া হচ্ছে না। কেবল টাকার অভাবই ওকে ঠেকানোর জন্যে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন ওই বাড়তি ডাকাতটা এসে জুটেছে। ওকে না ধরা পর্যন্ত ড্যান মর্টের মাথার ওপর থেকে সন্দেহের মেঘ কাটবে না। ওর প্রথম কাজ হবে ওই ডাকাতটাকে ধরা।

রাস্তা পার হয়ে জেলের সামনে পৌঁছে সে দেখল হিচিং রেইলের কাছে দাঁড়িয়ে অ্যাবিলীন কিড ন্যান্সির সাথে কথা বলছে। জ্যাককে আসতে দেখে মেয়েটার চেহারা একটু থমথমে হলো। জ্যাক বুঝল খারাপ কিছু ঘটেছে বলে মেয়েটা আঁচ করেছে। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল জ্যাক। 'আমি যখন নেলসনের পিছনে ধাওয়া করছিলাম তখন সোনাটা লুট হয়েছে। লকউডের ধারণা ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার জন্যেই নেলসন আমাকে অ্যামবুশ করার চেষ্টা করেছিল–তার ধারণা মিথ্যা নাও হতে পারে। তাই আমি অন্য ডাকাতকে ধরে আমার আগে কোন বোনাস পাব না।'

'আমার মনে হয় বোনাসের একটা অংশ অন্তত তোমার পাওয়া উচিত ছিল,' বলল ন্যান্সি। 'তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলে, এবং দেশের যেকোন জুরিই বাডকে ডাকাতির চেষ্টা করার জন্যে অপরাধী সাব্যস্ত করবে।'

'সোনাটা সে চুরি করেনি। আমাকে ওই বোনাস কষ্ট করেই অর্জন করতে হবে।'

'তুমি যদি আমার সাথে ছোট্ট একটা রাইডে যাও, আমরা ব্যাপারটা ভাল করে আলোচনা করে দেখতে পারব,' প্রস্তাব দিল ন্যান্সি।

'এখনও না। পরিস্থিতি এখনও অনুকূল হয়নি।'

'ওর ওপর মিছে সময় নষ্ট কোরো না, ন্যান্সি,' বলে উঠল কিড। 'ও এখন টাউন মার্শাল, ওর কাঁধে গুরু দায়িত্ব রয়েছে। আমি তোমাকে রাইডে নিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গ হিসেবে আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল।'

কিডের প্রস্তাব সাগ্রহেই গ্রহণ করল ন্যান্সি। ঘোড়া নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণ মনে ওদের দিকে চেয়ে রইল মর্ট। সবই ওর বিপক্ষে যেতে শুরু করেছে। নেলসনের অভিযোগ থেকে বাবাকে মুক্ত করেছে আবার সাথে সাথেই দ্বিতীয় ডাকাতের আবির্ভাব ওর সব প্ল্যানই মাটি করে দিল। এখন অ্যাবিলীন কিডের ন্যান্সির সাথে বেড়াতে যাওয়া–কিডের মত সুদর্শন আর প্রাণবন্ত হাসিখুশি যুবকের একটা মেয়ের মন কেড়ে নিতে কতক্ষণ লাগবে? সবকিছুই ওকে নিরুৎসাহ করে তুলছে।

জেলে ঢুকে সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে গারদের ফাঁক দিয়ে বিষণ্ণ বাডের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, 'জানো, সে ওটা নিয়ে গেছে।'

'তুমি কিসের কথা বলছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বাড।

'তোমার পার্টনারের কথা বলছি। আমি তোমার পিছনে ধাওয়া করার ফাঁকে সে এসে সোনা লুট করে পালিয়েছে।'

নেলসনের চেহারাটা দেখে লোকটা সত্যিই বিস্মিত হয়েছে বলে জ্যাকের মনে হলো। 'কেউ সোনা নিয়ে গেছে? তাহলে আমি এখন দায় মুক্ত। তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করার মত সামান্য কারণে তুমি আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারো না। ওটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্টেজ লুট হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'মুখোশে মুখ ঢাকার সাথে আছে,' বলে সে ফিরল। পিছন থেকে বাডের খিস্তি করার আওয়াজ ওর কানে এল। অত্যন্ত বুনো একটা মূডে আছে জ্যাক। জেলের দরজায় তালা দিয়ে সে যেখানে রস হিলটনকে মেরেছিল, সেই বারে ঢুকল।

বারটেন্ডার কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। কথার প্যাঁচে না গিয়ে বারের ওপর ঝুঁকে কলারের ভাঁজ ধরে কোট বামপাশে সরিয়ে ব্যাজটা ওকে দেখাল জ্যাক। 'আমি এখন কনচোর মার্শাল। পিছনের কামরায় ঢুকে আমি একটু তল্লাশী করে দেখব। কাউন্টারের তলায় ওই গানটার দিকে হাত বাড়ালে তোমাকে অনেক অনেক দূরের একটা

দেশে পাঠিয়ে দেব আমি।'

লোকটা নীরবেই বারের তক্তা পালিশ করায় ব্যস্ত হলো। পিছনের কামরায় ঢুকল মর্ট। একটা টেবিল ঘিরে বসে চারজন লোক ওখানে তাস খেলছে। কিন্তু ছুঁচোমুখো লোকটা ওখানে নেই। যে লোকটা সেদিন হিলটনের জখম হাতে ব্যান্ডেজ করে দেয়ার ব্যবস্থা করছিল, তাকে টেবিল ছেড়ে উঠে আসতে বলল জ্যাক। অনিচ্ছার সাথে লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ওকে পাশের কামরায় একটা নির্জন কোনায় নিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল।

'রস যখন বাটলারকে খুন করে তখন ওর সাথে আর কে ছিল?' হঠাৎ প্রশ্ন করল জ্যাক।

'সেটা আমি কিভাবে জানব? আমি সর্বক্ষণ এখানেই ছিলাম। এবং আমি তার প্রমাণও দিতে পারি।'

'কেউ একজন ওর সাথে ছিল; সেই লোকটা কে?'

'আমি জানি না। রস এখান থেকে একাই বেরিয়েছিল।'

'তুমি ওকে বেরোতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, সে পিছনের কামরাতেই তাস খেলছিল।'

'কেউ ওকে ডাকতে এসেছিল?'

লোকটা কেবল কাঁধ উঁচাল। মুখে কিছু বলল না।

'আমি যা জানতে চাই তার জবাব তোমাকে দিতেই হবে। অথবা জেলে বসে তুমি আমার কথাটা ভেবে দেখার অনেক সময় পাবে।'

'তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারো না। আমি কোন অপরাধ করিনি।' লোকটার স্বর উদ্ধত, কিন্তু জ্যাকের কঠিন দৃষ্টির সামনে চোখ নত করল সে।

'ভেবো না তোমাকে আটকে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি বাটলারের হত্যায় একজন সহায়ক ছিলে। তুমি খুনীকে আশ্রয় দিয়েছিলে, এবং ওর জখম ব্যান্ডেজ করে দিতে যাচ্ছিলে।'

'সেটা কোন অপরাধ নয়।'

'আমার পক্ষে তোমাকে জেলে ভরার জন্যে ওটাই যথেষ্ট।'

লোকটা চোখ তুলে জ্যাককে দেখল। যেন যাচাই করে দেখছে সে ওই হুমকিটা সত্যিই কাজে লাগাবে কিনা। তারপর আবার কাঁধ উঁচাল। 'ঠিক আছে। তোমাকে বলতে পারার মত তেমন কিছুই আমার জানা নেই। আমরা সবাই ওখানে বসে তাস খেলছিলাম। হঠাৎ দেখলাম সাদা মত একটা কিছু দরজার নিচে দিয়ে ঠেলে দেয়া হলো। আমি উঠে গিয়ে ওটা হাতে নিয়ে দেখলাম চমৎকার একটা কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'একজন রসের হিলটনের সাথে এখনই গলিতে দেখা করতে চায়।'

'ওই কাগজটা তোমার কাছে আছে?'

'না। ওটা আমি রসকে দিয়েছিলাম। সে কয়েক দান ওকে বাদ দিতে বলে উঠে গলির ভিতর ঢুকল। মিনিটখানেক পরেই ফিরে এসে নিজের চিপ্‌স্‌গুলো ক্যাশ করে তখনই আবার চলে গেল।'

'সে কোথায় যাচ্ছে তা বলেনি?'

'না। কেবল বলল আমাদের সাথে পরে দেখা করবে।'

'কে ওকে ডেকে পাঠিয়ে থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'আমার তেমন কোন ধারণাই নেই। পরে আমরা এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বুঝলাম কেউ একজন বাটলারকে সরিয়ে ফেলার কাজে রসকে ভাড়া করেছে।'

ওখান থেকে এইটুকু তথ্য নিয়েই ফিরল জ্যাক। কেউ গ্রাম্পিকে সরাতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন? সে আন্দাজ করছে তার বাবার সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে। কিন্তু এগিয়ে যাবার মত কোন সূত্রই পাওয়া গেল না।

জেলে ফেরার আগে জেল আর পাশের দালানের ফাঁকে গলিতে ঢুকল জ্যাক। জেলের পিছন দিকে কি আছে সেটা ওর জানা দরকার। এবং ওদিক দিয়ে নেলসন কোন বাইরের সাহায্য পেতে পারে কিনা সেটাও দেখা প্রয়োজন। এক ঝলকেই দেখতে পেল জানালার গারদগুলো অটুট আছে, তাছাড়া গারদের পিছনে সিকি ইঞ্চি ফাঁকওয়ালা জাল রয়েছে—সুতরাং ওদিক দিয়ে বড় কিছু সেলের ভিতর

পাচার করা অসম্ভব। জেলের পিছনের কোনায় পৌঁছে সে থমকে দাঁড়াল। গারদ দেয়া ছোট্ট জানালার নিচে ঘোড়ার পিঠে ওই ছুঁচো-মুখো লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা নিশ্চয় জ্যাকের পায়ের শব্দে সাবধান হয়েছে। মুহূর্তে সে ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা লাগিয়ে সচল হলো। জ্যাক ওকে থামতে বলল, কিন্তু লোকটা ওর আদেশ না মেনে জেলের কোনা ঘুরে রাস্তার দিকে ছুটল। জ্যাক ছুটে এগিয়ে যখন রাস্তায় উঠল ততক্ষণে রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে লোকটা রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে। এখন ওকে ধরা কোনমতেই আর সম্ভব নয়।

খোলা পিস্তল হাতে জেলে ঢুকল জ্যাক। নেলসনের সেলের কাছে পৌঁছে ভিতরে ঢুকে তল্লাশী চালিয়েও পালাবার কাজে ব্যবহার করা যাবে এমন কোনকিছুই সে দেখতে পেল না। তবু নিরাপত্তার খাতিরে নেলসনকে দ্বিতীয় সেলে নিয়ে তালা আটকে দিল সে। বোঝা গেল কেবল কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই জানালা দিয়ে পার হয়নি।

সাপারের সময় দুজনের জন্যে খাবার তৈরি করে বাডের সেলে নিয়ে গেলে সে শান্ত ভাবেই ট্রেটা গ্রহণ করে নিজের খাবার খেল। লোকটার এই শান্ত ভাব ওকে চিন্তিত করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বাডকে সার্চ করেও ওর কাছে কিছুই পাওয়া গেল না।

অ্যাবিলীন কিডের ঘোড়া লকউডের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জ্যাক আন্দাজ করল ছেলেটাকে সাপার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অফিসের আলো জ্বেলে সেলের করিডরের জন্যে একটা বাতি জ্বালাল সে। ওটা করিডরে রেখে ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে বসল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের মত দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল অ্যাবিলীন। ওর চেহারা হাসিতে উজ্জ্বল। 'ওহ্, খাওয়াল বটে,' বলল সে। 'লকউডের বাড়িতে ওরা সত্যিই ভাল ভাল খাবার খায়। আজকে ন্যান্সি নিজেই খাবার তৈরি করেছিল। ওর আপেলের পাইয়ে জাদু আছে।'

'তুমি ভাগ্যবান।'

অদ্ভুত চোখে জ্যাককে দেখল কিড। 'ভাগ্যবান? হুম-ম্-ম্; আমি ভাবছি। আমি আরও থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ন্যান্সি আমাকে বিদায় করে দিল। বলল হয়তো আজ রাতে তোমাকে আমার কিছু সাহায্য করা দরকার।'

'ন্যান্সি পামার সত্যিই চমৎকার মেয়ে,' বলল জ্যাক। 'ওর মত মেয়ে আমি জীবনে দুটো দেখিনি।'

'সবচেয়ে সেরা,' স্বীকার করল অ্যাবিলীন। 'এবং যাকে সে বিয়ে করবে সে হবে দুনিয়ার রাজা। কারণ সে এমন একটা মেয়ে, যার ভালবাসায় কোনদিন ঘাটতি পড়বে না। কেন জানি না, আমার ইচ্ছা করে—ওহ্, তাতে কি লাভ? যাও, একটু মুক্ত বাতাসে ঘুরে এসো। আমি তোমার কয়েদিকে সামলাব।'

'মনে হয় শহরটা আমার একটু টহল দিয়ে দেখা দরকার। নেলসনের ওপর কড়া নজর রেখো; আমি একজনকে জানালা দিয়ে ওর সাথে কথা বলতে দেখেছি। লোকটাকে আমি ধাওয়া করেছিলাম কিন্তু সে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। আমি নেলসনকে সার্চ করে কিছু না পেয়ে ওকে অন্য সেলে ভরেছি। ওর যদি একজন পার্টনার থাকে, তবে সে ওকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে।'

ঘুরে দরজার সামনে গিয়ে সে আবার থেমে দাঁড়াল। বাইরে থেকে একটা গুলির আওয়াজের পর আরও দুটো শব্দ হলো বেশ দ্রুত। উন্মাদের মত কেউ চিৎকার করে উঠল, কিন্তু কি বলল তা ঠিক শোনা গেল না। আড়চোখে অ্যাবিলীনের দিকে তাকাল জ্যাক। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা কি। তুমি নেলসনের ওপর নজর রেখো।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল জ্যাক।

বার থেকে আরও কিছু চিৎকার শোনা গেল। দ্রুত পায়ে ওদিকে এগোল জ্যাক। ওর আগে বাড়ার সাথে বার থেকে শব্দ আরও জোরাল হলো।

ওকে আসতে দেখে অন্ধকারে দরজায় দাঁড়ানো একটা লোক ভিতরে অদৃশ্য হলো। এবং হঠাৎ করেই চিৎকার থেমে গেল। ছুটে

এগিয়ে সুইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল জ্যাক। কেবল বারটেন্ডার ছাড়া সেলুনটা খালি। বারটেন্ডার বারের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট ফুঁকছে।

'পিছনের কামরায় কি ঘটছে?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল জ্যাক।

লোকটা ওর দিকে চেয়ে হাসল। 'তুমি এখানকার মার্শাল, নিজেই গিয়ে দেখো কি ঘটছে।'

'গোলাগুলি কিসের?' প্রশ্ন করল জ্যাক।

'গোলাগুলি? আমি কোন আওয়াজ পাইনি।' লোকটা মাথার ওপর ঝুলন্ত বাতিটার দিকে তাকাল। 'ওই বাতিটা আবার ধোঁয়া ছড়াচ্ছে,' বলল সে। 'ওটা আমার সারা দরকার তুমি যাও মার্শাল, আমার দিকে খেয়াল কোরো না।'

বারের ওপর উঠে লোকটা বাতিটাকে নিজের দিকে টেনে নামাল। জ্যাক সন্দিগ্ধ চোখে ওর ওপর নজর রাখল। কিন্তু লোকটার কাছে কোন অস্ত্র নেই দেখে দরজার দিকে মনোযোগ দিল। হাতল ঘুরিয়ে ওটা তালা বন্ধই দেখবে আশা করেছিল। কিন্তু ওটা খুলে গেল। কোল্টটা বের করে লাথি দিয়ে দরজা খুলল মর্ট।

এর সাথেই বারের আলোটা নিভে গেল। মুহূর্তে লাফিয়ে সে ডান দিকে সরে গেল। কিন্তু কোন গুলি এল না। বারটেন্ডার যেখানে ছিল সেদিকে পিস্তল তাক করে ওকে বাতি জ্বালাবার নির্দেশ দিল জ্যাক। কিন্তু কোন ফল হলো না। লোকটা সামনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। গলির আরেকটু সামনে থেকে কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। এখন সে বুঝতে পারছে তাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। পিছনের দরজা দিয়ে গলিতে বেরিয়ে গোলাগুলির আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোল। পিছনের কামরায় আলো জ্বেলে সে দেখেছে ওখানে কেউ নেই।

ওরা জ্যাককে আক্রমণ করল একটা পরিত্যক্ত বার্ন পার হওয়ার সময়ে। কোন পূর্ব সঙ্কেত ছাড়া এভাবে তাকে আক্রমণ করা হবে এটা সে মোটেও আশা করেনি। আচমকা কিল-ঘুসি আর লাথির তোড়ে ওর পিস্তল হাত থেকে ফস্কে কোথাও পড়ে গেল। ওকে সামান্য তারার আলোয় দেখে ওরা জানত কোথায় আঘাত হানতে হবে।

বুনো মানুষের মত লড়ছে জ্যাক। ওর ঘুসি একজনের চোয়ালে লাগল। কেউ ওর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর হাত মুচড়ে গলার ওপর টেনে ধরল জ্যাক। পাশ থেকে একটা আঘাত ওর গালের ওপর পড়ল। ডান দিকের আক্রমণকারী দুহাতে ওর গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। ডাইনে আর বাঁয়ে হাত চালিয়ে জ্যাক ওদের দুজনের জামা ধরে নিজের দিকে হেঁচকা টান দিল। তারপর ওদের দুহাতে জড়িয়ে ধরে সে নিজের দেহটাকে পায়ের সাহায্যে পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল। ওর উপরে যে চেপে বসে ছিল সেই লোকটা উড়ে গিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ল। কিন্তু বাকি দুজনের সম্মিলিত ওজনে ওর শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। হাত দুটো মৃতপ্রায় অক্টোপাসের মত শিথিল হয়ে আসছে।

হঠাৎ দুজনের একজনকে ছেড়ে দিয়ে হাতটাকে কাপের মত করে অন্য লোকটার চিবুকের তলায় জোর আঘাত হানল সে। তারপর দুই হাতে ওর গলা টিপে ধরে ওর মাথা মাটিতে ঠোকা শুরু করল। অন্য লোকটার ঘুসি সে গ্রাহ্যই করল না। লোকটার দেহ অবশ হয়ে আসলে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। পায়ের শব্দে বুঝল বাকি দুজন গলি ধরে ছুটে পালাচ্ছে।

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে নিজের পিস্তলটা খুঁজে বের করে ওটা খাপে ভরল। মাটিতে পড়া লোক দুটোর জ্ঞান ফিরে আসছে। ওরা একটু দম ফিরে পেলে জ্যাক ওদের জেলের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল।

জেল দালানের দিকে এগোতে গিয়ে জ্যাক লক্ষ করল জেলের দরজাটা খোলা, এবং তার ডেস্কের ওপর আলোটা এখনও জ্বলছে। অফিসে কেউ নেই। অ্যাবিলীন কিড সম্ভবত বাইরে থেকে পাহারা দিচ্ছে। সেলের দরজা খুলে গুণ্ডা দুজনকে ভিতরে ভরে তালা দিল সে। লোকদুটোকে জ্যাক আগেও ওই বারে দেখেছে, কিন্তু ওদের নাম তার জানা নেই।

নিজের ডেস্কে ফিরে যাওয়ার জন্যে রওনা হতেই পিছনে নেলসনের সেল থেকে শান্ত স্বরে কথা শোনা গেল। 'তোমার সময় হলে দয়া করে তালাটা খুলে আমাকে বেরোতে দিও, জ্যাক।'

বাঙ্কের ওপর বসা লোকটার দিকে তাকাল সে। অবাক হয়ে লক্ষ করল লোকটা নেলসন নয়, অ্যাবিলীন কিড!

আট

'লোকগুলো আমাকে দারুণ বোকা বানিয়েছে,' অফিসে চেয়ারে বসে ব্যাখ্যা করল কিড। 'তিন চারটে গুলির আওয়াজ শুনে আমি জেলের দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। একটা লোক ছুটে এসে আমাকে জানাল যে ওরা তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। দরজায় তালা দিয়ে চাবি পকেটে ভরে আমি গলির দিকে রওনা হলাম।

'জেলের কোনাতেই ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গলির ভিতরই লুকিয়ে ছিল ওরা। তিনজন লোক আমাকে জাপটে ধরে রাখল, আর চতুর্থ লোকটা আমার পকেট থেকে চাবি বের করে নিল। তারপর নেলসনকে বের করে নিয়ে আমাকেই সেলে আটকে রাখল। আমি কৃতজ্ঞ যে ওরা দয়া করে চাবির গোছাটা নিয়ে যায়নি।'

কোন মন্তব্য করল না জ্যাক। কিডের গল্পটা সত্যি বলেই ওর মনে হচ্ছে এবং তাকেও প্রায় একই ভাবে আক্রমণ করেছিল ওরা। তবে এটা তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে কিড সম্পর্কে সে খুব অল্পই জানে। কিছু কিছু লোক আকারে-ইঙ্গিতে মত প্রকাশ করেছে যে কিড একজন স্টেজ ডাকাত। হয়তো ওরা সত্যের ওপর ভিত্তি করেই ওকথা বলেছে। জ্যাকের বিশ্বাস নেলসনের একজন পার্টনার আছে, এবং কিড গার্ডে থাকার সময়েই নেলসন পালিয়েছে।

'ভাল,' সব শুনে বলল জ্যাক, 'যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। নেলসন পালিয়েছে, এবং আমরা জানি না সে কোনদিকে গেছে, বা সে একা আছে, নাকি বন্ধু বান্ধবের সাথে আছে, বা পায়ে হেঁটে পালাচ্ছে নাকি ঘোড়ার পিঠে।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল সে। 'তবে এটা ঠিক যে সে খুব জলদি আর ডাকাতির চেষ্টা করবে না। আমি আমার বাবার দুর্নাম ঘুচাবার পথে সেই অন্ধকারেই রয়ে গেলাম।'

'বাবার ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস, তাই না?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জ্যাক। বিশ্বাসটা যে ন্যায্য, এটা দাঁড় করাবার একটা যুক্তি খুঁজছে। 'আসলে ব্যাপারটা এই রকম: সব জীবজন্তুরই চারিত্রিক কিছু বিশেষত্ব থাকে যেগুলো চিনতে শিখে তার ওপর আমরা আস্থা রাখি। নেকড়েরা নির্ভীক, বনবিড়াল চতুর আর অবিশ্বাসী। মানুষেরও তেমন কিছু কিছু বিশেষত্ব থাকে। কেউ হীন আর ছিঁচকে, তারা সব সময়ে তাই থাকবে। কেউ সৎ আর ন্যায়পরায়ণ, তারা বদলাতে পারে না, সব সময়ে তাই থাকবে। আমার বাবা এই শ্রেণীর লোক। চুরি করাটা তার স্বভাববিরুদ্ধ।'

'একটা মানুষ চুরি করলেই যে সে স্বভাবজাত চোর হবে, এটা সবসময়ে সত্যি নয়,' প্রতিবাদ করল কিড। 'উত্তেজনা তো আছেই, হয়তো সময়ে সময়ে ন্যায়বিচার করার জন্যেও মানুষ চুরি করতে বাধ্য হতে পারে। ওই লকউডের কথাই ধরো, লোকটা সোনা কেনার সময়ে মাইনারদের যা দাম দেয়, তাতে বলা যায় যে সে একটা ডাকাত। কেউ ওর থেকে চুরি করলে সেটা পাপ হবে না।'

'ওর থেকে চুরি করলে সেটা তাকে আরও বড় চোরে পরিণত করাই হবে; কারণ নিজের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে সে মাইনারদের আরও বেশি করে ঠকাবে।'

লোকটা স্টেজ ডাকাতি শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই মাইনারদের ঠকিয়ে আসছে। কিন্তু তোমার সাথে তর্ক করে লাভ নেই, জ্যাক। আমার চোখে কার্লো লকউড, আজ পর্যন্ত যত চোর সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে সেরা। আমি নিজের কথা বলতে পারি, ওর থেকে চুরি করতে আমার বিবেকে একটুও বাধবে না।'

'চুরি আসলে চুরিই, কিন্তু এসব নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। তুমি চাইলে স্যাড্‌ল্ দোকানে আমার সাথে ঘুমাতে পারো।'

'সেলে খাট রয়েছে, ওটাই আমি ব্যবহার করব।'

ব্যবস্থাটা জ্যাকের পছন্দ হলো। ওকে আরও ভাল ভাবে জানার আগে ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশি গাঢ় হোক, এটা সে চায় না। কিড সম্পর্কে ওর মত এখনও পাল্টায়নি। নেলসনের প্রতি ওর শত্রুতার ভাব দেখানোটা হয়তো ধোঁকা হতে পারে।

দোকানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল জ্যাক। সকালে উঠে জেলে গেল। উদ্দেশ্য ছিল, নাস্তা খাওয়ার জন্যে অ্যাবিলীনকে সুযোগ দেয়া। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখল সে চলে গেছে। পরে জানল রেস্টুরেন্টে নাস্তা খেয়েছে কিড।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে লকউড জেলহাউসে জ্যাকের সাথে দেখা করার জন্যে একটু থামল। 'তাহলে তুমি নেলসনকে তোমার হাত থেকে ফসকে যেতে দিলে, অ্যাঁ?' বিরক্ত স্বরে বলল কার্লো। 'তুমি কেমন ধারা মার্শাল, বলো তো?'

'অত্যন্ত জঘন্য ধরনের,' অকপটে স্বীকার করল মর্ট। 'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম, এটা আমার পছন্দের কাজ নয়।' গতরাতে কি ঘটেছিল তা লকউডকে জানাল সে।

'তোমার ওই পেয়ারের অ্যাবিলীন কিড,' খেঁকিয়ে উঠল কার্লো। 'লোকটা কখনও ভাল ছিল না। এখন একটা ব্যাপার নিশ্চিত, এসবের একটা হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আর কোন সোনা পাঠানো হবে না। ব্যাঙ্কের ভল্টেই সব জমা থাকবে। তোমার ব্যাপারে আমি খুব হতাশ হয়েছি। তোমার থেকে আমি অনেক কিছু আশা করেছিলাম।'

'তোমার টাকার বদলে উচিত মূল্যের কাজই তুমি পাবে,' কথা দিল জ্যাক। 'আমি এই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেডরকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু এখন আমি এখানেই থেকে যাব। এই সোনা চুরির রহস্যের সমাধান না করে আমি এখান থেকে নড়ব না।'

একটা সপ্তাহ পার হয়ে গেল। জ্যাক দিনে ঘুমাচ্ছে আর রাতের বেলা পাহারা দিচ্ছে। গ্রীন ফ্রন্ট সেলুনটার ওপর বিরামহীন ভাবে নজর রাখছে। ওখানে বাড়ের কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। সে আশা করছে ওদেরই একজন হয়তো ওকে পথ দেখিয়ে বাড়ের গোপন আস্তানায় নিয়ে যাবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। পাঁচ দিন কেটে যাওয়ার পর সে ভাবতে শুরু করল যে নেলসন কনচো ছেড়ে আর কোথাও চলে গেছে, অন্তত সাময়িক ভাবে।

দিনের বেলায় যখন সে ঘুমাচ্ছে না, তখন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে। লোকে মনে করছে ফেরারী কয়েদির খোঁজ করছে, কিন্তু আসলে সে তার বাবাকেই খুঁজছে। একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী খোঁজ চালাচ্ছে ও। লুকোবার মত প্রত্যেকটা জায়গাই দেখছে। কিন্তু কাজটা এতই বিশাল যে পুরো এলাকা খুঁজে দেখতে অনেক সময় দরকার।

কয়েদি দুজনকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল জ্যাক। অনেক জেরা করেও ওদের থেকে মূল্যবান কোন তথ্যই পাওয়া গেল না। দুজনেই স্বীকার করল ছুঁচো-মুখো লোকটা টাকা দেয়াতেই ওরা কাজটা করেছে। কিন্তু নেলসন বা ছুঁচো-মুখোর কোন সন্ধান ওরা দিতে পারল না।

অ্যাবিলীন কিড এসবের সাথে জড়িত আছে কিনা বুঝতে পারছে না জ্যাক। কিড আগের মতই অনিয়মিত ভাবে আসা-যাওয়া করছে। রাতের বেলা জেলে চেক করতে গিয়ে সে প্রায়ই দেখেছে কিড ওখানে নেই। ইদানীং সে লক্ষ করেছে যে ন্যান্সি প্রায়ই কিডের সাথে বেড়াতে যাচ্ছে। ফেরার পরে ছেলেটা সাধারণত চিন্তামগ্ন আর বিষণ্ন মূডে থাকে।

মাঝেমধ্যে ন্যান্সির দেখা পায় জ্যাক। একবার কিডের খোঁজে মেয়েটা জেলে এসেছিল। জ্যাক ডেস্কের পিছনে বসে তার বাবা সংক্রান্ত কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখছিল। ন্যান্সি উৎফুল্ল ভাবেই জ্যাককে সম্ভাষণ জানাল, কিন্তু মেয়েটার চেহারায় একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ওর নজর এড়াল না।

'আমি রেডরকের ডাকাতির ব্যাপারটাই আবার পড়ে দেখছিলাম

কিছু মিস করছি কিনা,' ব্যাখ্যা করল সে। 'আমি রেডরকে যেতে পারলে ভাল হত, তাহলে নিজেই সব তদন্ত করে দেখতে পারতাম।'

'তুমি শেরিফ ব্লুস্টোনকে লিখলেই তো পারো?'

এই সহজ বুদ্ধিটা আগেই তার মাথায় কেন আসেনি ভেবে অবাক হলো সে। 'অবশ্যই! আজই আমি ওকে লিখব। ফ্রেইট এজেন্ট হেরল্ড বার্ডও হয়তো নতুন কিছু বলতে পারবে।'

ডেস্কের ওপাশ থেকে মেয়েটা কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'জ্যাক, এই ব্যাপারটা তোমাকে একেবারে শেষ করে ফেলছে। তুমি হতাশ আর মনমরা হয়ে যাচ্ছ। সেইসাথে তুমি বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলছ।'

'না, বিশ্বাস আমি হারাইনি। আমার সমস্যা হচ্ছে, এগোবার মত কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছি না। কনচোর নব্বই ভাগ লোকই এখন বিশ্বাস করে যে ড্যান মর্টই ওই স্টেজটা লুট করেছে। নেলসনকে দোষী প্রমাণ করার বদলে আমি বরং ওর রেহাই পাওয়ার পথই খুলে দিয়েছি।'

'আরও একজন আছে, আমি জানি না ওকে তোমার সন্দেহ হয় কিনা।'

'তুমি কি কিডের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, জ্যাক। ওকে আমি পছন্দ করি; অন্যের জন্যে তার সহানুভূতি আছে, সে হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, কিন্তু তার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে বেপরোয়া অ্যাডভেঞ্চার। সুতরাং ওর পক্ষে স্টেজ ডাকাতি অসম্ভব কিছুই নয়। সে আমার সৎ বাবাকে খুব অপছন্দ করে। টাকার জন্যে হয়তো চুরি করবে না, কিন্তু লকউডকে আঘাত দিয়ে সে আনন্দ পাবে বলেই করবে।'

'জানি। ওকে আমিও পছন্দ করি। সেই কারণেই ওর ওপর যতটা সতর্কতার সাথে নজর রাখা উচিত তা আমি পারছি না। কয়েকবারই আমি ওকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে।' ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে জ্যাক আবার বলল, 'তোমাকে ঠিক সুস্থ দেখাচ্ছে না, ন্যান্সি। কোন সমস্যা তোমাকে পীড়া দিচ্ছে?'

'মা। তার অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। ঘন ঘন তার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। আমার সৎ বাবার দুর্ব্যবহার তাকে আরও অসুস্থ করে তুলছে। মায়ের জন্যে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি।'

হাত বাড়িয়ে ডেস্কের ওপর রাখা ন্যান্সির ছোট্ট হাতের ওপর হাত রাখল জ্যাক। 'তোমাকে ব্যথিত দেখলে আমার মনেও ব্যথা লাগে, ন্যান্সি। তোমার মা বেশি অসুস্থ নয় বলে তোমাকে মিথ্যা প্রবোধ আমি দিতে চাই না। মানুষ চিরকাল বাঁচে না; হয়তো পরবর্তী অ্যাটাকটাই তার জন্যে মারাত্মক হতে পারে। এটা মনে মনে স্বীকার করে নিলেই তুমি আঘাতটা সহজে সামলাতে পারবে।'

'সেটা আমি বুঝি, জ্যাক। আমাদের সবারই নিজস্ব দুশ্চিন্তা আছে। এমনকি আমার সৎ বাবারও আছে। টাকা বানাতেই সে ব্যস্ত, কিন্তু মনে শান্তি নেই। মাঝেমাঝে আমার মনে হয় যে মানুষ ঠকিয়ে বড়লোক হওয়ার চেয়েও বড় কোন অপরাধ বোধ ওর মধ্যে রয়েছে। আমার মায়ের স্বামীর সম্পর্কে এমন কথা বলা আমার উচিত নয়, কিন্তু ওর সাথে কখনও আমার সদ্ভাব ছিল না। আমার কাছে সে নেহাতই মায়ের স্বামী ছাড়া আর কিছু নয়। যাক, ওসব কথা থাক, আজকের দিনটা চমৎকার। আমার সাথে একটু বেড়িয়ে আসবে?'

মাথা নাড়ল সে। 'তুমি তো জানো আমি যেতে পারব না, ন্যান্সি। বাবার নামে কলঙ্ক ঘুচানোর আগে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল ন্যান্সি। 'ভাল, কিডকে আশপাশে কোথাও দেখছি না। মনে হচ্ছে আজ আমাকে একাই রাইড করতে হবে। তুমি কিন্তু শেরিফ ব্লুস্টোনকে লিখতে ভুলো না। আমার বিশ্বাস তাতে তোমার সুবিধাই হবে।'

'আজই আমি লিখব। তুমি সত্যিই আমাকে অনেক সাহায্য করেছ। যাকে কখনও তুমি দেখোনি তার ওপরই আস্থা রেখে তুমি আমার মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছ। তোমার সহায়তা না পেলে মানসিক ভাবে আমি সত্যিই দুরবস্থায় পড়তাম।'

আন্তরিক ভাবে একটু হাসল ন্যান্সি। 'ওকে না চিনলে কি হবে, ওর

ছেলেকে আমি চিনি,' বলে সে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ন্যান্সি চলে যাওয়ার পর এক ঘণ্টা কাগজ-কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকল জ্যাক। উত্তরে যাবার স্টেজটা যখন ছাড়ল ওতে বাড়তি দুটো চিঠিও গেল। নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে মর্ট। না ঘুমিয়ে সে ঘোড়া নিয়ে বাবাকে খোঁজার কাজে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার সময়ে ফিরে দেখল জেলের খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে অ্যাবিলীন।

'ন্যান্সি তোমাকে খুঁজতে এসেছিল,' ওকে জানাল জ্যাক। 'কোথায় গেছিলে তুমি?'

উদাসীন ভাবে জবাব দিল কিড। 'এদিক-ওদিক ঘুরছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো হঠাৎ নেলসনের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, জ্যাক। তুমি বরং আজকের রাতটা বিশ্রাম নিয়েই কাটাও। রাতের বেলা শহরে ঘুরঘুর করে বেড়ানোর কাজটা আমিই সামলাব। দিন দিন তুমি গলির বেড়াল হয়ে উঠছ।'

'সেটা আমার জন্যে খুব উপভোগ্য হবে,' বলল জ্যাক। বিনা কারণে কিডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সে বুঝে ফেলবে জ্যাক ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তুমি গ্রীন ফ্রন্ট সেলুনের ওপর একটু বিশেষ নজর রাখলে আমি কৃতজ্ঞ হব। ওখানকার আড্ডাবাজ লোকগুলোকে আমি বিশ্বাস করি না।'

গ্রাম্পির দোকানে ফিরে গেল জ্যাক। অত্যন্ত ক্লান্ত সে। কেবল বাড়তি কাপড়গুলো খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। এবং প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা ভোঁতা বিস্ফোরণের শব্দে ওর ঘুম ভাঙল। জানালাগুলো তখনও কাঁপছে। ব্যাঙ্কের ভল্ট আর সোনার কথা মনে পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসল। বুট আর জামা পরে কোমরে বেল্ট বেঁধে নিতে মাত্র দুমিনিট সময় লাগল ওর। ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে।

রাস্তায় আরও লোকজন বেরিয়ে এসেছে। ওরা উত্তেজিত স্বরে একে অন্যকে প্রশ্ন করছে। সোজা ব্যাঙ্কের দিকে ছুটল জ্যাক। প্রথমেই যেটা ওর চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্কের ভিতরে একটা ক্ষীণ আলো

জ্বলছে।

সামনের দরজাটা অক্ষতই দেখাচ্ছে। তাই অন্ধকার গলিতে ঢুকে ঘুরে ব্যাঙ্কের পিছনে চলে এল জ্যাক। সামনের কমলা রঙের আলো জ্বলে ওঠার সাথে ওর মাথার ওপর দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল।

ঝাঁপিয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে আলোর ঝিলিক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল জ্যাক। তারপর দালানের দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল। চোখে অন্ধকার কিছুটা সয়ে আসায় সামনের কালো আকৃতিকে সে দুটো ঘোড়া হিসেবে চিনতে পারল। ছায়ার ভিতর থেকে একটা আকৃতি একপাশে সরে পিছনের দরজার দিকে যাচ্ছে দেখে আবার গুলি ছুঁড়ল সে। কিন্তু তাড়াহুড়ায় লক্ষ্য ভেদ করতে পারল না। পরক্ষণেই একটা মরিয়া চিৎকার ওর কানে এল। 'এঁকেবেঁকে চলো, ড্যাম ইট!'

জ্যাকের গলার ভিতরটা আঁকড়ে এল। ওটা অ্যাবিলীন কিডের স্বর!

বিশ্বাসঘাতকতা মানুষকে অসম্ভব রকম দুঃসাহসী করে তোলে। পরিণতির বিষয়ে মোটেও গুরুত্ব না দিয়ে লাফিয়ে উঠে দালানের পিছনের কোনার দিকে ছুটল জ্যাক। কোন লুকোচুরি নেই, ওর বুট শক্ত মাটির ওপর ঠুকে শব্দ তুলছে, স্পার দুটোও সশব্দে বাজছে।

একটা ছায়াকে ঘোড়ার দিকে ছুটতে দেখে দৌড়ের মাঝে ওকেই কিড মনে করে আবার গুলি ছুঁড়ল জ্যাক। হত্যার উদ্দেশ্যেই গুলি করেছিল সে, কিন্তু আবারও ভাগ্য কিডের অনুকূলেই গেল, কারণ পুরো গতিতে ছুটছিল জ্যাক, এবং কিডও একই বেগে ওর আড়াআড়ি যাচ্ছিল। পরমুহূর্তেই ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে গলি ধরে ঘোড়া ছোটাল কিড।

ব্যাঙ্কের অন্য কোনায় পৌঁছে পিছনের দরজার ওপর নজর রাখার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক। লক্ষ করল ব্যাঙ্কের ভিতরকার আলোটা নিভে গেল। দরজায় একটা ছায়া দেখে গুলি করল জ্যাক, কিন্তু লোকটার দিকে তাক না করে পাশে তাক করেছিল। দরজার চৌকাঠে বিঁধল ওর গুলি। 'অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত উপরে তুলে বেরিয়ে এসো!' চেঁচাল সে।

ছায়াটা পিছিয়ে ব্যাঙ্কের ভিতর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পিছনের

সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল মর্ট। অনেক লোকজন এখন রাস্তায় নেমেছে। উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে ওরা। 'সামনের দরজার দিকে খেয়াল রাখো! ব্যাঙ্কটা ঘিরে ফেলো!' চেঁচাল সে। 'আমরা ওকে ভিতরে আটকে ফেলেছি!'

ওরা ছড়িয়ে পড়ল। এখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরোবার সব রাস্তা বন্ধ। দরজার কাছে মুখ নিয়ে জ্যাক চিৎকার করল, 'তোমার হাত তুলে বেরিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তোমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।'

কোন জবাব এল না।

প্রায় লেংচাতে-লেংচাতে ছুটে এল লকউড। নাইট শার্টটা প্যান্টের ভিতরে ঢুকিয়ে একটা ফ্রক কোট চাপিয়ে চপ্পল পায়েই বেরিয়ে এসেছে সে। 'তুমি ওকে ধরেছ? ভিতরে আটক আছে? চমৎকার! উচিত সাজাই আমি ওকে দেব। একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে সেটা!'

'তুমি যদি আড়াল না নেও, তবে এখনই তোমার লাশ ফেলে দেবে ও।'

হরিণের মতই তৎপর লাফে পিছিয়ে একটা শেডের আড়ালে চলে গেল কার্লো। 'ওটা কে, মর্ট? ডাকাতটা কে?'

'আমি জানি না; তবে অ্যাবিলীন কিড সম্পর্কে তোমার ধারণাই ঠিক। পিছনের দরজায় পাহারা দিচ্ছিল সে, আমি গুলি ছোঁড়ায় ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গেল।'

'বলেছিলাম না!? আমি আগেই জানতাম সে খারাপ লোক। সে কি কিছু নিয়ে যেতে পেরেছে?'

'নিজের চামড়া ছাড়া আর কিছুই নিতে পারেনি। আমি ওর চামড়া বেড়ার দেয়ালে পেরেক দিয়ে গেঁথে রাখব।'

'তুমি ভিতরের লোকটাকে ধরতে যাচ্ছ না কেন?'

'কোন প্রয়োজন নেই। দিনের আলো ফুটতে আর বেশি বাকি নেই; আমরা সূর্য ওঠার অপেক্ষাতেই আছি।'

ঘণ্টাগুলো দ্রুত কেটে গেল। আরও লোক জড়ো হয়েছে। ওরাও

সুবিধা মত জায়গা বেছে নিয়ে তৈরি আছে। চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। আকাশটা ক্রমশ ফিকে হয়ে শেষে পুবের আকাশে পাহাড়ের মাথায় সূর্য দেখা দিল। ছয়জন বিশ্বাসী লোক জড়ো করে লকউডের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের চাবি চেয়ে নিল জ্যাক। ওদের হাতে চাবি দিয়ে তার সঙ্কেত পেলে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার নির্দেশ দিল সে। লোকগুলোকে জায়গা মত পৌঁছার সময় দিয়ে পিছনের দরজায় পৌঁছল। এবং আবারও ডাকাতের উদ্দেশে হাঁকল।

'তোমাকে শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি, আমি দশ পর্যন্ত গোনার আগেই তুমি হাত তুলে বেরিয়ে এসো। দশ গোনার পরেও না এলে আমরা ভিতরে ঢুকব।' সবাইকে শুনিয়ে গোনা শুরু করল সে।

ভিতর থেকে কোন সাড়াই এল না। চিৎকার করে সামনের লোকগুলোকে ভিতরে ঢোকার নির্দেশ দিয়ে একটু অপেক্ষা করে জ্যাক পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে মাথা গলিয়ে উঁকি দিল। কাউকে দেখা গেল না।

কোল্টটা সামনে বাগিয়ে ধরে কুঁজো হয়ে ভিতরে ঢুকল সে। প্রথমেই লকউডের অফিস। দরজা খুলে দেখল ওখানে লুকোবার কোন জায়গা নেই। ওপাশের দরজাটা খোলা। ব্যাঙ্কের লেনদেনের বড় কামরার একটা অংশ খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল জ্যাক। ব্যাঙ্কের লবিটা দেখা যাচ্ছে। লক্ষ করল সামনের দরজা খুব সাবধানে একটু ফাঁক করা হলো। জ্যাকের নির্দেশে ওটা পুরো খুলে গেল। ওর নির্ধারিত ছয়জন পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল। চোখ সরু করে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখছে ওরা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরল জ্যাক। একটা গ্রিল দেয়া পার্টিশনের পিছনেই ক্যাশ ক্লার্কদের কাউন্টার। তার পিছনে ভল্ট। ভল্টের দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হলো সে। ভল্টের দরজাটা বিস্ফোরণে বাঁকা হয়ে কিছুটা ভিতরে ঢুকে গেছে, কিন্তু খোলেনি। পিছনের সোনা এখনও নিরাপদেই রক্ষিত আছে। ভল্টের দেয়ালে একটা লোক গুটিসুটি হয়ে সেঁটে বসে আছে। লোকটার মুখ একটা রুমালের মুখোশে ঢাকা। ওর হাতে

একটা কোল্ট আছে বটে, কিন্তু ওটার মুখ নিচের দিকে। ওকে কাভার করে জ্যাক সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

পিছন ফিরে দরজার কাছে নিজের লোকজনকে কড়া নির্দেশ দিল সে। 'ও লড়ার চেষ্টা না করলে কেউ গুলি ছুঁড়বে না!'

লোকটার চারফুট দূরে থেমে দাঁড়াল জ্যাক। 'পিস্তলটা ফেলে দাও, নেলসন,' শান্ত স্বরে বলল সে। কিন্তু উত্তেজনায় ওর কপালের শিরা টিপটিপ করছে। 'এবার আর তোমার কোন অজুহাত নেই।'

ডাকাতের নার্ভাস আঙুল থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল এবং ধীরে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। জ্যাক এগিয়ে গিয়ে মুখোশটা ধরল। 'আমার বিশ্বাস এর পিছনে তুমি আর কখনও মুখ লুকাবে না।' এক ঝাঁকিতে মুখোশটা সরিয়ে ফেলল সে।

জ্যাকের চোখের সামনে গোটা পৃথিবী চক্কর দিয়ে উঠল। গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বের করে টলতে টলতে পিছিয়ে এল সে। সামনে যাকে দেখা গেল, সে ওর বাবা।

নয়

কিছুক্ষণের জন্যে আশপাশে যা ঘটছে তার কিছুই সে বুঝল না। আঘাতটা এত অপ্রত্যাশিত এবং হতবুদ্ধিকর যে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বারুদের ধাক্কায় বাঁকা ভল্টের দরজার সামনে মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে ড্যান মর্ট। মুখোশের রুমালটা এখনও ওর গলায় ঝুলছে।

জ্যাক অসাড় হলেও ব্যাঙ্কার তা হয়নি। লোকজনের পিছন পিছন

ভিতরে ঢুকে নাটকের সবটাই সে দেখেছে। ধাক্কা দিয়ে দুজন লোককে সামনে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'ওকে ধরে টেনে নিয়ে জেলে ভরে তালা মেরে ওখানেই পাহারায় থাকো।'

ওরা আদেশ পালন করতে এগোল। পিছন থেকে লকউডের হাতা ধরে কেউ টান দিল। ব্যাঙ্কার ঘুরে বিজয়-গর্বে উজ্জ্বল নেলসনের মুখ দেখতে পেল। 'তোমাকে আমি কি বলেছিলাম? এখন তুমি জানলে যে ডাকাতি আমি করিনি। তোমার সোনা লুট করছিল ড্যান মর্ট। ঠিক যেমন আমি বলেছিলাম। তুমি কি ওর ছেলেকেই ওর গার্ডে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারবে?'

'কক্ষনো না! জ্যাক মর্টের ব্যাজটা খুলে নিয়ে তুমি নিজের বুকে এঁটে নাও। তোমার কাছে যদি নিজের চামড়ার দাম থাকে তবে ওই কয়েদির ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখবে তুমি এবং কোনক্রমেই যেন কেউ ওর সাথে কথা বলতে না পারে। কিছু লোক ভাড়া করে দুজনকে জেলের অফিসে আর দুজনকে গলিতে সেলের জানালার নিচে দিনরাত পাহারায় রাখবে। এবার আর আমাকে ডুবিও না, বাড। তুমি মুখোশ পরে স্টেজ আক্রমণ করে আমার পাঁচ হাজার ডলার ক্ষতি করিয়েছ, কিন্তু আমার আদেশ মত কাজ করলে তোমার সেই অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব।'

লকউড যে নেলসনের ভুল উপেক্ষা করতেও প্রস্তুত, তার কারণ লোকটার নৈতিক সঙ্কোচ বলে কিছুই নেই। এবং ওর যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি আছে, যার ফলে সব আদেশই সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সক্ষম হবে। জ্যাককে মোটেও পছন্দ করে না বাড, তাই সে যতক্ষণ কয়েদির চার্জে আছে কিছুতেই জ্যাককে তার বাবার কাছেও ঘেঁষতে দেবে না ও।

সঙ্কেত পেয়েই বাড তার গোপন আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণ সে ভিড়ের সাথেই মিশে ছিল। পরিস্থিতি তার অনুকূলেই আছে দেখে এগিয়ে এসেছে। বিজয়ীর মত একটু হেসে সে এবার জ্যাকের দিকে এগোল। জ্যাক মর্ট এখনও ঘটনার অকস্মিকতায় ঘোরের মধ্যে আছে। বাড ওর শিরদাঁড়ায় একটা খোঁচা দিয়ে কর্কশ স্বরে বলল, 'ঠিক

আছে, এবার হুঁশে এসো।'

ধীরে ঘুরল জ্যাক। ওর এখন এমনই হতবুদ্ধি অবস্থা যে নেলসনকে চোখের সামনে দেখেও সে অবাক হলো না।

'কি হলো? আমি না জেনে কথা বলছিলাম, ন্যাঁ?' উল্লাসের সাথে বলল বাড। 'আমি মিথ্যে বলেছিলাম, তাই না? তোমার সাধু বাবার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছিলাম! হ্যাঁ, তাই বটে!' হাত বাড়িয়ে জ্যাকের বুকে আঁটা ব্যাজটা ছিনিয়ে নিল সে। 'এটা যোগ্য স্থানেই মানায়,' বলে নিজের বুকে ব্যাজ আঁটল বাড। 'এখন তুমি কনচো থেকে বিদেয় হও, এবং আর ফিরো না। যাও! একটু গতর নড়াও!'

ধীর গতিতে ওকে পেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল জ্যাক। সে জানে না কোথায় যাচ্ছে। ওর চেহারা শক্ত আর আড়ষ্ট, চোখে পাগলের মত শূন্য দৃষ্টি। আবছা ভাবে সে টের পাচ্ছে লোকজন ওর দিকে চেয়ে দেখছে। কেউ কৌতূহল নিয়ে, কয়েকজন সমবেদনা নিয়ে এবং আর সবাই শত্রুতার চোখে।

হঠাৎ টের পেল গ্রাম্পির দোকানে পৌঁছেছে সে। বিছানায় বসে দুহাতে মুখ ঢাকল। এতক্ষণে ওর মাথা কাজ করতে শুরু করছে। প্রতিটা ঘটনার খুঁটিনাটি পরিষ্কার ভাবে একটা একটা করে মনে পড়ছে। দুর্বিষহ তীব্র জ্বালাকে হটিয়ে একটা বোবা বিস্ময় ওর মনকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তাহলে ওর বাবা একটা চোর। জ্যাক নিজেই তাকে ভল্টের কাছে কোণঠাসা করেছিল। নিজের হাতেই টেনে ওর মুখোশ খুলে দিল। অ্যাবিলীন কিড বাইরে পাহারায় ছিল, সুতরাং ড্যান মর্টই নিশ্চয় বিস্ফোরক দিয়ে ব্যাঙ্কের সিন্দুক খোলার চেষ্টা করছিল।

শব্দ করে ককিয়ে উঠল জ্যাক। কথাটা আর কেউ বললে তাকে সে মিথ্যুক বলত, কিন্তু নিজের চোখে যে নজির সে দেখেছে সেটাকে কিভাবে অস্বীকার করবে? তার বাবা যদি এর সাথে জড়িত থাকে তবে নিশ্চয় রেডরকের ডাকাতিতেও সে জড়িত ছিল।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আর অপমানিত বোধ করছে জ্যাক। অ্যাবিলীন কিডের মত বাবাও তার স্থির বিশ্বাসের চরম অমর্যাদা করেছে। বাবা

নামে ডাকার যোগ্য মানুষ সে নয়। নিজের পাপের ফল সে ভোগ করুক–ওকে সাহায্য করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও জ্যাক মর্ট করবে না। ন্যান্সিও ড্যান মর্টকে বিশ্বাস করেছিল, এখন সে কি ভাববে?

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে যন্ত্রণাদায়ক ঘটনাগুলোকে একে একে আবার বিচার করে দেখল জ্যাক। এবং সাময়িক ভাবে ওর মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। তার বাবা সাধারণ চোর হতে পারে না, এই বিশ্বাসটা ওর মনে দানা বাঁধল। সে চুরি করে থাকলে এর পিছনে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকতেই হবে–ধন-সম্পদের লোভে সে কখনও এমন কাজ করতে পারে না। একটা স্থির বিশ্বাসকে মন থেকে উপড়ে ফেলা কঠিন। তাছাড়া রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর নেই।

কিন্তু ঘটনাগুলো যেন ঠিক মিলছে না। গ্রাম্পি বাটলারের কথাই ধরা যাক: জ্যাকের বাবা চোর হলে গ্রাম্পি সেটা জানত এবং ক্ষমাও করেছিল–এটা গ্রাম্পির স্বভাব নয়। না, এর ভিতরে কোথাও একটা বড় রকমের গোলমাল রয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির যথাযথ ব্যাখ্যা জ্যাক না পাচ্ছে, ততক্ষণ ড্যান মর্টের ওপর ওর স্থির আস্থা টলবে না। তাকে বাবার পক্ষের কথাও শুনতে হবে। তাই ওর সাথে জ্যাককে কথা বলতেই হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জেলের দিকে রওনা হলো সে।

অফিসের দরজায় ওর পথ আটকে দাঁড়াল বাড নেলসন।

'আমি বাবার সাথে দেখা করতে চাই,' জানাল জ্যাক।

'সে আজ বা অন্য কোনদিন অতিথি আপ্যায়ন করবে না।'

'একথা কে বলেছে?'

'আমি বলছি। আমি চাইলে তোমাকে বাইরে রাখতে পারি, মার্শাল হিসেবে সেই অধিকার আমার আছে। এবং আমি তোমাকে শহর ছাড়তে বলেছিলাম।'

'তোমার বা আর কারও কথায় আমি কনচো ছেড়ে যাব না।'

'তাহলে তুমি বুঝেশুনে চোলো। নইলে তোমাকে আমি এমন মাটিতে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব যেখানে তুমি চারাগাছ হয়েও

গজাবার সুযোগ পাবে না।'

লোকটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে ঘুরে হাঁটা ধরল জ্যাক। জেলের দৃষ্টির আড়ালে পৌঁছে ঘুরে পিছনের গলি ধরে আবার ফিরে এল। জেলের সংলগ্ন গলিটা পার হওয়ার সময়ে সে বুঝল পিছনের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে বাবার সাথে কথা বলা সম্ভব হবে না কারণ ওখানে দুটো লোক বসে গার্ড দিচ্ছে। ওকে দেখেই একজন গার্ড উঠে দাঁড়াল; রাইফেলের মুখ ঘুরিয়ে সে জ্যাককে কাভার করল। লোকটা সেই ছুঁচো-মুখো শয়তান।

বড় রাস্তায় ফিরে ব্যাঙ্কে ঢুকল জ্যাক। লকউড তখনও এসে পৌঁছায়নি দেখে সে একটা চেয়ারে অপেক্ষায় বসল। একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ব্যাঙ্কের লোকজনকে সে পরে আবার আসবে জানিয়ে বেরিয়ে সোজা গ্রাম্পির দোকানে গিয়ে ঢুকল। লকউডের খোঁজে ওর বাড়িতে যেতে চায়নি জ্যাক। সাড়ে দশটার দিকে লকউডকে ব্যাঙ্কের দিকে যেতে দেখে ওকে অনুসরণ করল জ্যাক। এবার তাকে জানানো হলো যে ব্যাঙ্কার ব্যস্ত আছে। ওদের কথায় কান না দিয়ে অফিসের সামনে গিয়ে ঠেলে দরজা খুলে ফেলল। ডেস্কের পিছনে বসে আছে কার্লো। জ্যাক ভিতরে ঢুকতেই সে চমকে মুখ তুলে চাইল। আগন্তুককে চিনতে পেরে ওর চেহারা বিকৃত হলো।

'এভাবে জোর করে ঢুকে পড়ার মানে কি?' রাগের সাথে কৈফিয়ত চাইল লকউড।

'দেখলাম তোমার সাথে দেখা করার এটাই একমাত্র উপায়। জেলে ড্যান মর্টের সাথে আমি দেখা করতে গেছিলাম, কিন্তু নেলসন আমাকে ঢুকতে দেয়নি। আমি তোমার থেকে একটা লিখিত আদেশ চাই যেন আমাকে বাবার সাথে দেখা করতে দেয়া হয়।'

'তেমন কোন আদেশই আমি দেব না। তুমি জানো লোকজন কি বলছে? ওরা বলছে তুমি শুরু থেকে ড্যান মর্টের সাথে কাজ করছিলে।'

'ওটা একটা মিথ্যে কথা এটা তুমিও জানো। আমি যেদিন প্রথম কনচোতে আসি, সেদিন আমি ওর বিরুদ্ধে লড়াই পর্যন্ত করেছি, এবং

তাতেই তোমার দশ হাজার ডলারের সোনা রক্ষা পেয়েছিল।'

'এবং যার ফলে আমি স্বাভাবিক ভাবেই তোমাকে আমার সোনা গার্ড করার কাজে নিয়েছিলাম। এটা খুবই সম্ভব যে তুমি শেষ চালানটা তোমার বাবার হাতেই তুলে দিতে চেয়েছিলে, কিন্তু পথে নেলসন তোমার দিকে গুলি ছোঁড়ায় তোমার প্ল্যান ওলট-পালট হয়ে যায়।'

জ্যাক এক পা আগে বাড়ায় সেটাকে হুমকি মনে করে কুঁকড়ে গেল কার্লো। তাড়াতাড়ি নিজের সাফাই গাইতে সে বলে উঠল, 'আমাকে ভুল বুঝো না! ওটা আমার কথা নয়, লোকে যা বলছে সেটাই তোমাকে বললাম।'

'আমি জেনেশুনে নিজের বাবাকে কোণঠাসা করে সবার সামনে নিজের হাতেই ওর মুখোশ খুলব–তুমি এটা বিশ্বাস করার মত বোকা, তা আমি আশা করিনি।'

'লোকে বলে ডাকাত ফাঁদে পড়েছিল; নিজের পথ পরিষ্কার রাখতে এছাড়া তোমার উপায় ছিল না। পরে ওর পালাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে বলেই ধারণা করেছিলে তুমি। বিশ্বাস করো, এগুলো আমার কথা নয়। আমি নিশ্চিত যে তুমি ওই ডাকাতের পরিচয় মুখোশ খোলার আগে জানতে না। কিন্তু যেখানে সবাই অন্যরকম কিছু ভাবছে সেখানে আমার একার কথায় কি হবে?'

'এই সীমিত সমাজে ওটাই সব। যাক, তাহলে আমাকে বাবার সাথে দেখা করতে দেয়া হবে না? ভাল, কিন্তু তুমি ওর সাথে ওর উকিলের দেখা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে না।'

'আমি কিছুই জারি করছি না,' প্রতিবাদ করল কার্লো। 'এটা সম্পূর্ণ নেলসনের হাতে এবং আমি ওর কাজে নাক গলাতে চাই না। বাড তোমাকে মোটেও দেখতে পারে না। তাই সে কোন উকিলকেও তোমার বাবার সাথে দেখা করতে দেবে কিনা সন্দেহ।'

'আমিও দেখে নেব। আমি নিজে গিয়ে জুপিটার থেকে উকিল নিয়ে আসব এবং ওখানে যখন যাচ্ছিই, তখন জাজের সাথে দেখা করে আমাকেও বাবার সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়ে লেখা কোর্টের

আমাকেও বাবার সাথে দেখা ...

আদেশ নিয়ে আসব। তোমার চেয়েও বড় শক্তি এই পৃথিবীতে আছে, লকউড, সেটা হচ্ছে আইন।' একটা ছোট্ট নড করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল জ্যাক।

ওর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকল কার্লো। রাগে ওর চেহারা বিকৃত হয়ে উঠেছে। এখনই ওকে থামানো না গেলে জ্যাক মর্ট ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে বসল কার্লো। সে লিখল:

প্রিয় জাজ গ্রেহাম,

আমরা একজন ব্যাঙ্ক ডাকাতকে হাতেনাতে ধরেছি। কয়েদিকে আমরা আপাতত সব রকম দর্শনপ্রার্থীর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাই। ডাকাতের ছেলে বাবার সাথে দেখা করার কোর্ট অর্ডার আনতে জুপিটারে যাচ্ছে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে তুমি এই মুহূর্তে একটা বিজনেস ট্রিপে যাচ্ছ বলে রওনা হয়ে যাও। কিন্তু কোথায় যাচ্ছ সেটা বলতে ইচ্ছে করেই ভুলে যেয়ো।

তোমাকে আরও জানাচ্ছি যে আমার ব্যাঙ্কে তোমার যে অঙ্গীকারপত্র আছে, সেটার নবীকরণ চেয়ে তুমি যে দরখাস্ত দিয়েছ তা এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে।

বিনীত–

কার্লো লকউড

ভদ্রতার আড়ালে ঢাকা হুমকিটা সে খামে ভরল। তারপর ঠিকানা লিখে চিঠিটা হ্যাটের ভিতর লুকিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গ্রীন ফ্রন্ট সেলুনে ঢুকল কার্লো। ওখানে একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে নিচু স্বরে বারটেন্ডারকে বলল, 'রুফাস, জুপিটারে একটা মেসেজ নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমার ফাস্ট ঘোড়াসহ একজন মেসেঞ্জার দরকার।'

পিছনের কামরায় অদৃশ্য হয়ে একটু পরেই ছুঁচো-মুখো একজনকে বারে হাজির করল রুফাস। লোকটার নাম স্পাইডার ম্যাকল–ব্যাঙ্কারের সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিল বারটেন্ডার। ওকে চিঠিটা দিয়ে দ্রুত

পৌঁছে দেয়ার জন্যে বিশ ডলার দেয়া হবে জানানো হলো।

একটা প্রতিরক্ষামূলক চাল চালতে বাধ্য হলো বলে বিষাক্ত মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরল কার্লো। ডিনারের তখনও আধঘণ্টা বাকি, তবু ন্যান্সিকে সামনে দেখতে না পেয়ে হাঁকাহাঁকি শুরু করল সে। দোতলা থেকে দুর্বল স্বরে মিসেস লকউড জানাল সে নিজেই নিচে নেমে ডিনার তৈরি করে দেবে।

স্ত্রী নিচে নামতেই কার্লো প্রশ্ন করল, 'ন্যান্সি কোথায়?'

'আমি জানি না, কার্লো। সে একটু আগেই বেরিয়ে গেল।'

'হয়তো তার সেই প্রেমিককে সান্ত্বনা দিতে গেছে। আমার মেয়ে যদি কোন ডাকাতের ছেলের সাথে মেলামেশা করত তবে আমি তার ঘাড় মটকে দিতাম। ওর সাথে তোমার এই ব্যাপারে কথা বলা উচিত। নাকি আমার সুনামের প্রতি তোমার কোন বিবেচনা নেই?'

'ন্যান্সির নিজের বন্ধুবান্ধব নিজেই বেছে নেয়ার মত বয়স হয়েছে, লকউড। এবং যুবক জ্যাক মর্টের ওপর ওর আস্থা আছে।'

'তাই নাকি? ভাল, কিন্তু আস্থাটা নিজের মনেই না রেখে সেটা সারা শহরের লোকজনকে দেখিয়ে বেড়ানোর কি মানে? তার গত কিছুদিনের আচরণে মনে হয় অ্যাবিলীন কিডের ওপরও ওর আস্থা আছে। সেও একটা চোর। যতসব চোরের দঙ্গল। খাসা একটা সৎ মেয়ে জুটিয়েছি আমি!'

কার্লোর মুখোমুখি দাঁড়াল মিসেস লকউড। মহিলার চোখদুটো জ্বলছে। সে দুর্বল আর অসুস্থ হতে পারে, কিন্তু তার তেজ মরেনি। 'আমার ন্যান্সিকে মিথ্যে অপবাদ দিলে সেটা আমি সহ্য করব না,' শক্ত সুরে বলল সে। 'মেয়েটা হয়তো চোরদের একটা ঐক্যজোট করে থাকতে পারে, তার বড় সর্দার হচ্ছে তার সৎ-বাপ স্বয়ং। হ্যাঁ, তুমি, কার্লো লকউড! একটা রক্তচোষা, ঠগবাজ! তুমি আমার টাকার জন্যে আমাকে বিয়ে করেছিলে, এবং আমি সব জেনেশুনেও তোমাকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আমি একেবারে নির্বোধ নই। এই বাড়ি আর আমার কিছু টাকা, যার খবর তুমি জানো না, সেগুলো এখনও আমারই আছে।

আমি ওগুলো উইল করে ন্যান্সিকে দিয়ে যাচ্ছি। ওখানে আমি একটাই শর্ত দিয়েছি যে আমি মরলে সে তোমাকে তোমার মালপত্র সহ এই বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

রাগে কার্লোর মাথায় আগুন ধরে গেল। 'তোমার এটা করার কোন অধিকার নেই! তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ, আইনত আমি তোমার স্বামী! এখনই এর প্রতিকার আমি করছি। তুমি আমার সাথে অফিসে এসে একটা নতুন উইল সই করবে। আমি আমার সৎ মেয়ের দেখাশোনার ভার অবশ্যই নিতে পারব।'

মিসেস লকউডের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেল। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'তোমার পক্ষে সৎ ভাবে কোনকিছুই দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। তোমার কনচোতে আসার একমাসের মধ্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম। তোমার কোমল ব্যবহার দেখে আর আমাকে উজ্জ্বল একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দেয়ার অঙ্গীকার শুনে। ভেবেছিলাম আমি মারা যাওয়ার পর তুমি আমার মেয়ের ঠিকমত দেখাশোনা করবে বলে তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু গত ছয়মাসে আমি তোমাকে খুব ভাল ভাবেই চিনেছি এবং ঘৃণা করতে শিখেছি। তাই আমি উইল করে সেটা নিরাপদ জায়গায় রেখেছি, এবং ওটা বদলাবার কোন ইচ্ছা আমার নেই, ভবিষ্যতেও হবে না।'

রাগে থরথর করে কাঁপছে কার্লো। 'তুমি-তুমি-!' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল সে। তারপর খোলা হাতে থাপ্পড় মারল। মহিলার রক্তশূন্য গালে আঘাতটা লাগল। টলে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল সে। তারপরেই ওর চোখদুটো নতুন করে জ্বলে উঠল–কার্লোর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। লকউড ওর ওই চেহারা দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু মহিলা নিজের বুক খামচে ধরে ব্যথায় গুঙিয়ে ঝপ করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

মহিলা যেখানে পড়ে আছে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বউকে ঝাঁকি দিল কার্লো। 'ম্যাগি! ম্যাগি, কি হয়েছে?'

কিন্তু ম্যাগির থেকে সাড়া পাওয়ার সব চেষ্টাই ওর বৃথা হলো।

উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল কার্লো। বিড়বিড় করে নিজের মনেই বকছে। 'আবারও মূর্ছা গেছে। এখন আমাকে আবার ওই চোরা ডাক্তার বূনকে খবর দিতে হবে। মেয়েদের নিয়েই যত ঝামেলা।' বিড়বিড় করতে করতেই সে ডাক্তার ডাকতে গেল।

ওদিকে জুপিটারে যাওয়ার জন্যে ঘোড়া আনতে জ্যাক গ্রাম্পির ওখানে গেল। ওর কাছে টাকা মোটেও নেই, কারণ লকউড কাজের জন্যে ওকে কোন টাকাই দেয়নি। সেও ঠিক করেছে, টাকা চেয়ে ব্যাঙ্কারের কাছে নিজেকে ছোট করবে না। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে এখন গ্রাম্পির টাকা খরচ করতেও সে দ্বিধা করবে না। জ্যাকের বাবা বিপদে আছে, গ্রাম্পি বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই তার বন্ধুকে সাহায্য করত। কিচেনে ঢুকল জ্যাক। ন্যান্সি ওর সাথে দেখা করার জন্যে কিচেনেই অপেক্ষা করছিল। ওকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল ন্যান্সি।

মুহূর্তের জন্যে লজ্জায় জ্যাকের মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা হলো। মেয়েটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবরটা পেয়ে তার আস্থা হারিয়েছে। কিন্তু দেখল ন্যান্সির নীল চোখ অসঙ্কোচে ওর দিকে সহানুভূতি আর বিশ্বাস নিয়ে চেয়ে আছে। 'আমি দুঃখিত, জ্যাক,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমি জানি তুমি এতে কত বড় আঘাত পেয়েছ। কিন্তু তোমার বাবারও নিশ্চয় তার দিকের অনেক কথাই বলবার আছে। ওর সাথে দেখা করেছ তুমি?'

'না। প্রথমে তীব্র আঘাতে আমি দেখা করব না বলেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম হয়তো এটা করার পেছনে তার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণও থাকতে পারে, যেটা আমি জানি না। পরে আমি জেলে ওর সাথে দেখা করতে গেছিলাম, কিন্তু নেলসন আমাকে ঢুকতেই দিল না। পরে আমি কার্লো লকউডের কাছে অনুমতি পাওয়ার জন্যে গেছিলাম কিন্তু সেও আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। তাই আমি এখন জুপিটার থেকে একজন উকিল, আর দেখা করার অনুমতি দিয়ে একটা কোর্ট অর্ডার আনতে যাচ্ছি।'

চিন্তান্বিত ভাবে ন্যান্সি বলল, 'জাজ গ্রেহামের লকউডের ব্যাঙ্কে বেশ কিছু দেনা আছে।'

'কিন্তু তাই বলে সে আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই একজন উকিলের সাথে পরামর্শ করার অধিকার আছে।' একটু থেমে উজ্জ্বল চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল সে। 'তুমি সত্যিই গ্রেট, ন্যান্সি, কিন্তু তুমি আমাকে সমর্থন করে নিজের ক্ষতিই করছ। কিন্তু তবু তোমাকে আমার পাশে থাকতে আমি বারণ করব না। এটা একটু স্বার্থপরের মত কাজ হলেও, কেউ সাথে আছে, এই অনুভূতিটা অনেক স্বস্তি দেয়।'

মেয়েটা একটু হাসল। 'এই কথা তোমার মুখ থেকে শুনে আমারও খুব ভাল লাগছে। এবং কেন যেন আমার মনে হয় লকউডের মত লোকের থেকে চুরি করাটা জঘন্য কোন অপরাধ নয়। যেকোন মানুষের চেয়ে বেশি লোভ, লালসা আর পাপ ওর মধ্যে আছে। আমার মনে হচ্ছে তোমার বাবা হয়তো সোনা চুরি করার জন্যে ব্যাঙ্কে ঢোকেনি।'

'তাহলে কেন? কি বলতে চাও তুমি?' আগ্রহ প্রকাশ করল জ্যাক।

'হয়তো ওই ভল্টে কোন কাগজ বা প্রমাণপত্র আছে যেটা ডাকাতি করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তার পক্ষে পাওয়া অসম্ভব ছিল।'

নতুন একটা আলো দেখতে পেয়ে জ্যাকের চোখ খুশিতে চকচকে হয়ে উঠল। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, ন্যান্সি। আমি ব্যাপারটাকে ওই দৃষ্টিকোণ থেকে একবারও বিচার করে দেখিনি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে সোনা লুট করার জন্যেই ভল্ট ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছিল।'

'তোমার শোনা কথায় কান দেয়া উচিত নয়, এবং যা দেখছ তারও কেবল অর্ধেক বিশ্বাস করা উচিত। নিজের বাবার ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না তুমি। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাও, আমিও তোমার সাথে আছি।'

দাঁত বের করে হাসল জ্যাক। 'তুমি আমাকে সত্যিই লজ্জা দিলে, ন্যান্সি। ঠিক আছে, আমি লড়ব।'

'এই তো চাই।' দরজার দিকে এগোল ন্যান্সি। 'গুড লাক, জ্যাক।

তুমি বাবার সাথে কথা বললে দেখবে তার কাছে এসবের খুব ভাল ব্যাখ্যা আছে। জানার পর তুমি আমাকেও জানাতে এসো কিন্তু! গুডবাই।'

ন্যান্সির সাথে জ্যাকও বাইরে বেরিয়ে এল। ঘুরে সামনের রাস্তায় পৌঁছে একজনকে রাস্তা ধরে আসতে দেখল ওরা। ওদের দেখামাত্র লোকটা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। 'মিস পামার, তোমার এক্ষুণি বাড়ি ফেরা দরকার। তোমার মায়ের একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, ডাক্তার বুন বলল সে-সে-মারা গেছে।'

দশ

সংবাদটা একজন সৈনিকের মতই গ্রহণ করল ন্যান্সি। সে ফুঁপিয়ে শ্বাস নিয়ে একটু টলে উঠেছিল। জ্যাক ওকে ধরে ফেলল। 'সুস্থির হও,' বলল মর্ট।

'চলো এগোই,' কয়েক মুহূর্ত পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল ন্যান্সি। ওরা একসাথেই রাস্তা ধরে এগিয়ে বাড়ির সামনে হাজির হলো। ওখানে কয়েকজন লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওদেরই একজন ন্যান্সিকে ধরে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। জ্যাক দোকানে ফিরে গেল।

ন্যান্সির মায়ের মৃত্যুতে জ্যাকের প্ল্যান সব ওলটপালট হয়ে গেল। জুপিটারে যাওয়া ওর জন্যে বিশেষ জরুরী। কিন্তু ন্যান্সির এই দুঃসময়ে ওকে ছেড়ে যাওয়ার কথা সে ভাবতেও পারছে না। মেয়েটার ওকে প্রয়োজন হতে পারে। ওইদিনই সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে ওদের বাড়ি পৌঁছে দরজায় নক করল জ্যাক। দরজাটা খুলল কার্লো লকউড।

'তুমি এখানে কি চাও?' খেঁকিয়ে উঠল কার্লো।

'আমি সহানুভূতি প্রকাশ করতে, আর সম্ভব হলে সাহায্য করতে এসেছি।'

'তোমার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা তোমার সার্ভিস চাই না।'

'তুমি না চাইলেও ন্যান্সি চাইতে পারে। আমি ওকেই সেটা অফার করব।'

'এখানে তোমার করার মত কিছুই নেই, মর্ট; কোনকিছুই না। আমার মনে হয় এই সময়ে তোমার ওকে বিরক্ত না করাই ভাল।'

'ভিতরে এসো, জ্যাক,' কার্লোর পিছন থেকে একটা স্বর শোনা গেল। 'এই মুহূর্তে তোমাকেই আমার সবথেকে বেশি দরকার।' একটু উঁচু হয়ে কার্লোর কাঁধের ওপর দিয়ে ন্যান্সিকে দেখতে পেল জ্যাক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পথ ছেড়ে দিল কার্লো। ওর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকল মর্ট। দেখল ন্যান্সির মুখটা ফেকাসে আর টানটান হয়ে আছে। ওর হাতে একটা কাগজ।

'এসে তুমি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছ, জ্যাক।'

'তোমার কোন সাহায্যের দরকার আছে কিনা জানতে এলাম।'

'ধন্যবাদ। হয়তো এখনই তোমাকে আমার দরকার হবে,' বলে কার্লোর দিকে ফিরল। ওর চেহারা কঠিন হয়ে উঠেছে। 'এই কাগজটা আমি মায়ের ড্রেসিং গাউনের ভিতর পিন দিয়ে আঁটা অবস্থায় পেয়েছি। এতে লেখা ছিল তার উইলটা সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল। ওটা এখন আমার কাছে। সে বাড়িটা আমাকে দিয়েছে, কিন্তু তার শর্ত হচ্ছে তোমার এই বাসায় থাকা আর চলবে না। এই মুহূর্তেই তোমাকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এতে অবশ্য আমার একটা সমস্যা মিটে গেল। বাড়িটা তোমার হলে আমাকেই যেতে হত। আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি তুমি যেন গুলি করে মারার মতই নিশ্চিত ভাবে মাকে তিলেতিলে খুন করেছ।'

'তুমি মানসিক বিপর্যয়ে উন্মাদগ্রস্ত,' প্রতিবাদ করল কার্লো। 'তুমি এই মুহূর্তে ওইরকম কিছুই করতে পারো না। আমি তোমার মায়ের স্বামী, আমি–'

'তুমি এই মুহূর্তেই যাবে,' চাপা উত্তেজনায় ভরা নিচু স্বরে পুনরাবৃত্তি করল ন্যান্সি। 'আমি তোমার জিনিসপত্র পরে হোটেলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি এখানে তোমার উপস্থিতি আর একমিনিটও সহ্য করব না।'

'আমি যাব না। কিছুতেই না। এটা আমারই বাড়ি হওয়া উচিত। আমি ওই পাগল মহিলার উইলের বিরুদ্ধে কোর্টে লড়াই করব।'

জ্যাকের দিকে ফিরল ন্যান্সি। 'তুমি সাহায্য করতে চেয়েছিলে না?'

'অত্যন্ত আনন্দের সাথে,' বলে ব্যাঙ্কারের ঘাড়ের কাছে কলার চেপে ধরল জ্যাক। 'কার্লো লকউড, তুমি একটা ইতর আর নীচ মানুষ, এবং তোমার আত্মা বিকৃত হতে হতে এখন শুধরানোর বাইরে চলে গেছে। বেরোও!'

কলার আর প্যান্টের পিছন দিক আঁকড়ে ধরে ওকে টেরিয়ার কুকুরের মত শূন্যে তুলল মর্ট। তারপর ওর তীক্ষ্ণ চড়া সুরের প্রতিবাদ আর পা ঝাড়া দেয়া উপেক্ষা করে ওকে দরজা দিয়ে ছুঁড়ে সিঁড়ির ওপাশে রাস্তার ধুলোয় ফেলে দিল। ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গিতে তালি দিয়ে হাত ঝেড়ে দরজা বন্ধ করল। 'আমার মনই বলছিল তোমার কোন সাহায্য দরকার হতে পারে,' ন্যান্সিকে জানাল জ্যাক।

হ্যাট ছাড়া খালি মাথা কার্লো লকউডের দুরবস্থা দেখে রাস্তার লোকগুলো নীরবেই দাঁত বের করে হাসল। রাগের সাথে ওদের পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে হোটেলে ঢুকল ব্যাঙ্কার। এবং হোটেল ম্যানেজারকে অবাক করে দিয়ে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে একটা কামরা ভাড়া নিতে চাইল সে।

'আমি জানতাম তোমার নিজেরই একটা বাড়ি আছে,' লোকটা বলল।

'সৎ মেয়ের সাথে আমার ঠিক বনল না,' কার্লো ব্যাখ্যা দিল। 'ওর

অ্যাবিলীন কিড আর ওই আউটলর ছেলে জ্যাক মর্টের সঙ্গই বেশি পছন্দ। একই বাড়িতে বাস করে এসব আমি সহ্য করতে পারব না বলেই চলে এলাম। আমার জিনিসপত্র আগামীকাল পাঠানো হবে।'

'তোমার অনুভূতিতে নিশ্চয় দারুণ চোট লেগেছে, নইলে তুমি ফিউনারেলের আগে এবং হ্যাট ছাড়া চলে আসতে না।'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখন দয়া করে কামরাটা দেখাও।'

লকউডের এই ব্যাখ্যা মুখে মুখে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু যারা ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী তারা অস্বাভাবিক উপায়ে কার্লোর বাড়ি ছাড়ার বিষয়ে ভিন্ন কাহিনী শোনাল।

'ওরা নিজের নিজের পথে ঠিকই গেছে,' মন্তব্য করল ওদের একজন। 'কিন্তু কার্লোর পথের নির্দেশ জ্যাক মর্টই ওকে দেখিয়ে দিয়েছে। মর্ট ওকে রাস্তার বেড়ালের মতই দরজা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে। এমন কি জ্যাক ওর হ্যাটটাও ওর পিছনে ছুঁড়ে দেয়নি।'

জ্যাক যে কনচো শহরে কার্লোকে একটা হাসির পাত্রে পরিণত করেছে, এটা জানতে ওর বেশি সময় লাগল না। ফলে লকউডের কাছেও জ্যাক বর্তমান মার্শাল নেলসনের মতই বিদ্বেষের পাত্র হয়ে উঠল।

পরের দিনটা ন্যান্সিকে সাহায্য করেই কাটাল জ্যাক। ফিউনারেলের সব ব্যবস্থার সাথে আরও অনেক টুকিটাকি কাজ সে করল, যেগুলো শোকে বিপর্যস্ত ন্যান্সির পক্ষে এই সময়ে করা অত্যন্ত কষ্টকর হত। গির্জায় সার্ভিসের সময়ও সারাক্ষণ ন্যান্সির পাশে বসে ওকে সঙ্গ দিল জ্যাক। অবশ্য এটাকে সে তার কর্তব্য মনে করেই করেছে, কারণ ন্যান্সির কোন পুরুষ নিকট আত্মীয় নেই যার ওপর মেয়েটা নির্ভর করতে পারে। তবে মুহূর্তের জন্যেও জ্যাক ভুলতে পারছে না যে সে জেলে আটক একজন কয়েদির ছেলে, এবং এও বুঝতে পারছে যে এতে ন্যান্সি কনচোর লোকজনের চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রোচিত উপায়ে যখন বিদায় নেয়া সম্ভব তখনই জুপিটারের পথে

রওনা হলো জ্যাক। ন্যান্সির সাথে বাড়ির কাজ দেখাশোনার জন্যে একজন মেক্সিকান মহিলাকে রাখা হয়েছে। মারিয়া মেয়েটা বেঢপ রকম মোটা, এবং হয়তো একটু নোংরাও, কিন্তু মেয়েটা দীর্ঘকাল ন্যান্সিদের বাসায় কাজ করেছে। ন্যান্সির মায়ের সাথে লকউডের বিয়েটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি বলে সে কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বলেছিল যতদিন লকউড ওই বাড়ির কর্তা থাকবে, তার অধীনে সে কিছুতেই কাজ করতে পারবে না।

'লোকটা ভাল না,' এটাই ছিল তার বিবেচিত মন্তব্য। 'সেনইঅর পামার, সে ছিল একটা মানুষ! বিশাল আর শক্তিশালী—ওর চোখ সর্বক্ষণ হাসত। এই লোকটা রোগা-পটকা, কেবল মাথাটা বড়। কয়োটি কি সিংহ হতে পারে? সেনইঅর কয়োটির জন্যে কিছুতেই আমি কাজ করব না।'

ঘোড়ার পিঠে জুপিটার অর্ধেক দিনের রাইড। সন্ধ্যার সময়ে ওখানে পৌঁছুল জ্যাক। খোঁজ নিয়ে সে জানল জুপিটারে তিনজন উকিল আছে। কাউকেই যখন চেনে না তখন প্রথম যাকে বাসায় পাওয়া গেল, তাকেই কাজে নিয়োগ করল জ্যাক। আলাপ করে ক্যালভিন নামের লোকটাকে ওর বেশ পছন্দ হলো। যুবককে রেডরকের ঘটনা থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি সহ সব খুলে বলল।

'আপাতদৃষ্টিতে কেসটা কঠিন,' বলল ক্যালভিন। 'কোর্টে আমরা কোন পথে এগোব সেটা তোমার বাবার বক্তব্যের ওপর নির্ভর করবে। তোমাকে দেখা করতে বাধা দেয়ার পিছনে ওরা কোন যুক্তি দেখাল?'

'কিছুই না, স্রেফ মানা করে দিল। নেলসনের ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত নিছক নীচতা।'

ব্যাখ্যাটা ক্যালভিনের কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হলো না। 'লকউড ইচ্ছে করলেই নেলসনের সিদ্ধান্ত খারিজ করতে পারত, তাই এটা ওর তরফেরও নীচতা। চলো, জাজ গ্রেহামের সাথে দেখা করে কোর্ট অর্ডারটা নিয়ে আসি।'

ওরা জাজের বাসায় গেল, কিন্তু কোর্ট অর্ডার আনতে পারল না।

বাড়ির কাজের মেয়েটা জানাল গতকালই গ্রেহামকে ব্যবসার কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। একটা লোক মেসেজ নিয়ে এসেছিল, এবং জাজ তার বাকবোর্ড নিয়ে প্রায় সাথেসাথেই বেরিয়ে গেছে। যাওয়ার সময়ে কেবল বলেছে কাজ শেষ হলেই সে ফিরে আসবে। না, মেসেজটা স্থানীয় কোন লোক আনেনি। লোকটা ঘোড়ার পিঠে এসেছিল। মহিলা ওই লোককে আগে কখনও দেখেনি।

বাড়ি ফেরার পথে ক্যালভিন প্রস্তাব দিল, 'তুমি বরং রাতটা আমার সাথেই কাটিয়ে দাও। গ্রেহাম না ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। ওই কোর্ট অর্ডার ছাড়া আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়।'

উকিলের বাড়িতে থাকার প্রস্তাব আনন্দের সাথেই গ্রহণ করল জ্যাক। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওরা ড্যান মর্টের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করল।

'তোমাকে কেন নিজের বাবার সাথে দেখা করতে দেয়া হলো না, এই ব্যাপারটা আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে,' বলল ক্যালভিন। 'তুমি বলছ ওরা তাড়াহুড়া করে ড্যান মর্টকে সরিয়ে নিয়েছিল এবং ওর সাথে তোমার কথা বলার সব উপায়ও একই সাথে বন্ধ করল। ওরা নিশ্চয়ই ডাকাতের ফেরারী হওয়ার ভয় করছিল না, কারণ নেলসনের পাঁচজন লোক ওখানে পাহারায় ছিল, এবং তোমার অস্ত্রও ঢুকতে দেয়ার আগে রেখে দেয়া হত। তাছাড়াও তুমি লকউডের জন্যে এতগুলো ভাল কাজ করার পরও সে যে কেন তোমাকে নিজের বাবার সাথে দেখা করার অনুমতি দিল না—এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'প্রশ্নটা আমাকেও হতবুদ্ধি করেছে,' স্বীকার করল জ্যাক। 'বাবার সাথে আমার কথা বলায় কারও কোন ক্ষতি হত না।'

'ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে হয় তুমি কিছু জানো অথবা তোমার বাবা এমন কিছু জানে যেটা তোমরা একে অন্যকে জানাও এটা ওরা চাচ্ছে না।'

'কিন্তু আমি জানি না এমন কি থাকতে পারে যেটা ওকে সাহায্য

করবে ? তেমন কিছুই তো আমি জানি না।'

'তাহলে হতে পারে তোমার বাবা এমন কিছু জানে যেটা সে তোমাকে বলুক এটা ওরা চাইছে না। কোর্ট অর্ডারটা পেলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে; তখন আর ওরা এড়িয়ে যেতে পারবে না।'

কিন্তু পরদিন দুপুরেও জাজ ফিরল না দেখে জ্যাক সিদ্ধান্ত নিল যে সে কনচোতে ফিরে যাবে এবং জাজ ফিরলে কোর্ট অর্ডারটা নিয়ে ক্যালভিন পরে কনচো পৌছবে।

ট্রেইলে নেমে জ্যাকের আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। কয়েকবারই সে ঘোড়ার গতি কমিয়ে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে তাড়াহুড়ার কিছু নেই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই টের পাচ্ছে নিজের অজান্তে ঘোড়ার গতি আবার বাড়িয়ে ফেলেছে। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি ওকে ঘিরে ফেলেছে–যতই সময় যাচ্ছে ওর অস্বস্তিও ততই বাড়ছে।

ওর অস্বস্তিটা অমূলক নয়। কার্লো লকউড হ্যাট ছাড়া নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে শহরবাসীর কাছে খুব অপদস্থ হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় রকম ভাবে অপমানিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা তাকে দুশ্চিন্তায় অস্থির করে তুলেছে। ক্যালভিন ঠিকই অনুমান করেছিল, ড্যান মর্ট সত্যিই এমন কিছু জানে যেটা সে ছেলেকে বলুক এটা মোটেও চায় না লকউড। যতক্ষণ ড্যান জেলে আটক আছে, জ্যাকের সাথে ওর কথা বলার সুযোগ কোন না কোন উপায়ে ঠেকানোই যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আদালতের বিচার বসবে তখন উকিলের মারফত ছেলের সাথে ড্যানের যোগাযোগ ঠেকানোর কোন উপায়ই থাকবে না।

লম্বা সময় ধরে বিষয়টা নিয়ে নিজের মনেই তর্কবিতর্কের পর একটা সিদ্ধান্তে পৌছল লকউড। সকালেই বাড নেলসনকে ডেকে পাঠাল। একটা বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে সে। কিন্তু এছাড়া তার বাঁচবার আর কোন পথ নেই।

নেলসনকে অফিসে ঢুকিয়ে সাবধানে দরজা বন্ধ করল কার্লো। তারপর শেরিফকে অবাক করে দিয়ে একটা চমৎকার চুরুট ওকে অফার করে নিজেই ম্যাচ জ্বেলে ওটা ধরিয়ে দিল। বাড আয়েশ করে

চুরুটে কয়েকটা টান দেয়ার পর ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কথা শুরু করল ব্যাঙ্কার।

'আমাদের কয়েদি তার বন্দী অবস্থা কিভাবে নিচ্ছে?'

হাসল নেলসন। 'মোটামুটি সহ্য করছে। বেশির ভাগ সময় সে নিজের মনেই বিড়বিড় করে, আর ঘরময় হেঁটে বেড়ায়।'

'কি বিষয়ে কথা বলে?'

'জানি না। ওদিকে নজর দিই না আমি। বকবক করে করুক। ও হ্যাঁ–সে ওর ছেলের সাথে দেখা করতে চাইছিল, কিন্তু আমি ওকে বললাম দেখা করার জন্যে ভিজিটিঙের দিন হচ্ছে প্রতি সপ্তাহের দ্বিতীয় আর তৃতীয় মঙ্গলবার। সে ওর জন্যে উকিল ডাকতে বললে, আমি জানালাম কনচোতে কোন উকিল নেই। আমাকে উকিলের জন্যে বাইরে লোক পাঠাতে বললে আমি জবাব দিলাম আমার সময় নেই, একজোড়া মোজা বুনছি। যেগুলো পরে আছি সেগুলো ছেঁড়ার আগেই আমাকে বোনা শেষ করতে হবে। এতে সে একেবারে চুপ হয়ে গেল।'

'জ্যাক মর্ট গতকাল জুপিটারে উকিল আনতে গেছে,' বলল কার্লো। 'সে একটা কোর্ট অর্ডারও নিয়ে আসবে।'

'তুমি যদি ওদের ড্যানের সাথে দেখা করতে দিতে না চাও তাহলে আমি ওদের বলব আমি পড়তে জানি না।'

'ওরা এমন কাউকে খুঁজে বের করবে যে পড়তে পারে।'

চতুর দৃষ্টিতে কার্লোর দিকে চাইল বাড। 'কার্লো, ঠিক কি কারণে তুমি ওদের দেখা হতে দিতে চাও না? আমার এখন এত লোকজন আছে যে জ্যাক কিছুতেই ওকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল কার্লো। 'ড্যান মর্ট রেডরক থেকে তিরিশ হাজার ডলারের সোনা চুরি করেছে, আমার থেকে নিয়েছে বাইশ হাজার। অর্থাৎ মোট বায়ান্ন হাজার। বেশি টাকা খরচ করার সুযোগ সে পায়নি–নিশ্চয়ই ওটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। ড্যান মর্ট যদি লম্বা সময় সাজা পেয়ে পেনিটেনশিয়ারি জেলে থাকে, তবে ওই টাকার একটা পেনিও আমরা উদ্ধার করতে পারব না–কিন্তু ওর ছেলে

মুক্ত। সুতরাং ওর ছেলেই টাকাটা ভোগ করবে। তুমি কি চাও তাই হোক? ছেলেকে সে সোনা কোথায় লুকানো আছে জানাবার সুযোগ পেলে তাই ঘটবে।'

'না, খোদার কসম, আমি তা চাই না!'

'আমিও তা চাই না। এবং লোকে যাই বলুক, আমি জানি জ্যাক ডাকাতিতে ড্যানের পার্টনার ছিল না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এখানে পৌছার দুদিন আগেও সে কলেজেই পড়াশোনা করছিল। ড্যান ওকে খবরটা জানাতে না পারলে ওই টাকা সে ভোগ করতে পারবে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, কার্লো। কিন্তু জ্যাক যদি কোর্ট অর্ডার নিয়ে আসে, তখন? তুমি ড্যানকে কিভাবে ঠেকাবে?'

কার্লোর স্বর কঠিন হলো। 'ওরা যখন পৌছবে তখন ড্যান এখানে থাকবে না।'

'মানে? তুমি বলতে চাইছ আমি ওকে আর কোথাও নিয়ে লুকিয়ে রাখব?'

'না। তাহলেও ওর পালাবার একটা সুযোগ থাকবে। আমাদের অন্য কোন পথ বেছে নিতে হবে, যেন চিরদিনের জন্যে ওর মুখ বন্ধ হয়ে যায়।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লকউডের চোখের দিকে তাকাল বাড। একটু পরেই লকউডের কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরে ওর চোখ দুটো সরু হলো। 'একটা লিঞ্চিং পার্টির ব্যবস্থা করা যায়। অথবা জেল থেকে ওকে পালাবার সুযোগ দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা যায়। কার্লো, তুমি সত্যিই ওই লোকটাকে বাঁচতে দিতে চাও না, তাই না?'

'তাই। এটা অস্বীকার করব না আমি। এবং তোমারও ওর ছেলে জ্যাককে ভালবাসার কোন কারণ নেই। প্রথম কথা, সে ন্যান্সিকে তোমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদের দুজনেরই নিশ্চিত করা উচিত যেন ওরা ওই সোনা ভোগ করতে না পারে।'

'এর জন্যে লিঞ্চিংই সবথেকে ভাল সমাধান হবে, কারণ ওটার

সাথে আমাকে কেউ জড়াতে পারবে না। কিন্তু এতে বেশ কিছু খরচ আছে। এই কাজের জন্যে লোকজনকে অনেক টাকা দিয়ে কিনতে হবে।'

'এর জন্যে আমি এক হাজার ডলার খরচ করতে রাজি আছি। কিন্তু কাজটা খুব জলদি সারতে হবে।'

'ভাল কথা। আমি একটু চিন্তা করে দেখে আজ বিকেলেই তোমাকে জানাব।'

নেলসন চলে গেল। ওর চোখ দুটো খুশিতে চকচক করছে। সোনার যে বিশাল অঙ্কটা উল্লেখ করেছে লকউড, তাতে ওর দুষ্ট বুদ্ধির ধার অনেক বেড়ে গেছে। বাডের চিন্তাধারায় ড্যানকে মেরে ফেলার চেয়ে ওই সোনা উদ্ধার করা অনেক বেশি লাভজনক। কথাটা লকউডকে বলতে গিয়েও চেপে গেছে সে। তার মনে হয়েছে যে লোকের বায়ান্ন হাজার ডলারের সোনা লুকানো আছে সে নিশ্চয় নিজের চামড়া বাঁচাতে ওখান থেকে বেশ কিছু ডলার খরচ করতে রাজি হবে। তাই ভাবছে লকউডের সাথে না থেকে সে নিজেই সরাসরি ড্যান মর্টের সাথে একটা সমঝোতায় আসবে।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে জেলে পৌছে সে ড্যানের সেলে ঢুকল। মর্ট খাটের ওপর চুপচাপ বসে আছে। খাটের ওপর দাঁড়িয়ে নেলসন জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হলো যে নিচু স্বরে বললে বাইরের গার্ড ওদের কথা শুনতে পাবে না।

'মর্ট, তুমি একটা মারাত্মক রকম বিপদে আছ,' ফিসফিস করে বলল সে।

ড্যান নীরস স্বরে বলল, 'আমার তা মনে হয় না। উকিলকে আমার সাথে দেখা করতে দিতে তোমরা বাধ্য। আমার কেস যখন কোর্টে যাবে তখন আমার স্বপক্ষে ভাল কৈফিয়ত থাকবে।'

'যদি এটা আদালতে ওঠে।'

'অর্থাৎ? কি বলতে চাও তুমি?'

'কিছু কুৎসিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। যাদের সোনা তুমি লুট

করেছ সেই মাইনাররা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ওরা তোমাকে লিঞ্চ করার কথাবার্তা বলছে।'

'ওদের ক্ষতির জন্যে দায়ী কার্লো লকউড।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওদের সোনার দাম কমিয়ে দেয়ার জন্যে তুমি দায়ী। বিশ্বাস করো, তুমি সত্যিই একেবারে তোপের মুখে আছ। তোমার বাঁচার জন্যে আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমার কাছে রেডরকের তিরিশ হাজার আর লকউডের কাছ থেকে লুট করা বাইশ হাজার ডলারের সোনা আছে। আমাকে তিরিশ হাজার দিলে তোমাকে এখান থেকে বের করে ঘোড়া আর খাবার সাথে দিয়ে নিরাপদে পাহাড়ে পৌছার ব্যবস্থা করে দেব আমি।'

মর্ট ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হেসে উঠল। 'তোমার মাথায় দোষ আছে। বায়ান্ন হাজার ডলার তো দূরের কথা, আমার কাছে বায়ান্ন ডলারও নেই। এবং রেডরকের ফ্রেইট কোম্পানির টাকাটা আমি চুরি করিনি। কিন্তু ওসব কথা তুমি আদালতের বিচারের সময়ে সব জানতে পারবে।'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এই ব্যাপারটা বিচার পর্যন্ত গড়াবে না। ঠিক আছে, তোমার কাছে তিরিশ হাজার যদি বেশি মনে হয় তাহলে তোমার মুক্তির জন্যে আমি কেবল বিশ হাজার চার্জ করব। হ্যাঁ, মাত্র বিশ হাজার। কি, রাজি?'

'আমি আদালতে বিচারের চান্সটাই নেব।'

উঠে দাঁড়াল নেলসন। 'এটাই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ। মুক্তির জন্যে তোমাকে একটা কানা-কড়িও দেব না আমি।' মর্টও উঠে দাঁড়াল। সরাসরি বাডের চোখে চোখ রেখে সে বলল, 'আমি তোমাকে এক বিন্দুও বিশ্বাস করি না। যে তোমাকে মার্শাল বানিয়েছে, তাকে যেমন তুমি ডাবলক্রস করছ, তেমনি পরমুহূর্তে আমাকে ঠকাতেও তোমার একটুও বাধবে না। এখন দূর হও, আমাকে আবার নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে দাও।'

'খোদার কসম, তুমি দেখবে আমি ঠিক কথাই বলেছিলাম! এই

প্রত্যাখ্যানের জন্যে তোমাকে পরে পস্তাতে হবে।' নেলসনের চোখদুটো রাগে জ্বলছে। কিন্তু সে বুঝে নিয়েছে মর্ট তার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না।

জেল থেকে বেরিয়ে সোজা ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকল নেলসন। কার্লোর অফিসে ঢুকে হ্যাটটা পাশের চেয়ারে রেখে বসল।

'আমি ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক, কার্লো,' বলল সে। 'ওই বুড়ো সোনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেটা জ্যাক মর্টকে জানতে দেয়া কোনমতেই ঠিক হবে না। এক হাজার ডলারেই কাজটা সারা যাবে। টাকাটা আমাকে দাও–ক্যাশ।'

হিংস্র একটু হাসি দিয়ে ক্যাশিয়ারদের কামরায় ঢুকল কার্লো। টাকা গোনার সময়ে নিজের মনেই খিকখিক করে হাসল। তার সমস্যার সমাধান হতে চলেছে।

এগারো

লিঞ্চিঙের কার্যক্রম চালু করতে দেরি করল না নেলসন। গ্রীন ফ্রন্টের আড্ডাবাজ জুয়াড়ী লোকগুলো সবাই ওর হাতের মুঠোয়। সামান্য কয়েকটা ডলারের বদলে ওদের দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে পারে বাড। ছুঁচো-মুখো স্পাইডার ম্যাকলকেই জেলের ভিতরে ডেকে নিজের পরিকল্পনার কাঠামোটা ওকে বুঝিয়ে দিল। কিন্তু চতুর নেলসন নিজেকে বাইরে রেখে সাবধানে প্ল্যান করেছে।

'তুমি পুরো প্ল্যানটা ঠিকমত বুঝেছ তো? আমি যেমন বললাম ঠিক সেভাবেই কাজ করবে। তুমি কাজটা সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারলে এতে তোমার জন্যে একশো ডলার থাকবে। আমি ড্যান মর্টকে

চিরদিনের মত সরিয়ে দিতে চাই। লোকটা একটা জঘন্য চোর, ওর ফাঁসি হওয়া উচিত। এবং তাকে ফাঁসিই দেয়া হবে। তবে সেটা আদালতের বিচারে নয়, ওকে লিঞ্চিং করা হবে।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল স্পাইডার। নেলসন বলে চলল, 'সারা শহরের লোকজনকে উত্তেজিত করে ওর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার প্রয়োজন নেই; সে কাউকে হত্যা করেনি, আর আমাদের হাতেও ওর বিরুদ্ধে এমন কিছু অপরাধের প্রমাণ নেই যার জন্যে সৎ উপায়ে লিঞ্চিং করা যায়। তুমি কেবল গ্রীন ফ্রন্টের লোকজনকে কাজে লাগাবে। ওদের জন্যে যথেষ্ট ড্রিঙ্ক কিনে দেয়ার পর ওদের বোঝাবে যে ড্যানকে ফাঁসিতে ঝোলানো ওদের নৈতিক কর্তব্য। ওদের মধ্যে বাছা বিশজনকে তুমি মাথাপিছু দশ ডলার করে দেয়ার অঙ্গীকারও করবে। ওদের কিছুটা নেশা হওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট সময়ে জেলের সামনে জড়ো হতে বলবে। কাজটা খুব দ্রুত সারতে হবে যেন আইন মান্যকারী সচেতন নাগরিকরা বাধা দিতে পারার আগেই কাজটা শেষ হয়।'

'আমরা জেলে কিভাবে ঢুকব?'

'আমি গার্ডদের সবাইকে এখনই সরিয়ে নিচ্ছি। জ্যাক মর্ট এখন জুপিটারে আছে, শহরের আর কেউ ড্যানকে বাঁচাবার চেষ্টায় হাত ওঠাবে না। ওকে সোজা জেলের পিছনের ফাঁসি কাঠে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেবে। কাজ শেষ হলেই সবাইকে ওখান থেকে সরে পড়তে বলবে। এই নাও, জেলে ঢোকার চাবিটা রাখো।'

'তুমি কোথায় থাকবে?'

'শহরের বাইরে। যেদুটো ঘোড়া জ্যাক ধার করে এনেছিল সেগুলো ফেরত দিতে যাব। কাজ শেষ হওয়ার পরপরই আমি ফিরে এসে এই ঘটনা শুনে খুব রাগ দেখাব।'

নেলসনের দিকে চেয়ে ছুঁচো-মুখো সমঝদারের হাসি বিনিময় করে উঠে দাঁড়াল।

'আমি লিঞ্চিঙের চাকা চালু করে দিচ্ছি। এর জন্যে সন্ধ্যা সাতটাই উপযুক্ত সময়—অন্ধকারও ঘনাতে শুরু করবে ওই সময়ে।

'চমৎকার।' নেলসন একটা বিশ ডলারের সোনার কয়েন টেবিলের ওপর ফেলল। 'ড্রিঙ্কের খরচ। কিছুটা নেশা হওয়ার মত যথেষ্ট ড্রিঙ্ক খাওয়াবে ওদের। কাজ শেষ হলে তোমাকে একশো আর বিশজনের জন্য দশ ডলার করে দেয়া হবে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।' সায় দিয়ে দরজার দিকে এগোল স্পাইডার।

'এক মিনিট,' পিছন থেকে ডাকল নেলসন। 'মনে রেখো এসবের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ড্যান মর্টকে শেষ করা। যাই ঘটুক না কেন ওকে খতম করবে।'

নেলসন জেলের ভিতরকার ডেপুটিদের বিদায় করে দিয়ে বাইরের অবশিষ্ট গার্ডকে ভিতরে ডেকে ওকে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দিল।

'আমি ঘোড়া দুটো ফেরত দিতে শহরের বাইরে যাচ্ছি। তুমি অফিসে পাহারায় থাকো। পৌনে সাতটার সময়ে—বুঝলে?—ঠিক পৌনে সাতটার সময়ে দরজায় তালা দিয়ে তুমি সাপার খেতে যাবে। চাবিটাও তোমার সাথেই নিয়ে যেয়ো। সেলের চাবি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। সবটা মাথায় ঢুকল?'

'অবশ্যই। পৌনে সাতটায় সাপার খেতে যাব।'

'ঠিক। ওই সময় পর্যন্ত জেলের দরজা তালা বন্ধ রেখে তুমি ভিতরেই বসে থাকবে। কাউকেই তুমি ভিতরে ঢুকতে দেবে না। এবং খেয়াল রাখবে যেন বাইরে থেকে কেউ মর্টের সাথে কথা না বলে।'

ওর প্ল্যান বিনা ঝামেলায় ঠিক মতই কাজ করবে নিশ্চিত হয়ে নেলসন ধার করা ঘোড়া দুটো সাথে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। নিজের কাজে বেশ সন্তুষ্ট বোধ করছে ও। ওই কাজের জন্যে ওকে হাজার ডলার দেয়া হয়েছে। ছুঁচো-মুখোর একশো, ড্রিঙ্কের জন্যে বিশ, আর বিশ জনের দুশো ডলার দিয়েও ওর কাছে ছয়শো আশি ডলার থাকবে। মন্দ নয়।

কনচোতে সবকিছু স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। একমাত্র গ্রীন ফ্রন্ট সেলুনের কিছু লোকের মধ্যেই কেবল একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। কিন্তু ওদের নিচু স্বরের কথাবার্তাকে শহরের কেউ পাত্তা দিল

না। সেলুনে লোকজন আসছে এবং যাচ্ছে। এককুড়ি লোক, যাদের পকেটে সাধারণত সাধ মিটিয়ে ড্রিঙ্ক করার মত পয়সা থাকে না, তারা প্রচুর মদ খাচ্ছে। ওদের হাসি জোরাল হয়ে উঠেছে, দু'একজনের কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে। রুফাস আগের মতই নির্বিকার চেহারায় একের পর এক ড্রিঙ্ক ঢালছে।

ছয়টা বাজল। কনচোর বেশির ভাগ বাসিন্দাই সাপার খেতে বসেছে। ছয়টা পঁয়তাল্লিশে তারা সন্তুষ্ট চিত্তে খেলাল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে শুরু করল। এই সময়ে জেলের একমাত্র গার্ড জেল থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে পিছনের গলিতে উঁকি দিয়ে দেখল। জানালা দিয়ে কেউ কথা বলার চেষ্টা করছে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সাপার খেতে রেস্টুরেন্টে ঢুকল।

হোটেলের দোতালায় নিজের কামরার জানালা দিয়ে শেরিফকে শহর ছাড়তে দেখেছে লকউড। একটু খটকা লাগলেও ব্যাঙ্কার নিশ্চিত যে নেলসন যখন কথা দিয়েছে তখন লিঞ্চিঙের ব্যবস্থা সে ঠিকই করবে। এটা কিভাবে ঘটানো হবে সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে ওর।

সুবিধা মত জায়গায় দাঁড়িয়ে সামনের নিচু ছাদের বাড়িটার ওপর দিয়ে ওটার পিছনে গলির একটা অংশ কার্লো দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল ওই গলি ধরে কয়েকজন লোক জেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে করিডরের শেষ মাথার জানালার কাছে দাঁড়াল সে। হোটেলের পিছন দিকের গলি দিয়ে আরও কিছু লোককে জেলের দিকে এগোতে দেখল। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ওরা আলাদা হয়ে একে একে ধীর পায়ে এগোচ্ছে। কিন্তু কার্লোর কাছে ওদের গন্তব্যস্থল আর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তাড়াতাড়ি কামরায় ফিরে হ্যাট পরে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নিচে নেমে এল লকউড।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নিজের বাড়ির জানালার ধারে বসে বাইরে ধীরে সন্ধ্যা নামার দৃশ্য উপভোগ করছে ন্যান্সি। মারিয়া রান্নাঘরে বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে থালা-বাসন ধুচ্ছে। শহরটা এখন প্রায় নীরব। শহরের বাইরে থেকে মাইনার আর কাউবয়দের আসার

সময় এখনও হয়নি।

হঠাৎ সিধে হয়ে বসে মেয়েটা চেয়ারের হাতল খামচে ধরল। বেশ কিছু লোকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে ন্যান্সি। কোন কারণ নেই, তবু কেন যেন সে শিউরে উঠল। ওই খনখনে গলার স্বরে একটা অশুভ সঙ্কেত লুকিয়ে আছে। ব্যাপারটা দ্বিগুণ অর্থপূর্ণ কারণ আওয়াজটা জেলের দিক থেকে আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল ন্যান্সি।

ওই শব্দে আর কেউ শঙ্কিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত সে একাই রাস্তায় নেমেছে। শব্দটা কোন সেলুন থেকেও এসে থাকতে পারে। তবু একটু তলিয়ে দেখার জন্যে এগোল মেয়েটা। দ্রুত জেলের দিকে যাচ্ছে।

যত কাছে যাচ্ছে শব্দও বাড়ছে। জোরাল হলেও কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। কয়েকজন লোক জেলের সামনে জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বাড়ি আর দোকান থেকে লোকজন বেরিয়ে অবাক চোখে তাকাচ্ছে। কিন্তু গোলমালের শব্দ জেলের পিছন থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

কোনাকুনি ভাবে রাস্তা পেরিয়ে ন্যান্সি ওখানে দাঁড়ানো একটা দলের সাথে কথা বলল। 'পিছনে কি ঘটছে, মিস্টার স্টোনওয়াল?'

লোকটা অপ্রস্তুত ভাবে আড়চোখে সঙ্গীদের দিকে একবার তাকিয়ে অনিচ্ছার সাথে বলল, 'আরে, ন্যান্সি, ওটা তো একটা লিঞ্চিঙের মতই শোনাচ্ছে।'

'লিঞ্চিং! কাকে লিঞ্চ করা হচ্ছে. এবং কেন?'

'জেলের একমাত্র কয়েদি ড্যান মর্ট যে ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। ওর সেলের দরজাটা খোলা—এবং সে ওখানে নেই।'

'কিন্তু ওকে ওরা লিঞ্চ করতে চাইছে কেন? এবং তোমরাই বা এ ব্যাপারে কিছু করছ না কেন? বাড নেলসন কোথায়?'

'সে ঘণ্টা দুয়েক আগে ঘোড়ার পিঠে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি। কিছু করার কথা বলছ? আমরা মাত্র এই কয়জনে

এত লোকের বিরুদ্ধে কি করব?'

'তুমি যথেষ্ট লোক জোগাড় করে এটা ঠেকাতে পারো! মিস্টার মর্টকে এভাবে ফাঁসি দেয়া চলবে না! তোমরা যদি ওদের এটা করতে দাও, তাহলে তোমরা একটা কাপুরুষের দল!'

'ন্যান্সি ঠিক কথাই বলেছে,' ওদের একজন বলে উঠল। 'মর্ট ফাঁসিতে ঝোলার মত কোন অপরাধ করেনি। চলো, বিল; আমরা কিছু লোক জোগাড় করে ওই গুণ্ডার দলটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিই।' ওরা লোক জোগাড় করতে ছুটল। ন্যান্সি জেলের কোনা ঘুরে পিছনের খালি জায়গাটার দিকে এগোল।

ওখানে পৌঁছে ওদের কাণ্ড দেখে আতঙ্কে ন্যান্সির গলা দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল। স্টোনওয়াল আর তার সঙ্গীদের লোক জোগাড় করে ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। কারণ ফাঁসিকাঠের বন্ধ চোরা-দরজার ওপর ড্যান মর্টকে দাঁড় করানো হয়েছে, ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। দড়ির ফাঁসটাও ওর গলায় পরানো হয়েছে। মেরুদণ্ড সোজা করে শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই, নির্ভীক দৃষ্টিতে চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলোর চেহারা দেখছে ড্যান।

ওদের পিছনে শহরের কিছু লোকও জড়ো হয়েছে–ওরা কৌতূহল নিয়ে তামাশা দেখছে। ওদের অনেকেই এই ধরনের বীভৎস কাজের সমর্থক নয়, কিন্তু এতগুলো সশস্ত্র মানুষের বিরোধিতা করতে সাহস পাচ্ছে না বলেই নীরব রয়েছে। নেশাগ্রস্ত লোকগুলো অমানুষিক কাজটা শেষ করতে বদ্ধপরিকর।

ন্যান্সি মরিয়া হয়ে নিজের চারপাশে তাকাল। ওর কাছেই একজন ছুঁচো-মুখো লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা অধীর চোখে স্টেজের দিকে চেয়ে চোরা-দরজার হাতলটা টানার অপেক্ষায় আছে। তীক্ষ্ণ স্বরে ন্যান্সি কথা বলল। 'তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? ওদের ঠেকাও!'

পাশের লোকটা ঝট করে ন্যান্সির দিকে ফিরল। 'ওদের থামাব কি? আমি তো তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করার চেষ্টায় আছি। হ্যাডলি!

লিভারটা টানো!'

মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ছুটে ফাঁসি কাঠের দিকে এগোল ন্যান্সি। ওর ইচ্ছে মঞ্চে উঠে দর্শকদের কাছে এটা ঠেকানোর জন্যে আবেদন জানাবে। কিন্তু সে মঞ্চে ওঠার আগেই একটা তাগড়া লোক ওকে পিছন থেকে জাপটে ধরল। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও কোন লাভ হচ্ছে না।

'ঠাণ্ডা হও, লেডি, সুস্থির হও,' সাবধান করল সে। 'আমি তোমাকে চোট দিতে চাই না, কিন্তু এটা আমাদের পার্টি এবং তুমি এটা পণ্ড করতে পারবে না। হ্যাডলি! তোমার কাজ শেষ করো!'

কিন্তু হ্যাডলির নেশাগ্রস্ত মাথায় তখন অন্য আইডিয়া খেলছে। এই মুহূর্তে সে এই নাটকের নায়ক। দর্শকদের মুগ্ধ করতে চাইছে ও। কুৎসিত চেহারায় একটা বিশদ হাসি ফুটিয়ে মঞ্চের কিনারে এসে দাঁড়াল হ্যাডলি। একটা হাত তুলে ইশারায় সবাইকে নীরব হতে বলল।

'সমবেত জনগণ,' চিৎকার করে বলল সে। গুঞ্জন নীরব হয়ে এলে সে বলে চলল, 'আজ সন্ধ্যায় আমরা বিচার করে অপরাধীকে যথার্থ শাস্তি দেয়ার জন্যে এখানে জড়ো হয়েছি।'

'তবে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করো!' স্পাইডার ম্যাকলে চিৎকার করে উঠল।

আবার হাত তুলল স্টেজের নায়ক। 'ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ। আমি জানি এটা তাড়াহুড়োর কাজ, কিন্তু আমাদের বন্দী তো পুরোপুরি আমাদের হাতের মুঠোতেই রয়েছে, কেবল হাতলটা টেনে দিলেই হলো–এক সেকেন্ডের মামলা। তাই আমি বলি কি, কাজটা যখন করছিই, সঠিক নিয়ম মেনেই করি।' কয়েদির দিকে ফিরল হ্যাডলি। সবাইকে শুনিয়ে সে বলল, 'ড্যান মর্ট, তুমি রাজপথে প্রথম শ্রেণীর রাহাজানির দায়ে অভিযুক্ত। অর্থাৎ তুমি এত ডাকাতি করেছ যে তোমার উচিত সাজা হচ্ছে ফাঁসি। তুমি ডাকাতির সময়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছ বলে তোমাকে আগেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং নিজেকে নির্দোষ বলে আপীল করে কোন লাভ নেই। ফাঁসিতে চড়ার

আগে তোমার কোন শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করা বা প্রার্থনা করার ইচ্ছা থাকলে এখনই তোমার কথা বলার সুযোগ।'

'হ্যাডলি, বোকা হাঁদা! হাতলটা টানো!'

হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করতে বলে ঘাড় কাত করে ড্যানের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় রইল সে।

ন্যান্সি ধস্তাধস্তি করা ছেড়ে দিয়েছে কারণ দেখেছে জোর খাটালেই লোকটা ওকে আরও শক্ত করে চেপে ধরছে। এখন অসহায় ভাবে সে ড্যান মর্টের দিকে চেয়ে আছে। মেয়েটার মঞ্চে পৌঁছবার এই আপ্রাণ চেষ্টা ড্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ন্যান্সির দিকেই চেয়ে আছে সে। ক্ষণিক নীরবতার মাঝে দূরে ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট শব্দ মেয়েটা শুনতে পেল। কাঠের ফুটপাথের ওপরেও লোকজনের ছুটে আসার আওয়াজ হচ্ছে। স্টোনওয়াল তার লোকজন জড়ো করছে, বুঝল ন্যান্সি। ঘটনাটা ঘটতে যদি আর কয়েকটা মিনিট দেরি করানো যায়, তবে হয়তো ড্যান মর্টকে বাঁচানো যাবে।

ড্যানের পরিষ্কার জোরাল কণ্ঠস্বর শুনতে পেল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, আমার ছেলের জন্যে একটা মেসেজ রেখে যেতে চাই আমি। মিস পামার, আমার বিশ্বাস মেসেজটা তুমি জ্যাকের কাছে ঠিকই পৌঁছে দেবে। যদিও আর কারও চেয়ে খবরটা হয়তো তোমাকেই সবচেয়ে বেশি আঘাত দেবে। ওকে বোলো ওভারল্যান্ড কোম্পানির সোনা আমি চুরি করিনি। ডাকাতটাকে ধরার জন্যে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলাম বলেই আমি ধরা দিইনি। এবং তাকে খুঁজেও পেয়েছি। আমার বন্ধু গ্যারি বাটলারই প্রথম ওর চিহ্ন দেখতে পেয়ে–'

জেলের সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, চিৎকার আর অনেকগুলো সশস্ত্র মানুষের ছুটে আসার বুটের আওয়াজে ড্যানের কথায় ছেদ পড়ল। পিছনের হুমকির মুখোমুখি হতে নেলসনের লোকজন ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু এতগুলো অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ার সাহস না পেয়ে ওরা অস্ত্র ফেলে ছুটে পালাতে শুরু করল। ন্যান্সির আটককারী তার হাত সরিয়ে নিতেই মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা শুরু করল। ড্যান মর্ট উজ্জ্বল চোখে সামনের

ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে পিছন দিক চেয়ে আছে। পিছন থেকে ন্যান্সি যেন একটা চিৎকার শুনতে পেল। 'ড্যাড!'

ড্যান আবার কথা শুরু করল। সে চিৎকার করে বলল, 'জ্যাক, আসল ডাকাত হচ্ছে–'

ওর কথাটা শেষ হলো না। পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ এল। ন্যান্সি দেখল বুলেটের ধাক্কায় ড্যান মর্ট টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে এক মুহূর্ত ওখানে মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঝপ করে পড়ে গেল সে।

চিৎকার করে বাকি ধাপগুলো প্রায় উড়ে পার হয়ে ড্যানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ন্যান্সি। গলায় পরানো ফাঁসটা খুলে ওকে চিৎ করার চেষ্টা করছে। পিছনে সিঁড়ির ওপর বুটের শব্দ উঠল–জ্যাকও ন্যান্সির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। ওর মুখটা ফেকাসে হয়ে গেছে, চোখে আগুন জ্বলছে। যত্নের সাথে বাবাকে চিৎ করল সে। ন্যান্সি ডাক্তারকে ডাকতে ছুটল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার নিয়ে হাজির হলো সে। স্টোনওয়ালের লোকজন এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে ফেলেছে। নেলসনের লোকজন সবাই ওখান থেকে সরে পড়েছে। জ্যাক নিজের কোট ভাঁজ করে অচৈতন্য বাবার মাথার তলায় ঠেকা দিল। ডাক্তার দ্রুত পরীক্ষা করে দেখছে।

'ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে,' ঘোষণা করল ডাক্তার। 'বাঁচা-মরার কথা এখনও নিশ্চিত কিছুই বলা যাচ্ছে না। সময়ে বোঝা যাবে। বাঁচলেও অত্যন্ত যত্নের সাথে ওর সেবা করতে হবে। এখনই ওকে একটা বিছানায় শুইয়ে দেয়া দরকার।'

সঙ্গে সঙ্গে ন্যান্সি বলল, 'ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। আমি ওর সেবা করব।' জ্যাকের দিকে ফিরল সে। 'আমি স্বেচ্ছায় তা করব। তুমি ওকে বয়ে নেয়ার জন্যে একটা ম্যাট্রেসের ব্যবস্থা করো। আমি ওর সাথেই গিয়ে একটা কামরার ব্যবস্থা করছি।'

এগুলো করার পর ন্যান্সির বাবা-মার কামরাতেই ড্যানের থাকার

ব্যবস্থা করা হলো। বাবার জামা-কাপড় খুলতে ডাক্তারকে সাহায্য করল জ্যাক। এই অবসরে ন্যান্সি আর মারিয়া পানি গরম করে ডাক্তারের যন্ত্রপাতিগুলো জীবাণুশূন্য করল।

সব কাজ শেষ করে ডাক্তার বলল, 'আপাতত এরচেয়ে বেশি আর কিছু আমাদের করার নেই। এখন ওর কেবল নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা, বিশ্রাম, আর সেবা দরকার। লোকটা শক্ত; তাই ক্ষীণ হলেও ওর সেরে ওঠার একটা সম্ভাবনা আছে।

ওষুধ আর নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিল। ন্যান্সিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে জ্যাক বলল, 'কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে। যে লোকটা ওকে গুলি করেছে তাকে খুঁজে বের করার আগে পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না।'

'ওখানে আমার পাশেই একজন লোক ছিল, যে তোমার বাবাকে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচামেচি করছিল। ওর মুখটা চোখা, আর ছোটছোট কালো চোখ।'

'ছুঁচো-মুখো,' হিংস্র স্বরে বলল জ্যাক। 'আমি ওকে খুঁজে বের করব।'

ন্যান্সির ভিতরকার জমাট বাঁধা রাগ ওর কথায় স্পষ্ট প্রকাশ পেল। 'খুন করে ফেলো! ও যেমন নির্দয় ভাবে তোমার বাবাক হত্যা করতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনি নির্দয় ভাবে ওকে কুকুরের মত গুলি করে মেরো! এমন লোকের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।'

অন্ধকারে জ্যাক বাইরে বেরোল। বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। পামার বাড়ির সামনে কিছু লোক জড়ো হয়েছে, চিকিৎসাধীন রোগীর অবস্থা জানার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। রাস্তাতেও কিছু লোক রয়েছে। ডাক্তার যা বলেছে সেটাই ওদের জানাল জ্যাক। তারপর রাস্তা ধরে সোজা গ্রীন ফ্রন্টের দিকে রওনা হলো। কিন্তু জেল পেরোবার সময়ে ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ চড়া গলার আওয়াজে থমকে দাঁড়াল। ন্যান্সি বলছিল লোকটার স্বর তীক্ষ্ণ, কিন্তু ছুঁচো-মুখোর গলার স্বর সে কখনও শোনেনি। দরজার হাতল ঘুরিয়ে দেখল ওটা খোলাই আছে। দরজা

ঠেলে ভিতরে ঢুকল জ্যাক।

ডেস্কের পিছনে রাগে চেহারা লাল করে নেলসন বসে আছে। জ্যাক ভিতরে ঢুকতেই কে এল দেখার জন্যে সে মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু ওর দিকে নজর দিল না মর্ট। ওর নজর বাড়ের ছয় ফুট পিছনে দাঁড়ানো ছুঁচো-মুখো লোকটার ওপর আটকে আছে। ওই লোকের চেহারাও নেলসনের সাথে চওড়া সুরে কথা কাটাকাটি করে লাল হয়ে আছে। কিন্তু জ্যাককে দেখে ওর মুখের রক্ত সরে গেল; ছোটছোট চোখ দুটোও বিস্ফারিত হলো।

'নোংরা ছুঁচো!' জ্যাকের স্বরে রাগ ফেটে পড়ছে। 'পিস্তল তুলে গুলি ছোঁড়া শুরু করো।'

'স্থির হও, মর্ট,' ধমকে উঠল নেলসন। 'এসব কি হচ্ছে?'

'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না, নেলসন। ওই হারামী লোকটা আমার বাবাকে হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় গুলি করেছে। চেয়ার থেকে নেমে তোমার পিস্তল ওঠাও ছুঁচো-মুখো!'

যে গার্ডটা পৌনে সাতটায় সাপার খেতে গেছিল সে যে কখন চুপিচুপি জ্যাকের পিছন পিছন দরজা দিয়ে ঢুকেছে তা টের পায়নি জ্যাক। পিস্তল উঁচিয়ে লোকটা মর্টের মাথায় আঘাত করতে উদ্যত হলো। পিস্তলটা যখন ওর মাথার ওপর নেমে আসতে শুরু করেছে, এমন সময়ে স্পাইডার ম্যাকলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবার মাঝেই পিস্তল বের করল। জ্যাক ওকে নড়তে দেখে বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি ছুঁড়ল। স্পাইডারও একই সাথে গুলি ছুঁড়েছে, কিন্তু ওর গুলিটা জ্যাক একটু আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই জায়গার শূন্যতা ভেদ করে গার্ডের পেটে ঢুকল। জ্যাকের গুলি স্পাইডারের বুকে বিঁধেছে।

এক পা সামনে এগিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল স্পাইডার। জ্যাক জানে ওর গুলিতে লোকটার হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে। গার্ডটা তীব্র যন্ত্রণায় দুহাতে নিজের পেট চেপে ধরে মেঝের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'তোমার পিস্তল ফেলে দাও, মর্ট!'

জ্যাকের পিছন থেকে কথাটা বলেছে নেলসন। আড়ষ্ট হলো জ্যাক। দ্রুত চিন্তা করছে, কিন্তু বুঝতে পারছে এখন ঘুরে গুলি করার আগেই ওকে মরতে হবে। তবে বাবার আক্রমণকারীকে সে খতম করেছে, এতেই ও সন্তুষ্ট। কোল্টটা ফেলে দিয়ে দুহাত কাঁধের ওপর তুলে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক। 'এতে কোন ফল হবে না, নেলসন। ওই লোকটাই আমার বাবাকে গুলি করেছে, এবং সেটা আমি প্রমাণও করতে পারব।'

'হয়তো তাই, কিন্তু গার্ড শ্লোভেনের মৃত্যু তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? আমি এই গোলাগুলির চাক্ষুষ সাক্ষী–বুঝতে পারছ? এখন যাও, সেলের ভিতর গিয়ে ঢোকো।' নেলসন ওকে সেলে ঢুকিয়ে দরজায় তালা মেরে দিল। বাইরে থেকে ছুটে আসার বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে মর্ট। দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে লোকজন একটা লাশ আর মরণাপন্ন শ্লোভেনকে দেখতে পেল।

'আমি তোমাকে যেখানে চেয়েছিলাম ঠিক সেখানেই বেকায়দায় পেয়েছি; এখন তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এর জন্যে ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি, মিস্টার মর্ট।' অফিসে ফিরে যাওয়ার আগে সে আবার বলল, 'স্পাইডারকে মারার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমার একশো ডলার বাঁচিয়ে দিয়েছ।'

বারো

নেলসন বুঝতে পারছে কিছু কাজ তার এই মুহূর্তেই করা দরকার। স্পাইডার মারা গেছে বটে, কিন্তু শ্লোভেন এখনও জীবিত। সে যে শীঘ্রি মারা যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে ওর কথা বলার মেয়াদ এখনই

শেষ করা দরকার, কারণ মৃত্যু পথের যাত্রীরা যাওয়ার আগে পরিষ্কার মনে বিদায় নেয়ার জন্যে সব সময়ে সত্যি কথাই বলে। এবং সত্যি কথাটা বললে জ্যাক মর্টের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনার প্ল্যান ফেঁসে যাবে।

দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকজনকে বাড় প্রশ্ন করল, 'শ্লোভেন কোন কথা বলেছে?'

'না,' ওদের একজন জবাব দিল। 'আমরা ওকে কি ঘটেছে জিজ্ঞেস করলে সে কেবল চোখ ওলটাচ্ছে আর ককাচ্ছে।'

'খুব খারাপ কথা, মারা যাওয়ার আগে আমি ওর জবানবন্দি নিতে চেয়েছিলাম। জ্যাক মর্ট ওকে গুলি করেছে–আমি নিজে দেখেছি। পিট, এখানে এসো।'

ওদের ভিতর থেকে নেলসনের নিজস্ব লোকটা এগিয়ে এল।

'যাও, দেখো, ডক বূনকে ডেকে নিয়ে এসো,' কথাটা সবাইকে শুনিয়ে বলার পর স্বর নিচু করে পিটকে বলল, 'তাড়াহুড়া করতে যেয়ো না–বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটা চলে গেল। লোকজনের সাহায্য নিয়ে আহত লোকটাকে ধরাধরি করে সেলের একটা বিছানায় শুইয়ে সবাইকে জেল থেকে বের করে দিয়ে দরজা এঁটে দিল মার্শাল। তারপর শ্লোভেনের পাশে বসে নিচু স্বরে বলল, 'শ্লোভেন, মর্ট তোমাকে গুলি করেছে। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মর্ট তোমাকে গুলি করেছে।'

শ্লোভেনের তখন কথা শুনতে পাওয়ার মত অবস্থা নেই। মেঝে থেকে খাটে নেয়ার নড়াচড়ায় ওর রক্ত ক্ষরণের হার বেড়েছে। মোমের প্রলেপ মাখা চেহারায় চোখ বুজে শুয়ে আছে সে। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার পৌঁছে ওকে দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল। 'কোন আশা নেই,' মন্তব্য করল বূন। 'মরার আগ পর্যন্ত ওইভাবেই শুয়ে থাকবে ও। ওর জন্যে এখন আমার আর কিছুই করার নেই।'

পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যেই শ্লোভেন মারা গেল। আন্ডারটেকার খবর পেয়ে ফিরে এসে দ্বিতীয় লাশটাও নিয়ে গেল। নেলসন একটা

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জেলের দরজায় তালা দিয়ে কার্লোর খোঁজে হোটেলে গেল। ওর কামরায় পৌঁছে দেখল ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কার্লো। নেলসন ঘরে ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল ব্যাঙ্কার। তারপর আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করল, 'ঘটনাটা কি? আমি শুনলাম জ্যাক মর্টই নাকি স্পাইডার আর শ্লোভেনকে খুন করেছে?'

আয়েশ করে চেয়ারে বসে বাড বলল, 'হ্যাঁ, তাই। আমি খুনের দায়ে জ্যাককে জেলে ভরেছি।'

'ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না,' বলল লকউড। 'বিষয়টা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। হাতের কাছে পেলে ওই হ্যাডলিকে আমি গলা টিপে হত্যা করতাম। লেকচার দেয়ার আর সময় পেল না সে! তাছাড়া স্পাইডারই বা এটা কি করল? এত কাছে থেকে গুলি করেও সে ড্যানকে শেষ করতে পারল না!'

'আমি তো এতে তোমার দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ দেখি না, কার্লো। ডাক্তার বলেছে ওর কথা বলা শুরু করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। যদি সে কোনদিন কথা বলেও সেটা শোনার জন্যে জ্যাক সেখানে থাকবে না। ফাঁসিতে ঝুলবে ও। সুতরাং তোমার চিন্তা কি?'

'তুমি জ্যাককে বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না। সে সম্ভবত প্রমাণ করতে পারবে যে স্পাইডারই ওর বাবাকে হত্যা করেছে–বা হত্যা করার চেষ্টা করছিল।'

'তা হয়তো পারবে, কিন্তু শ্লোভেনকে হত্যার অভিযোগ সে কিভাবে এড়াবে? সে প্রমাণ করতে পারবে না যে শ্লোভেন লিঞ্চিঙের সাথে জড়িত ছিল, কারণ ওই সময়ে সে রেস্টুরেন্টে সাপার খাচ্ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি করতে পারলে ড্যান মর্ট কারও সাথে কথা বলার আগেই জ্যাককে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারব।'

লকউডের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ, বাড। জানি না তোমাকে ছাড়া আমার কি উপায় হত।'

'সেটা আমিও জানি না।' ব্যাঙ্কারকে হাতের মুঠোয় পেয়ে নেলসনের স্পর্ধা বেড়ে গেছে। 'তুমি ঘোড়ার আস্তাবল পর্যন্তও আমাকে

ছাড়া পৌঁছতে পারবে না। আমার মনে হয় আমার বেতন বাড়িয়ে দেয়ার সময় এসেছে তোমার।'

ভাবের আবেগে কথাটা বলে ফেলে এখন আপসোস হচ্ছে ওর। 'এ সম্পর্কে আমি এখনও কিছু ভাবিনি।' এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কার্লো।

'আমি ভেবেছি। শোনো, কার্লো, ওদের দুজনের ওপর কেন তোমার এত আক্রোশ সেটার ব্যাখ্যা তুমি এখনও আমাকে দাওনি। ড্যান সোনা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা তুমি জ্যাককে জানতে দিতে চাও না; এটা কোন যুক্তিসঙ্গত কথা হলো না। বলতে দেয়াটাই বরং বুদ্ধিমানের কাজ হত। তাহলে জ্যাককে অনুসরণ করে আমরা সোনার খোঁজ পেতে পারতাম। না, কার্লো, এর পিছনে তোমার অন্য কোন মতলব আছে। আমাকে তুমি বোকা মনে কোরো না। আমি এখন জানতে চাই এর পিছনে তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি। তুমি কেন ওদের দেখা হতে দাওনি?'

লকউড এগিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে উদাসীন ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ কিছু বোকামি করে এখন নিজের বোনা জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ছে। প্রথম থেকেই তার মন বলছিল নেলসনের মত চতুর লোকের খপ্পরে পড়া ঠিক হবে না। এখন বুঝেশুনে না চললে সে এমন ফাঁদে পড়বে যে ওই ফাঁদ থেকে বেরোবার আগেই লোকটা তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে। ঘুরে দাঁড়াল সে।

'না, ওটা শুধু ওদের আলাদা রাখার জন্যে নয়,' স্বীকার করল কার্লো। 'সত্যি কথাটা হচ্ছে ড্যান মর্টকে আমি ওভারল্যান্ড ফ্রেইট ডাকতির আগে থেকেই চিনতাম। আমরা দুজনে পার্টনার ছিলাম এবং সে আমাকে ডাবলক্রস করেছিল। তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি ওকে শেষ করব।'

'এই তো, এতক্ষণে সত্যি কথা বেরোচ্ছে। এবার বলো, ওর ছেলের বিরুদ্ধে কেন তোমার এই আক্রোশ? সে কি করেছে?'

'সে আমাকে অপমান করে—শহরের লোকের সামনে অপদস্থ করেছে, শহরের সবার কাছে হাসির-পাত্র করে তুলেছে। এই দুর্ভোগ আমি সহ্য করব না, বাড। আমি গানম্যান নই, নিজে ওকে মারতে পারব না, ওকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলে আমি শান্তি পাব। ছেলের ওপর আঘাত হেনে বাবাকে চোট পৌঁছাতে পারব।'

'হ্যাঁ, এটা যুক্তিসঙ্গত কথা। ওরা দুজনেই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। ড্যান যদি সেরেও ওঠে ব্যাঙ্ক ডাকাতির চেষ্টা করার জন্যেই ওর লম্বা সাজা হবে। এবং ছেলেটা ফাঁসিতে ঝুলবে আমার কথায়।'

'তোমার কথায়?'

'হ্যাঁ, ওখানে কি ঘটেছে সেটার একমাত্র সাক্ষী আমি।'

'এছাড়া আর কিভাবে স্লোভেনের মৃত্যু ঘটতে পারে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, জ্যাক ওকে খুন করেনি।'

'জ্যাক ওকে খুন না করে থাকলে খুনটা তুমিই করেছ।'

'আবার ভুল হলো।' পুরো ঘটনা কার্লোকে খুলে বলল বাড।

'বুঝলাম,' বলল কার্লো।

'এখন বলো তুমি কি করবে। আমার বেতন কি বাড়বে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি ওটা অর্জন করেছ। এখন তুমি মাসে দুশো পাচ্ছ, সেটা বেড়ে আড়াইশো হলো।'

'না। তুমি ওটাকে বাড়িয়ে পাঁচশো করবে, এবং অগ্রিম হিসেবে পাঁচ হাজার আমি এখনই চাই। এতে চুক্তিটা পাকা হবে।'

'পাঁচ হাজার! তোমার মাথা খারাপ! এটা আমি পারব না।'

'ঠিক আছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সততাই সবথেকে ভাল উপায়। আমি এখনই ফিরে গিয়ে জ্যাক মর্টের কাছে ক্ষমা চেয়ে ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।' উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল শেরিফ। কিন্তু কার্লো লাফিয়ে এগিয়ে ওর পথ আটকাল।

'দাঁড়াও! একটু সবুর করো বাড। ব্যাপারটা আমি একটু ভেবে দেখি।'

'ভাবার কোন দরকার নেই। হ্যাঁ, কি না, সেটা বলো।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে পাঁচ হাজারই দেব। ওটা হবে দশ মাসের অগ্রিম বেতন। কিন্তু মনে রেখো, নেলসন, আর একটা সেন্টও না। আমার রক্ত চুষে খাওয়া চলবে না।'

নেলসন একটু হাসল। 'সামান্য কিছু রক্ত হারালে তোমার এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তোমার রক্ত একটু পাতলা হওয়ার প্রয়োজন আছে। নইলে তুমিও তোমার স্ত্রীর মত একদিন স্ট্রোকে মারা যাবে। আচ্ছা, চলি। আগামীকাল ব্যাঙ্কে তোমার সাথে দেখা হবে।'

উৎফুল্ল মনে হোটেল ছেড়ে বেরোল নেলসন। পরদিন সকালেই সে বেতনের পাঁচ হাজার ডলার পাবে, কিন্তু তারপরেও লকউডের মাথার ওপর ধরা কুড়ালটা তার হাতেই থেকে যাবে।

কার্লোর অনুভূতি বাডের ঠিক বিপরীত। সে টের পাচ্ছে দিনদিন আরও গভীরে ডুবে যাচ্ছে। এখন জ্যাকের পরে বাড নেলসনকে তার শেষ করতে হবে। এটা করার জন্য তাকে আর কারও সাহায্য নিতে হবে এবং তখন বাডের বদলে সেই লোকটাকে ওর তোয়াজ করে চলতে হবে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে নিজের অসহায় অবস্থা বুঝে দুহাতে মুখ ঢেকে ককিয়ে উঠল লকউড।

ডাক্তারের কাছ থেকে জ্যাকের গ্রেপ্তার হয়ে জেলে থাকার কথা জানল ন্যান্সি। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ড্যান মর্টের অবস্থা দেখতে এসেছে বুন।

'স্পাইডারকে মারায় জ্যাকের ওপর আমি খুশিই হয়েছি। যে একটা নিরস্ত্র লোককে হাত বাঁধা অবস্থায় গুলি করতে পারে, তেমন নীচ লোকের মরাই উচিত। কিন্তু স্লোভেনকে হত্যা করার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। জ্যাক যদি ওকে মেরেও থাকে, নিশ্চয় আত্মরক্ষার খাতিরেই মেরেছে।'

'নেলসন অন্যরকম বলছে, তবে সে শপথ করে বললেও ওর কথা আমি বিশ্বাস করি না। সে শেরিফ হওয়ার পর থেকেই শহরে বিভিন্ন এলাকা চোর-ছ্যাঁচ্চড় আর খুনীতে ভরে গেছে। ওদের প্রধান আড্ডা গ্রীন ফ্রন্টে। মাত্র কয়েকটা ডলারের বিনিময়ে ওরা যেকোন নীচ কাজ

করতে প্রস্তুত। আমার তো মনে হয় শাস্তির বদলে স্পাইডার আর স্লোভেনের মত লোককে মারার জন্যে ওকে সোনার মেডেল দেয়া উচিত। শুধু আমি না, শহরের অনেকেই তাই ভাবে।'

'তোমার মুখ থেকে একথা শুনে আমার খুব ভাল লাগছে ডক বুন,' বলল ন্যান্সি। জ্যাক আর তার বাবাকে আমি বিশ্বাস করি। নিজের হাতে ব্যাঙ্কের ভিতর জ্যাক বাবার মুখোশ খোলার পরেও ওদের ওপর আমার আস্থা আছে, কারণ কার্লো লকউডকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আসলে জ্যাকের বদলে ওরই জেলে থাকা উচিত।'

'সৎ বাবার সম্পর্কে তোমার ধারণার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। মর্টদের আমি চিনি না, ওদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর খুনের অভিযোগ থাকলেও, তথাকথিত কলুষমুক্ত লকউডের বদলে আমি মর্টদেরই সমর্থন করব।'

'এর পিছনে কি কারণ আছে সেটা না জানলেও, আমি জানি মর্টদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ওদের হেনস্তা করা হচ্ছে। ফাঁসিতে ঝোলানো হবে জেনে তার শেষ ইচ্ছা হিসেবে ড্যান মর্ট আমাকে বলেছিল, আমি যেন তার ছেলেকে জানাই রেডরকের ডাকাতি সে করেনি। ডাকাতিটা কে করেছে জানাবার আগেই ওকে গুলি করা হয়েছিল।'

'ও ঠিক কি বলেছিল তা আমি অন্যের মুখে শুনেছি। তুমিই সবচেয়ে বেশি চোট পাবে বলাটা কেবল একজনের দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমার বিশ্বাস ড্যান মর্ট যেন নামটা জানাবার আগেই মারা পড়ে, তারই ব্যবস্থা করেছিল কার্লো লকউড।'

রোগীর পরীক্ষা শেষ করে যাওয়ার আগে ডাক্তার বলল, 'ড্যান এইরকম বেহুঁশ অবস্থায় অনেকদিন পড়ে থাকতে পারে। ঠিকমত দেখাশোনার ওপরই নির্ভর করেছে ওর জীবন। হ্যাঁ, আরও একটা কথা, তোমাদের যদি কখনও কোন রকম সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তোমরা আমার ওপর নিঃসংকোচে নির্ভর করতে পারো।'

'কথাটা আমার মনে থাকবে, মিস্টার বুন। আমি কৃতজ্ঞ।'

বিদায় নিয়ে চল গেল ডাক্তার। কিন্তু যাবার আগে আদর করে ন্যান্সির পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'মনে রেখো, আমি তোমার বন্ধু।'

বুড়ো ডাক্তারকে কনচোর সবাই সৎ আর এক কথার মানুষ বলেই জানে। সেজন্যে তাকে সবাই সম্মানও করে। মানুষের জীবন বাঁচানোই ওর একমাত্র ব্রত। তার কাছে চোর গুণ্ডা খুনী আর ভালমানুষ সবাই সমান। সবার সেবাই সে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে করে। তাই শহরের খারাপ লোকগুলোও ওকে পীরের মতই মানে।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার সময়ে চমকে থেমে দাঁড়াল ন্যান্সি। বারান্দার শেষ মাথায় ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবিলীন কিড! নিজের হ্যাটটা হাতে নিয়ে ওটাকে নার্ভাস ভাবে মোচড়াচ্ছে সে।

'তুমি এখানে কি করছ, অ্যাবিলীন?' একটু কঠিন সুরেই প্রশ্ন করল ন্যান্সি।

'আমাকে আসতেই হলো, ন্যান্সি। শহরে আমার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে, ওরাই আমাকে এখানকার সব খবরাখবর দেয়। ওদের একজনের কাছে আমি ড্যানের খবর শুনলাম। সে কেমন আছে? বাঁচবে তো?'

'দাঁড়াও।' বসার ঘরে ঢুকে বাতি নিভিয়ে দিল ন্যান্সি। তারপর আবার বেরিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'ভিতরে চলো, পিছনের রান্নাঘরে গিয়ে বসি।' ওকে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে বসাল সে।

'এখন আমরা নির্ভয়ে কথা বলতে পারি–এখানে তোমাকে কেউ দেখে ফেলার ভয় নেই। মিস্টার মর্টের বুকে গুলি লেগেছে, খুবই অসুস্থ সে। কিন্তু ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে ঠিক মত সেবাযত্ন পেলে সে বেঁচেও যেতে পারে। মারিয়া আর আমি ওর সেবা করছি।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' ঐকান্তিক সুরে বলে উঠল কিড। ওর মুখ থেকে এমন আন্তরিক সুর আশা করেনি ন্যান্সি। 'আর জ্যাক? সে কোথায়?'

'নেলসন ওকে গ্রেপ্তার করে খুনের দায়ে সেলে ভরেছে। সে জেলে

ঢুকে ওর বাবাকে যে গুলি করেছিল, সেই স্পাইডারকে হত্যা করেছে। ওখানে স্লোভেন নামে আরও একজন মারা পড়েছে–জ্যাকের বিরুদ্ধে ওকে হত্যা করার চার্জ এনেছে নেলসন।'

'স্পাইডার ম্যাকলেকে খতম করেছে জ্যাক? ভাল করেছে। ওই শঠ শয়তানটাকে আমারই শেষ করা উচিত ছিল। সুযোগও এসেছিল, যেদিন জ্যাক ওই মার্শালকে পিটিয়েছিল, সেদিনই লোকটা জ্যাককে গুলি করতে চেয়েছিল। ওকে না মেরে সেদিন ওই পিস্তলবাজকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি।'

'অ্যাবিলীন, এখানে এসে তুমি নিজের মাথায় মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়েছ। ব্যাঙ্ক ডাকাতির রাতে তুমি পাহারায় ছিলে, কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে। তোমার ঘোড়াটা কোথায়?'

'তোমার আস্তাবলে। কিন্তু তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, আমি জানি বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছি আমি, কিন্তু আমাকে আসতেই হলো ড্যান মর্ট আমার বন্ধু–সে আমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

'কিভাবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ন্যান্সি।

'মাস দুই আগে পাহাড়ে আমার পায়ে একটা র‍্যাটল স্নেক ছোবল বসিয়েছিল। আমি যখন বিষের ক্রিয়ায় বিকারগ্রস্ত এই সময়ে আমাকে দেখতে পায় ড্যান। আমার পায়ে একটা বাঁধন দিয়ে ক্ষত জায়গাটা ছুরি দিয়ে একটু চিরে সে নিজেই মুখ লাগিয়ে চুষে আমার বিষ নামিয়েছিল। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমি–ওর সেবাতেই সুস্থ হয়ে উঠলাম।

'ড্যান আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে তার গুপ্ত আস্তানায় নিয়ে গেছিল। ওখানে আমাদের মধ্যে সুন্দর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। সে আমাকে তার সব কথাই খুলে বলেছে। গ্যারি বাটলার যখন মারা গেল তখন সেই আমাকে শহরে পাঠিয়েছিল জ্যাকের ওপর চোখ রাখার জন্যে। আমি তাকে ব্যাঙ্ক রবারিতে সাহায্য করেছিলাম কারণ–যাক, সে এক লম্বা কাহিনী। তোমাকে পরে একসময় সব খুলে

বলব। এখন আমার হাতে জরুরী কিছু কাজ রয়েছে। জ্যাক এখন জেলে?'

'হ্যাঁ, লম্বা সময় ওকে নিশ্চয়ই ধরে রাখতে পারবে না ওরা।'

কিডের কণ্ঠস্বর ভয়ানক শোনাল। 'না, ওকে ওরা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। শোনো, ন্যান্সি, তুমি ওই ছেলেকে ভালবাস, তাই না?'

অন্ধকারে ন্যান্সির গাল ঈষৎ লাল হওয়া দেখতে পেল না কিড। 'হ্যাঁ, ওকে ভালবাসি আমি।'

ন্যান্সির মনে হলো যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনল। 'এটা আমার হিসেবে ভালই হয়েছে। এখন তোমার কিচেনের চাবিটা দাও যেন কাউকে বিরক্ত না করে আবার ঢুকতে পারি। এখানে তুমি ছাড়া আর কে আছে?'

'ওই মেক্সিকান মহিলা মারিয়া ছাড়া আর কেউ নেই।'

'সে তোমার বিশ্বাসী লোক বলেই ধরে নিচ্ছি আমি। আমার জানা মতে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ লুকাবার জায়গা। এখান থেকেই আমরা আঘাত হানব। চাবিটা দেবে?'

নীরবেই উঠে গিয়ে দরজা থেকে চাবিটা খুলে কিডের দিকে বাড়িয়ে দিল ন্যান্সি।

'ধন্যবাদ। আমি বেরিয়ে যাবার পরে তুমি দরজাটা লক করে দিও।'

'কিন্তু তোমার বাইরে যাওয়ার কি দরকার? এখানেই তো তুমি নিরাপদ আছ?'

চাবি দিয়ে দরজা খুলে একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল কিড। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'তোমাকে তো বলেছি, আমার একটু কাজ আছে। আমি জেল থেকে জ্যাক মর্টকে বের করে আনতে যাচ্ছি। সো লং, ন্যান্সি।'

বাধা দেয়া বা কোন প্রশ্ন করার আগেই কিড নিঃশব্দে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল।

তেরো

অ্যাবিলীন কিড তার ঘোড়া নেয়নি। তার হাতে নির্দিষ্ট একটা কাজ আছে, এবং সে জানে ঠিক কিভাবে কাজটা করা সম্ভব। দড়ির লম্বা ল্যাসোটা সে সাথে নিয়েছে, তবে হাত দুটোই ফ্রী রাখার জন্যে ওটা কোমরে পেঁচিয়ে রেখেছে।

জ্যাকের ডেপুটি হিসেবে কাজ করার সময়ে জেলের নাড়িনক্ষত্র সে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। ভেবেছিল একদিন হয়তো তাকেই এই জেলে আটক থাকতে হতে পারে। এবং পালাবার একটা পথও সে খুঁজে বের করেছিল, তবে ওটা কার্যকর করতে বাইরের একজন সহযোগীর সাহায্য দরকার। সমতল ছাদের ওপর একটা ঢাকনাওয়ালা গর্তকে ঘিরেই ছিল ওর প্ল্যান, এবং হুক দিয়ে আটকানো ঢাকনার হুকগুলোও সে আগে থেকেই খুলে রেখেছিল।

সে জানে জ্যাককে সতর্ক পাহারায় রাখা হবে। জ্যাকের প্রতি নেলসনের বিদ্বেষের ফলেই ওর পালাবার সামান্য সুযোগও বন্ধ করায় মার্শাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে। অফিসে সবসময়েই একজন বা দুজন গার্ড রাখা হবে, যারা বারবার উঠে এসে সেলে ঢুকে দেখবে কোন বাইরের লোক চালাকি করে জানালা দিয়ে রেতি বা করাত সরবরাহ করে কয়েদিকে সাহায্য করছে কিনা।

অন্ধকার গলি ধরে এগিয়ে গেল কিড। মাঝেমাঝে থেমে সে কান পেতে শুনছে, এবং তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকার কোনাগুলোয় কোন বিপদ লুকিয়ে আছে কিনা পরখ করে দেখছে। শহরের প্রায় অন্য প্রান্তে পৌঁছে

রাস্তা পার হয়ে ওপারের গলিতে ঢুকল। এইভাবে যত্নশীল অগ্রগতি বজায় রেখে একঘণ্টা পর সে জেলের পাশের দালানটার কাছে এসে পৌঁছল।

জেলের মাথায় কোন চিলেকোঠা নেই। সরাসরি জেলের ছাদে চড়তে সাহস পেল না কিড। তার বদলে কোমর থেকে ল্যাসো খুলে ফাঁসটা ছুঁড়ে পাশের দালানের চিমনিতে পরিয়ে দিল। দড়ি বেয়ে উঠে গলির চারফুট দূরত্ব যাচাই করে ছোট্ট একটা লাফে জেলের ছাদের কিনারে হালকা পায়ে নামল সে।

কয়েক মুহূর্ত ওখানেই স্থির হয়ে বসে থেকে বুঝল ওর লাফিয়ে পড়ার মৃদু শব্দটা কারও কানে যায়নি। এবার দড়ির লেজের অংশটা গুটিয়ে জেলের ছাদে নিয়ে এল। হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের ঢাকনাটার কাছে পৌঁছে সাবধানে ওটা খুলল। উপুড় হয়ে গর্ত দিয়ে পেট পর্যন্ত জেলের ভিতরে মাথা গলিয়ে কিড টিমটিমে আলোয় দেখতে পেল করিডরের বাম পাশের সেলে খাটের ওপর শুয়ে আছে জ্যাক।

সে ফিসফিস করে ডাকল। 'জ্যাক!'

খাটের ওপর উঠে বসল সে। এপাশ-ওপাশ চেয়ে কথার আওয়াজ কোথা থেকে এল বোঝার চেষ্টা করছে।

'উপরে, ছাদে!' আবার ফিসফিস করল কিড।

ছাদের ফোকরটা দেখতে পেয়ে সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

'ওটা ভেবে তোমার মাথা গরম করার দরকার নেই। শোনো, আমি ইঙ্গিত দিলে তুমি গার্ডকে ডেকে লকউডকে চিঠি লেখার জন্যে কাগজ আর কলম চাইবে। এইখানে কোনায় এসে দাঁড়াবে তুমি, ঠিক এর নিচে–'

মেঝের ওপর চেয়ার ঘষার শব্দে ওর কথা থেমে গেল। গার্ডকে ডাকার প্রয়োজন হলো না, করিডরে ওর ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল। 'কার সাথে কথা বলছ তুমি?' জানতে চাইল লোকটা।

কিডের নির্দেশিত কোনায় এসে দাঁড়াল জ্যাক। 'এখানে কথা বলার আর কে আছে? নিজের সাথেই কথা বলছিলাম। এই চার দেয়ালের

মধ্যে আটকে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। আমি লকউডকে একটা নোট লিখতে চাই—আমার একটু কাগজ আর কলম দরকার।'

সে যদি আর কোন নাম উল্লেখ করত তাহলে ওর অনুরোধ রক্ষা করা হত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এক্ষেত্রে গার্ড কেবল গলা দিয়ে একটা অবোধ্য আওয়াজ করে অফিসে ফিরল। আরেকটা স্বর প্রশ্ন করল, 'ও কি চাইছে?' শুনল কিড। 'কাগজ আর পেন্সিল। বলছে ও কার্লোকে লিখতে চায়।'

কিড নিজের অবস্থান পরিবর্তন করল। এখানে কোন ভুল হলেই বিপদ। যা করতে যাচ্ছে সেটায় কোন ভুল করা চলবে না। একটু পরেই গার্ড ফিরে এল। ওর ডান হাত কোল্টের বাঁটের ওপর, আর বাঁ হাতে রয়েছে কাগজ-পেন্সিল। সে ঠিক কিডের নিচেই দাঁড়াল। জ্যাক কাগজ পেন্সিল নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল, কিন্তু গারদের ভিতর থেকে নাগাল পেল না।

জ্যাক হাত বাড়াবার সাথেই গার্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কিড। দড়িটাও সাথে নিয়ে নিচে নেমেছে। ছাদ থেকে কোন আক্রমণ আসতে পারে এটা ভাবতেও পারেনি গার্ড। অপ্রত্যাশিত ভাবেই পিস্তল দিয়ে মাথায় আঘাত করে করে ওকে অজ্ঞান করে ফেলল কিড। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল অ্যাবিলীন। ওর পিস্তলটা অফিস থেকে এদিকে আসার পথ কাভার করছে। দ্বিতীয় গার্ড লাফিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। দ্রুত গুলি ছুঁড়ল কিড। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। ওর গুলিটা মেঝের ভিতর ঢুকল।

'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ, কিড,' চিৎকার করে উঠল জ্যাক। অ্যাবিলীন কিড অফিস ঘরে ঢোকার আগে সংক্ষেপে বলল, 'ওর এটা পাওনা ছিল।'

ছুটে সামনের দরজায় পৌঁছে কিড দেখল ওটা সুষ্ঠুভাবে বল্টু আঁটা রয়েছে। জেলের চাবি নিয়ে ফিরে এসে ছুটে পিছনের দরজায় পৌঁছে সে দেখল ওটা তালা দেয়া—বন্ধ। তাড়াতাড়ি জ্যাকের সেলের দরজা খুলল সে।

'ঝুলন্ত দড়িটা বেয়ে উপরে উঠে যাও, জ্যাক,' বলল কিড। দড়ির উদ্দেশে লাফ দিল জ্যাক। অচৈতন্য গার্ডের গানবেল্ট খুলে নিল কিড। ততক্ষণে গর্ত দিয়ে ছাদে উঠে পড়েছে জ্যাক। 'ধরো' বলে লোকটার গানবেল্ট সহ পিস্তল ওর দিকে ছুঁড়ে দিল অ্যাবিলীন। কিড দড়ি বেয়ে ওঠার মাঝেই জ্যাক ওটা কোমরে পরে নিল।

দড়িটা টেনে জেল থেকে বের করে নেয়ার সময় জ্যাক প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে কি করছ?' ওর কথার জবাব না দিয়ে কিড ছাদের কিনারায় ছুটে গেল।

'ওরা যদি দেখতে পায় তবে শূটিং গ্যালারির হাঁসের মতই আমাদের ফেলে দেবে। ওই দড়িটা ধরে গলিতে নেমে আবার দড়ি বেয়ে পাশের ছাদে ওঠো। যাও!' দড়ি ধরে ঝুল দিয়ে পাশের বাড়ির দেয়ালের ওপর পড়ে দ্রুত দড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল জ্যাক। কিড দড়ি ছাড়াই ঝাঁপ দিয়ে বাড়ির কার্নিস ধরে নিজের পতন ঠেকাল।

ওরা লোকজনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন। কিছু উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। জেলের সামনে কেউ বন্ধ দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি করল কিছুক্ষণ। 'জেক! স্যাম! দরজা খোলো!' নেলসনের গলার স্বর শোনা গেল। 'ভিতরে কি হচ্ছে?'

'তাড়াতাড়ি করো!' বলল কিড। 'আমরা দড়িটা বাড়ির অন্যপাশে নিয়ে পিছলে নিচে নামব।' দড়িটা অন্যপাশে ছুঁড়ে দিল কিড।

জ্যাক তড়িঘড়ি ওপাশ দিয়ে নিচে নামল। নিচে নেমে কিডের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। ছেলেটা এত দ্রুত নামল যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না। ওই মুহূর্তেই একটা লোক অন্ধের মত গলি ধরে ছুটে এসে কিডের সাথে ধাক্কা খেল।

অ্যাবিলীন নিচে নামার সময়ে নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে রেখেছিল। এবং টাল সামলাতে জ্যাককে দুহাতে জড়িয়ে ধরায় সে পিস্তল বের করতে পারল না। একটা গুলির শব্দ উঠল। ওই বিস্ফোরণের আলোয় মুহূর্তের জন্যে নেলসনের কঠিন মুখ দেখতে পেল জ্যাক। কিড টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। জ্যাক ডান হাতে ঘুসি ছুঁড়ল।

সিকি মুহূর্ত আগে নেলসনকে যেখানে দেখেছে, ঠিক সেখানে। পুরো শক্তি ব্যবহার করেই ঘুসি ছুঁড়েছে। ঘুসিটা নেলসনের থুতনির ওপর লাগল। উল্টে চিৎ হয়ে পড়ল সে। মাটিতে পড়ার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

ঘুরল জ্যাক। ওর পায়ের কাছে অন্ধকারে ছায়ার মত যে আকৃতিটা দেখা যাচ্ছে, সেটাই অ্যাবিলীন কিড। হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসল সে। ওকে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ করল। 'কিড! উদ্বিগ্ন স্বরে বলল সে, 'তুমি কোথায় চোট পেয়েছ?'

ক্ষীণ স্বরে ভাঙা ভাঙা কথায় সে বলল, 'পেটে–মাঝখানে। আমি শেষ–জ্যাক। চাবি রাখো–যাও–জলদি!'

'তোমাকে ছেড়ে যাব না। আমাকে নিরাশ কোরো না, কিড। একটু উঁচু হও, তোমাকে আমি কাঁধে তুলে নিচ্ছি।'

ব্যথায় ককিয়ে দুহাতে ভর দিয়ে দেহটা একটু ওঠাল। জ্যাক ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। বুঝল জ্ঞান হারিয়েছে কিড।

গলি ধরে লোকজন এগিয়ে আসছে। ওরা নেলসনকে দেখতে পাওয়ায় জ্যাক কিছু সময় পেল। লোকগুলো থেমে বাডকে পরীক্ষা করে দেখছে। এই ফাঁকে পাশের গলিতে ঢুকে এগোতে শুরু করল জ্যাক। একটা বাড়ির অন্ধকার ছায়ায় পৌঁছে থামতে হলো। কিডকে কাঁধের ওপর ফেলে আবার এগোল সে। এই সময়ে অনুসরণকারী দলের প্রথম লোকটা ওই গলিতে ঢুকল। কিডকে কাঁধে তুলে নেয়ায় এখন আরও দ্রুত এগোতে পারছে মর্ট।

কিডের দেয়া চাবিটা ওর হাতেই রয়েছে। শহরের অন্য মাথায় পৌঁছার আগে রাস্তা পার হওয়ার সাহস পায়নি ও। চট করে আরেকটা গলিতে ঢুকে পড়ল জ্যাক। সে আশা করছে জেলের সংলগ্ন গলিতেই ওদের খোঁজাখুঁজি সীমাবদ্ধ থাকবে। ততক্ষণে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে পারবে ও।

হঠাৎ পিছন দিকে লোকজনের সাড়া পেয়ে পিছন ফিরে দেখল লোকগুলো এই গলিতেই ঢুকেছে। সামনের লোকটা লণ্ঠনের ফিতে

ঠিক করে নেয়ার জন্যে আলোটা নিজের মুখের সামনে ধরল। নেলসনকে চিনতে পারল জ্যাক। ইতস্তত করছে সে–সহজেই অন্য গলিতে ঢুকে ওদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাতে নিজের গন্তব্যস্থল থেকে ওকে দূরে সরে যেতে হবে।

ভাগ্য প্রসন্ন হলো। জ্যাক ঘুরতে যাচ্ছে, এই সময়ে জেলের দরজা খুলে গেল এবং কাঁপা গলায় কেউ ডাকল, 'বাড!'

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল নেলসন। তারপর জ্যাকের গলি ছেড়ে জেলের দিকে এগোল। ওর দেখাদেখি বাকি লোকগুলোও ফিরল। যত দ্রুত সম্ভব ন্যান্সির বাড়ির দিকে চলল মর্ট। মিনিট পাঁচেক পর ন্যান্সির বাড়ির পিছনে আস্তাবলে পৌঁছল। কয়েক সেকেন্ড কান পেতে শুনে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে দরজায় চাবি ঢোকাল জ্যাক।

'তুমি ফিরেছ, অ্যাবিলীন?' ন্যান্সির গলা শোনা গেল।

'আমি জ্যাক। শেড টেনে দিয়ে একটা বাতি জ্বালাও, ন্যান্সি। কিড জখম হয়েছে।'

আলো না জ্বলা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে অন্ধকারেই দাঁড়ি থাকল জ্যাক। আলো জ্বললে সাবধানে কিডকে মেঝের ওপর নামাল। ন্যান্সি উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে দেখছে। 'চোটটা কি মারাত্মক?'

'সেই রকমই ভয় পাচ্ছি। এটা নেলসনের কাজ। আমাদের এখনই ডাক্তার নিয়ে আসা দরকার।'

'আমি ডক বূনকে ডেকে আনছি। সে বলেছে আমাদের সাহায্য করবে। কেউ আমাকে দেখে ফেললে বলব ড্যান মর্টের জন্যে ডাক্তার আনতে যাচ্ছি। পিছনের দরজা দিয়েই–'

'সামনের দরজা দিয়েই যাও, ন্যান্সি। কোনরকম লুকোচুরি দেখলে লোকজন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ন্যান্সি। কিডের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জামার বোতাম খুলে জখমটা দেখল মর্ট। কিডের তলপেটে একটা নীল বর্ডার দেয়া ফুটো দেখে ককিয়ে উঠল সে। বাইরে খুব সামান্যই রক্ত দেখা যাচ্ছে; অর্থাৎ ভিতরেই রক্ত

ঝরছে। সম্ভবত ক্ষতটা মারাত্মক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল ডাক্তারকে সাথে নিয়ে ন্যান্সি ভিতরে ঢুকল। সোজা রান্নাঘরে চলে এল ওরা। জ্যাকের দিকে চেয়ে নড করল ডাক্তার। 'তোমাদের সাহায্য করতে পারলে আমি খুশিই হব, মর্ট।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার। মনে হচ্ছে আমার মুক্তির মূল্য একটু বেশিই পড়ে যাবে। তুমি বরং আপাতত বাইরে থাকো, ন্যান্সি।'

তাড়াতাড়ি কিডের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বূন। কাপড় সরিয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করে বিষণ্ন ভাবে মাথা নাড়ল। 'কোন আশা নেই। বুলেটটা সম্ভবত ওর মেরুদণ্ড চুর করে ফেলেছে। মাত্র কয়েক মিনিটই বাঁচবে।'

'আমিও সেই ভয়ই করছিলাম। আমি ন্যান্সিকে ডাকছি।' ওকে ডেকে এনে আবার সংজ্ঞাহীন কিডের পাশে বসল জ্যাক। কিডের চেহারা ফেকাসে হয়ে গেছে টেনেটেনে শ্বাস নিচ্ছে ও। কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল ন্যান্সি। মেয়েটাকে এক হাতে জড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে নীরবেই ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে জ্যাক।

'সে আমাকে বলেছিল সব কথাই ও জানে,' ফুঁপিয়ে বলল মেয়েটা। 'বলেছিল আজ সকালেই পরিষ্কার করে সব খুলে বলবে। তখন আমাদের কথা বলার সময় ছিল না। বাটলার জানত, তাকে ওরা আগেই মেরেছে—এখন কিডও মরতে চলেছে।'

'বাসায় কোন ব্র্যান্ডি আছে?' প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'হ্যাঁ।' ন্যান্সি উঠে গিয়ে একটা বোতল নিয়ে এল। ডাক্তার ওটা থেকে কিছুটা ড্রিঙ্ক কিডের মুখে ঢেলে দিল। দুর্বল ভাবে কেশে উঠল সে, তারপর চোখের পাতা একটু কেঁপে খুলে গেল।

'তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল জ্যাক।

'ন্যান...ন্যান্সি—' বিড়বিড় করল কিড।

'ন্যান্সি, তুমি চেষ্টা করে দেখো।'

নিজের কান্না জোর করে থামিয়ে ওর পাশে বসে কাঁধে হাত রাখল

মেয়েটা। 'হ্যাঁ, ন্যান্সি বলছি, তোমার ন্যান্সি। শোনো, অ্যাবিলীন; তোমাকে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। রেডরকের সোনা কে চুরি করেছিল বলো। তোমার পার্টনারকে তোমার বাঁচাতেই হবে, তোমাকে সে বাঁচিয়েছিল।'

'ম...মর্ট,' ফিসফিস করল কিড। চোখের পাতা আবার বন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওর মুখে আরও কিছুটা ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল ডাক্তার।

আবার চোখ খুলল সে। এবারে চোখ দুটো আগের চেয়ে সজীব দেখাল। উপস্থিত তিনজনকে চিনতে পেরে ওর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটল। কথা বলার চেষ্টা করছে ও।

'মর্ট নির...নির্দো—' কথাটা শেষ করতে পারল না সে। কিন্তু ওরা বুঝল সে কি বলতে চেয়েছিল। আবার কথা বলার চেষ্টা করল সে, ওর কপালটা ঘেমে উঠেছে। 'লক—লক—হের—' ওর চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা পুরো শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো। 'ন্যান্সি!'

ওর মাথাটা হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল এবং জ্যাকের বাহুর ওপর ঢলে পড়ল কিড। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। ব্যথিত মনে জ্যাক ওকে মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল। অবাধে ফুঁপাতে শুরু করল ন্যান্সি।

'ও তোমাকে ভালবাসত,' বলল জ্যাক।

'হ্যাঁ। ওহ্, কিড! দুঃসাহসী, বুনো, বেপরোয়া অ্যাবিলীন!'

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দুজনের কাঁধে হাত রাখল। 'নিজেদের সংযত করো তোমরা। কিড চলে গেছে। সে যা ছিল বা করেছে তার যোগ্য প্রতিদান সে দিয়ে গেছে। যাকে সে ভালবাসত তার ভালর জন্যেই সে জীবন দিয়েছে। হয়তো ওর এইভাবে চলে যাওয়াটাই ঠিক হয়েছে। আমাদের অনেক কাজ করতে হবে, গুরুতর কাজ। চিবুক উঁচু রেখে ভাবো।'

ওরা দুজন উঠে চেয়ারে বসল। কথা বলে চলল ডাক্তার, 'প্রথমেই অ্যাবিলীনকে তোমাদের কবর দিতে হবে। এবং সকাল হওয়ার আগেই ওই কাজটা শেষ করতে হবে। আমরা ওকে কম্বলে জড়িয়ে রাখব, আর জ্যাক চুপিচুপি বেরিয়ে আস্তাবলের পিছনে কটনউড গাছের তলায় ওর

জন্যে একটা কবর খুঁড়বে। তারপর জ্যাকই ওকে নিয়ে কবর দেবে। আমি এতে সাহায্য করতাম, কিন্তু কেউ যদি আমার খোঁজে এখানে আসে তাহলে অনেক ঝামেলা হবে। আস্তাবলে কোন কোদাল আছে, ন্যান্সি?' ন্যান্সিকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে সে আবার বলল, 'জ্যাককে জানাও ওটা কোথায় আছে। পরে যখন জ্যাককে খোঁজা আজ রাতের জন্যে মুলতুবি রাখা হবে তখন কোদালটা খুঁজে নিয়ে কবর খুঁড়বে জ্যাক।'

জ্যাক বলল, 'কিডের কথায় যতটুকু বোঝা গেল তাতে মনে হয় ওই ডাকাতির সাথে লকউড জড়িত ছিল। লোকটা এখন হোটেলে থাকে, ওখানে গিয়েই আমি ওকে ধরব।'

'সুস্থির হও,' বলল ডাক্তার, 'নিশ্চিত হয়ে কাউকে সন্দেহ করা এক জিনিস, আর সেটা প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। নইলে তোমার বাবা, বাটলার বা কিডের যে কেউ বহু আগেই ওকে ধরতে পারত। মাথা গরম করে তুমি সব পণ্ড কোরো না।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু আমার আর কি করার আছে? আমি ফেরারী না হলে লকউডের ওপর নজর রাখতে পারতাম। কিন্তু আমি এখন আইনের চোখে আমার বাবার মতই আউটল। এখন আমার একমাত্র পথ হচ্ছে ওকে জোর করে ছেঁকে ধরা।'

'ননসেন্স,' বলল ডাক্তার, 'তুমি এখন মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত, তাই পরিষ্কার মাথায় ভাবতে পারছ না। এখন আমার কথা শোনো, তোমার বাবা বুদ্ধিমান বলেই অপেক্ষার খেলা খেলেছে, তোমাকেও একই খেলা খেলতে হবে। লকউডের ওপর নজর রাখার ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারো।'

'তুমি ব্যস্ত মানুষ, তুমি ওর ওপর কিভাবে নজর রাখবে?'

'ওর চরিত্রের লোককেই আমি ওর বিরুদ্ধে কাজে লাগাব। ইদানীং আমি মারাত্মক জখম একজনকে সেলাই করে সুস্থ করে তোলায় লোকটা কৃতজ্ঞ। ওর মাধ্যমেই আমি লকউডের গতিবিধির ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করব। আজ হোক, কাল হোক, সে ঠিকই ফাঁদে পড়বে।'

'ডাক্তার ঠিক কথাই বলছে,' জোরাল গলায় সমর্থন জানাল ন্যান্সি। 'এবং ওদের কাজের জন্যে আমি ভাল বেতনও দেব। এখন থেকে আমি…আমি যাকে…যার প্রতি আমার আস্থা আছে, তার পাশেই থাকব, পিছনে নয়।'

ওইরকমই কথা রইল। বিদায় নিয়ে চলে গেল ডাক্তার। জ্যাক তার কাজে লেগে গেল। কিডের পকেট হাতড়ে ওর আসল পরিচয়ের কোন সূত্রই খুঁজে পাওয়া গেল না। ন্যান্সি একটা ভাল কম্বল এনে ওর দেহটা ঢেকে দিল।

পরে জ্যাক যখন নিরাপদ বুঝল, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কবর খুঁড়ল। সকাল হওয়ার এক ঘণ্টা আগে কিডকে বয়ে নেয়ার কাজে ন্যান্সি ওকে সাহায্য করল। কবর দেয়া শেষ হলে অ্যাবিলীন কিড নামে পরিচিত লোকটার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করল ন্যান্সি।

'হে, ঈশ্বর, তুমি ওকে জানতে; এবং তুমিই কেবল ওর অন্তরের খবর জানো। তুমি ওর যত্ন নিয়ো, এবং প্লীজ, তুমি ওর প্রতি দয়া দেখিয়ো!'

চোদ্দ

ড্যান মর্টের কামরার সংলগ্ন ঘরেই জ্যাকের থাকার ব্যবস্থা করে ন্যান্সি, ওকে ঘুমাতে বলল। কিন্তু সকাল হওয়ার পরেও ছাদের দিকে চেয়ে সে জেগেই শুয়ে রইল। কার্লো লকউডের বিরুদ্ধে রেডরকের ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণ করার সমস্যা নিয়েই ভাবছে ও।

ন্যান্সির নিচে নামার সাড়া পেয়ে জ্যাকও নামল। কার্লোর প্রাক্তন

অফিসে ঢুকে সূত্রের সন্ধানে ওর কাগজপত্র ঘেঁটে দেখার অনুমতি চাইল সে।

অনুমতি পেয়ে কার্লোর অফিস কামরায় ঢুকে দেখল ওখানে সিন্দুকজাতীয় কিছু নেই। কোন কাগজপত্র থাকলে তা ওর ডেস্কের দেরাজেই আছে। দুজনে মিলে অনেক খুঁজেও তেমন কিছুই পাওয়া গেল না।

শেষে জ্যাক বলল, 'আমার ধারণা রেডরকের চুরি সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র থাকলে সে ওগুলো ব্যাঙ্কের ভল্টেই রাখবে। হয়তো আমার বাবা ওই ধরনের কিছু খুঁজতেই ভল্ট ভাঙার চেষ্টা করেছিল। তালা দেয়া একটা ড্রয়ার তার দিয়ে খুঁচিয়ে খুলে ডাকাতির সময়ে ছাপানো আরও কিছু খবরের কাগজ পাওয়া গেল। জ্যাককে কেবল একটা কাগজই দেখিয়েছিল লকউড। ওগুলোর প্রথমটাতেই ডাকাতি সম্পর্কে একটা খবর পড়ে উল্লসিত হয়ে উঠল মর্ট। ওতে লেখা হয়েছে লোহার দণ্ড হিসেবে লেবেল আঁটা একটা বাক্সে সোনা পাঠানো হচ্ছে, এই খবরটা কেবল ছয়জন লোকে জানত। ওদের মধ্যে মাইডাস মাইনের হিসাব রক্ষক কার্লো লকউডও একজন।

অন্য একটা কাগজে মরণোত্তর তদন্তের যে রিপোর্ট, তাতে লিখেছে, কেবল ড্যান মর্ট ছাড়া আর সবারই উপযুক্ত অ্যালিবাই ছিল। হেরল্ড বার্ড আর তার সহকারিকে অনেক রাত পর্যন্ত একসাথে ড্রিঙ্ক করতে দেখা গেছে সুতরাং তাদের কারও পক্ষে বিশ মাইল দূরে ডাকাতি করে আবার ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। লকউড আর বস্টন একই কামরায় রাত কাটিয়েছে। বস্টন জানিয়েছে অস্বাভাবিক রকম গভীর ঘুমের পর সকালে মাথা ছিঁড়ে পড়ার মত মাথা ধরা আর মুখে একটা বিচ্ছিরি স্বাদ নিয়ে ঘুম ভেঙেছিল ওর। রাতে বেশি মদ খেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে লকউডের সাথে ওর ফ্লাস্ক থেকে মাত্র একটাই ড্রিঙ্ক সে খেয়েছিল।

এইটুকু পড়েই উত্তেজিত হয়ে উঠল জ্যাক। 'বুঝেছি!' বলে উঠল সে। 'ড্রাগ খাইয়ে বস্টনকে ঘুম পাড়িয়ে সরে পড়েছিল সে এবং সকালে

ওর ঘুম ভাঙার আগেই ফিরে এসেছিল! কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের হাতে এর কোন প্রমাণ নেই।'

সামনের সিঁড়িতে বুটের আওয়াজে ওদের সংবিৎ ফিরল। ন্যান্সি ফিসফিস করে বলল, 'তুমি এই দরজার পিছনে লুকাও। আমি দেখছি কে এল।'

বড় দরজার আড়ালে দেয়ালের সাথে সেঁটে লুকিয়ে থাকল জ্যাক। ন্যান্সি সদর দরজার দিকে এগোল। দরজা খুলে দেখল সামনেই বাড নেলসন দাঁড়িয়ে আছে। 'মর্নিং, ন্যান্সি,' বলল সে। 'তোমাকে সাতসকালে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত। কার্লো আমাকে ওর জিনিসপত্রগুলো হোটেলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পাঠাল। আমি ভাবছি সেইসাথে আমার কয়েদির অবস্থাটাও একটু দেখে যাব। সে কি ভাল হয়ে উঠবে?'

'আমরা তাই আশা করি; কিন্তু সে এখনও খুব অসুস্থ।'

'লকউডের জিনিসপত্র দেখার জন্যে আমাকে একটু ভিতরে ঢুকতে হবে। কি পরিমাণ জিনিস নিজের চোখে দেখলে আমি বুঝতে পারব ওগুলো বয়ে নেয়ার জন্যে আমাকে কি ব্যবস্থা নিতে হবে।'

ন্যান্সি অনিচ্ছার সাথে সরে দাঁড়ালে নেলসন ঘরে ঢুকল।

'তুমি কি এখানে একাই আছ?'

'না, কাজের মেয়ে, মারিয়া দোতালায় মিস্টার মর্টের দেখাশোনা করছে। ওর এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'

'এর মধ্যে জ্যাক মর্ট বা অ্যাবিলীন কিড কি এখানে এসেছিল?'

'ডাক্তারের কাছে শুনলাম জ্যাক নাকি জেল থেকে পালিয়েছে। কিডই কি ওকে পালাতে সাহায্য করেছে?'

'হ্যাঁ; কিন্তু আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি ওরা কিভাবে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি সরাসরি কিডের পেটে গুলি করেছিলাম। আমি দিব্য দিয়ে বলতে পারি, ওই অবস্থায় নিজের শক্তিতে ওর পক্ষে দশ কদমও চলা অসম্ভব ছিল। কিন্তু ওরা দুজন দিব্যি অদৃশ্য হয়েছে। যাক, কার্লোর জিনিসগুলো কোথায়?'

মেয়েটা মার্শালকে পথ দেখিয়ে অফিস কামরায় নিয়ে গেল। সে আশা করছে যেখানে জ্যাক লুকিয়ে আছে, সেই দরজাটার পিছনে ও উঁকি দেবে না। কামরার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল নেলসন এবং ন্যান্সি আঙুল তুলে কোনকোন জিনিস কার্লোর তা দেখিয়ে দিল।

'হুম্‌ম্‌, বুঝলাম,' বলল নেলসন। 'এখন নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ড্যান মর্টকে আমি এক ঝলক দেখতে চাই।'

'ওকে বিব্রত করা ঠিক হবে না, অত্যন্ত অসুস্থ সে। ডাক্তার বলেছে ওর সম্পূর্ণ নীরবতা দরকার।'

'আমি কোন শব্দ করব না, কেবল উঁকি দিয়ে একটু দেখব। এটা আমাকে করতেই হবে, ন্যান্সি। ওর পুরো দায়িত্ব এখনও আমার। কিছু হলে আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।'

ওকে পাশ কাটিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠতে শুরু করল বাড। ন্যান্সি ওকে অনুসরণ করল। লোকটা রোগীর কামরা খুলে ভিতরে ঢুকল। বিছানার একপাশে একটা চেয়ারে মারিয়া বসে আছে। একবার চারপাশে তাকিয়ে জামা-কাপড় রাখার কাবার্ডটা খুলে ভিতরটা দেখল। তারপর ঝুঁকে খাটের তলায় উঁকি দিল। লোকটা কি খুঁজছে তা বেশ বুঝতে পারছে ন্যান্সি।

'মিস্টার মর্ট,' শান্ত স্বরে বলল সে, 'বিছানার ওপরে শুয়ে আছে। খাটের নিচে বা কাবার্ডের ভিতরে নয়।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পরের কামরায় ঢুকল নেলসন। ওখানেও কামরার চারপাশে তাকিয়ে সে কাবার্ড আর বিছানার তলায় উঁকি দিল। ওখানেই জ্যাক বিশ্রাম নিয়েছিল–চাদর আর কম্বল কুঁচকে আছে, সেটা লক্ষ করেছে বাড। তারপর কোন কথা না বলে কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে ন্যান্সির কামরার দিকে এগোল।

'যথেষ্ট হয়েছে, বাড,' কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করল ন্যান্সি। 'আমার বাড়ি সার্চ করার কোন অধিকার তোমার নেই।'

'আমার মনে হয় সার্চ ওয়ারেন্টের প্রয়োজন আমার হবে না। দুজন ক্রিমিনালকে খুঁজছি আমি। এবং তারা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে

ধারণা করার পিছনে আমার যথেষ্ট কারণও আছে। তোমার আস্তাবলে একটা বাড়তি ঘোড়া রয়েছে, এবং ওই কামরার বিছানাটা কেউ ব্যবহার করেছে। ওরা যদি এখানে থাকে, তবে ওদের ধরিয়ে দিলে তোমার অনেক ঝামেলা বাঁচবে। আমার লোকজন বাইরে আছে এবং আমার চিৎকারে ওরা এখনই ছুটে আসবে।'

'ওরা এখানে নেই,' জ্যাকের শোনার মত জোর গলাতেই বলল ন্যান্সি। 'তোমার যদি মনে হয় ওরা এখানেই আছে, তাহলে তুমি অনায়াসে খুঁজে দেখতে পারো।'

ন্যান্সির কামরা সার্চ করার পর দোতালার অবশিষ্ট কামরাতেও খুঁজে দেখল মার্শাল, কিন্তু ওখানেও কিছু পেল না। শেষ কামরায় ঢোকার সাথে সাথে ন্যান্সি ছুটে রোগীর কামরায় ঢুকে মারিয়াকে ফিসফিস করে বলল, 'আস্তাবলে গিয়ে কিডের ঘোড়াটায় জিন চড়িয়ে তৈরি রাখো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমার জন্যে ঘোড়া সাজছ। জলদি যাও, মারিয়া!'

মাথা ঝাঁকিয়ে অমন বিশাল দেহ নিয়েও আশ্চর্য রকম নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে গেল মারিয়া।

দোতালার কামরা সার্চ করা শেষ হলে নিচে নামল মার্শাল। ন্যান্সি ওকে অনুসরণ করল। বাড ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এবার নিচের তালাটা ভাল করে খুঁজে দেখতে চাই।' পিস্তল বের করে আবার অফিস কামরায় ঢুকল বাড। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড সম্ভাব্য লুকোবার জায়গা খুঁজল। তারপর খোলা বড় দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তল তাক করে দরজার হাতল ধরে হেঁচকা টান দিল সে। ন্যান্সির বুকের ভিতরটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। দরজা আর দেয়ালের মাঝে ফাঁকটা খালি; জ্যাক তার লুকোবার জায়গা পালটেছে।

নেলসনের পিছনে ন্যান্সিও বসার ঘরে ঢুকল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে তাকের ওপর থেকে গানবেল্ট সহ কোল্টটা নামাল। 'তাহলে এখনও তুমি বলতে চাও ওরা এখানে নেই, অ্যাঁ? এখানে না থাকল বলতে হবে ওদের একজন এত তাড়াহুড়ার

মধ্যে বেরিয়ে গেছে যে নিজের গানবেল্টটাই নিতে ভুলে গেছে। এটা যে অ্যাবিলীন কিডের জিনিস তা আমি ভাল করেই জানি। এখন বলো কিড কোথায় লুকিয়ে আছে।'

'আমি এটুকু বলতে পারি যে সে এই বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে নেই।'

'বটে! ঠিক আছে দেখা যাবে। সে একজন খুনীকে পালাতে সাহায্য করেছে, আমি নিশ্চিত করব সে যেন এর যোগ্য শাস্তি পায়। নিজের পিস্তল না নিয়ে সে নিশ্চয় কোথাও যায়নি। আমি ওকে ওর লুকোবার জায়গা থেকে ঘাড় ধরে টেনে বের করব।'

পিস্তলটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে কিচেনের দিকে রওনা হলো সে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই পিছনের দরজা খুলে মারিয়া প্রবেশ করল।

'তুমি কোথায় গেছিলে?' ধমকের সাথে প্রশ্ন করল শেরিফ। 'একটু আগেই তোমাকে দোতালায় দেখলাম!'

'ব্রেকফাস্ট বানাতে নিচে এসেছি আমি,' উদ্ধত সুরে জবাব দিল মারিয়া। 'তোমার পছন্দ না হলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরোগে।'

ভেংচি কেটে মারিয়ার দিকে চেয়ে হঠাৎ ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বাড। খুব অস্পষ্ট একটা শব্দ ওর কানে এসেছে। স্থির দৃষ্টিতে সিঁড়ির তলায় ক্লসিটের দরজার দিকে চেয়ে আছে মার্শাল। 'ঠিক আছে, কিড, হাত ওপরে তুলে বেরিয়ে এসো!' এক মুহূর্ত নীরব থেকে সে আবার বলল, 'বেরিয়ে এসো, নইলে আমি গুলি করা শুরু করব।'

ক্লসিটের দরজা খুলে জ্যাক বেরিয়ে এল।

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল বাড। 'কিড কোথায়?'

'সে এখানে নেই। ষাঁড়ের মত চেঁচিও না, দোতালায় একজন অসুস্থ মানুষ আছে। সে না থাকলে তোমার হম্বিতম্বির উচিত জবাব আমি ঠিকই দিতাম।'

'দুর্ভাগ্য আমার যে তুমি সেই সাহস করোনি। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পথ ছাড়ো। ক্লসিটের ভিতরটা আমি ভাল করে দেখতে চাই।'

জ্যাক একটু এগিয়ে এল। নিজের ওপরই ওর রাগ হচ্ছে। কিড

তার নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে ওকে জেল থেকে বের করে আনল, আর সে কিনা বোকা খরগোসের মত নিজেই ফাঁদে ধরা দিল। কিন্তু নেলসনের পিছনে চেয়ে যা দেখল তাতে ওর মনে নতুন আশার সঞ্চার হলো। এখন তাকে কেবল নিজের চেহারায় উল্লাসের ভাব ফুটতে না দিয়ে নির্বিকার থাকতে হবে। একটু সামনে ঝুঁকে অন্ধকার ক্লসিটের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে বাড। ওর পিছনে বিড়ালের মত হালকা নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে মারিয়া। মহিলার বলিষ্ঠ ডান হাতের শক্ত মুঠোয় রয়েছে একটা বেলনা। চুপিসারে মার্শালের আরও কাছে পৌঁছল মারিয়া।

'নাহ্, ওখানে আর কেউ লুকিয়ে নেই,' বলল নেলসন।

বেলনাটা সবেগে ওর মাথার ওপর নেমে এল।

শক্তিশালী একটা আঘাত। মারিয়ার দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড দেহের পুরো ওজন ছিল ওতে। একটা টুঁ শব্দও বেরোল না নেলসনের মুখ দিয়ে। ভিজে ছালার মত গুটিয়ে মেঝের ওপর পড়ে সে স্থির হলো।

'তুমি এখন যাও,' শান্ত স্বরে মারিয়া বলল। 'কাবালোর (ঘোড়ার) পিঠে জিন চাপানো আছে। এই শুয়োরটাকে আমি চুপ রাখছি।' মার্শালের বুকের ওপর চেপে বসল সে।

'জলদি যাও, জ্যাক,' তাড়া দিল ন্যান্সি। 'কিডের ঘোড়াটা নিয়ে রওনা হও।'

'আমি পাহাড়ে থাকব,' হড়বড় করে বলল জ্যাক। 'আমি একটা ভাল লুকোবার গুহা খুঁজে পেয়েছি বল্ড পীকের নিচে।'

'আমি ওটা চিনি। এখন জলদি সরে পড়ো, জ্যাক। মারিয়া, বাইরে পিছন দিকে কোন গার্ড আছে?'

'একটা। রোগা-পটকা লোক। সেনইঅর মর্ট ওকে কাঁচাই গিলে ফেলতে পারবে।'

ছুটে এগিয়ে পিছনের দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি দিল মর্ট। তারপর দরজাটা পুরো খুলে লাফ দিল। বোওলিঙের পিনের মতই ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রোগা লোকটা। ওর মাথায় পিস্তলের বাঁটের একটা

টোকা দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে ফেলল জ্যাক। আস্তাবলে পৌঁছে কিডের ঘোড়া বের করে স্যাডলে ওঠার সময়ে একটা চিৎকার শুনতে পেল। বাড়ির সামনের গার্ডরা ছুটে আসছে।

ঘোড়াটাকে স্পারের খোঁচা দিয়ে দ্রুত বেগে ছোটাল মর্ট। পিস্তল গর্জে উঠল; বুলেটটা ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিস্তলের আওতার বাইরে চলে এসেছে সে। এবার পাহাড়ের দিকে ছুটল ঘোড়া। সন্দেহ নেই ঘোড়াটা ওই পথ বহুবার অতিক্রম করেছে।

পনেরো

সঙ্গত কারণেই বাডের মেজাজটা বিগড়ে রয়েছে। জ্যাক মর্ট আবারও পালিয়েছে। মেক্সিকান মুখরা মেয়েটা তার মাথায় এমন জাঁদরেল একটা বাড়ি কষিয়েছে যে তার করার কিছুই ছিল না। জ্ঞান ফিরলে টের পেল ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বিশাল ওজনের মেক্সিকান মহিলা তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসে আছে। কিডের এবং তার পিস্তল, দুটোই ন্যান্সির দখলে। সে জানে যে মেয়েটা ভাল গুলি ছুঁড়তে জানে। তাছাড়া মারিয়ার হাতে তখনও নিরেট বেলনাটা রয়েছে।

ওরা তার পিস্তলটা ফেরত দিল বটে, কিন্তু খালি অবস্থায়। এবং ওখান থেকে বেরোতেও দিল—অবশ্য বেরোতে দিল না বলে, মারিয়া ধাক্কা দিয়ে ওকে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে বল্টু এঁটে দিল, বলাটাই হয়তো এর যথার্থ বর্ণনা। মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গেলেও বিপদ, কারণ তাহলে তাকে কি ঘটেছিল জানাতে হবে। এবং

মহিলার কাছে মার খেয়েছে জানালে সে কনচো শহরে একটা হাসির পাত্রে পরিণত হবে। তাই নিজে অপদস্থ হওয়ার কথা সে বলতেও পারছে না, আবার সইতেও পারছে না। উপরন্তু ওই মহিলাকে অ্যারেস্ট করতে চাইলেও, সীমিত দৈহিক শক্তি নিয়ে ওর পক্ষে সেটা সম্ভব হত কিনা, সেসম্পর্কেও ওর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অ্যাবিলীন কিডের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা ওকে বিরাট একটা ধাঁধায় ফেলেছে। খুব কাছে থেকেই ওর পেটে গুলি করেছিল সে। ওই অবস্থায় কোন মানুষের পক্ষে দশ ফুটও যাওয়া কঠিন—অথচ লোকটা বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে!

জ্যাক পালিয়ে গেছে, বর্তমানে একটা কাজই সে করতে পারে, সেটা হচ্ছে ওর ফিরে আসা বন্ধ করা। এবং সেটাই লকউড চায়। নেলসন ওর খোঁজে একটা পাসি পাঠিয়েছে। জ্যাককে দেখামাত্র গুলি করে মেরে ফেলার নির্দেশ ন্যান্সির বাড়ির গার্ডদের দেয়া হয়েছে। এবং যে মারবে তাকে পঞ্চাশ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছে। তার ন্যান্সিকে পাওয়ার পথে কাঁটাটাকে সরাবার জন্যে পঞ্চাশ ডলার ওর কাছে কিছুই না—বিশেষ করে সে যখন লকউডের কাছ থেকে আজই পাঁচ হাজার ডলার পাচ্ছে। ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে পোস্ট অফিস পার হওয়ার সময় পোস্টমাস্টার ওকে থামাল। লোকটার হাতে একটা চিঠি।

'বাড, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। গতকালের স্টেজেই এই চিঠিটা এসেছে। মার্শাল জ্যাক মর্টের নাম রয়েছে খামের ওপর। সে এখন আর মার্শাল নেই, কিন্তু সে যে জ্যাক মর্ট এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি বুঝতে পারছি না চিঠিটা কাকে দেয়া উচিত।'

'ওটা আমাকে দেখাও,' বলল বাড। ওটা হাতে নিয়ে আড়চোখে পোস্টমার্কটা খেয়াল করল। 'এটা দেখছি রেডরক থেকে এসেছে। নিশ্চয় ওখানকার ফ্রেইট ডাকাতি সম্পর্কেই কিছু খবর আছে। অর্থাৎ সরকারি চিঠি। এটা আমার কাছেই থাক।'

'হতে পারে,' সন্দেহ প্রকাশ করল পোস্টমাস্টার। 'এক কাজ করো,

ওটা খুলে তুমি পড়ে দেখো। সরকারি হলে তুমিই রেখো, কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি হলে ওটা জ্যাককে দেয়াই আমার উচিত হবে।'

'ভাল কথা,' বলে চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল নেলসন। চিঠিটা পড়ে ওর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। 'এটা টাউন মার্শালের চিঠি,' জানাল বাড। 'রেডরকের মার্শাল লিখেছে। এটা আমার কাছেই থাক।'

সোজা জেলে ফিরে গিয়ে নিজের ডেস্কে বসে চিঠিটা সে আবার খুঁটিয়ে পড়ল। পড়া শেষ করে ওর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'মাছটা এবার আমার বড়শিতে ভাল মতই গেঁথেছে,' উল্লসিত হয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করল বাড। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে ব্যাঙ্কের দিকে এগোল। পৌঁছানোর সাথে সাথে ওকে কার্লোর অফিসে ঢুকতে দেয়া হলো।

বেজার মুখে ওকে অভ্যর্থনা জানাল লকউড। 'তুমি যদি সেই পাঁচ হাজারের জন্যে এখানে এসে থাকো তাহলে তোমার হেঁটে আসার কষ্টটাই বৃথা হলো। তুমি জ্যাককে পালাতে দিয়েছ। তোমার বেতন বাড়ার বদলে বরং কমাই উচিত।'

ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসে শান্ত চেহারায় একটু হাসল নেলসন। 'আমার তা মনে হয় না, কার্লো। আসলে আমি দানটা আরও এক ধাপ চড়াতে এসেছি।'

'তোমার ধৃষ্টতা দেখে অবাক হচ্ছি আমি! তুমি মর্টকে আবার ধরে এনেছ বলতে চাও?'

'না, সে ভেগে গেছে। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে বলা যায়। কিন্তু ড্যানের সাথে জ্যাকের দেখা করার পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি, সুতরাং ওদিক দিয়ে তোমার শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তোমার প্রাক্তন বাড়ির সামনে আমি গার্ড বসিয়েছি। বাবার সাথে দেখা করার চেষ্টা করলে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে।'

'তাতে কি লাভ হবে? চুক্তিটা বাতিল হয়ে গেছে। আমি ভেবে দেখেছি আমার কষ্ট করে উপার্জন করা টাকা তোমার হাতে তুলে দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'কষ্টের উপার্জন? হাহ্, হাসালে তুমি। চমৎকার বলেছ, কার্লো।'

চট করে লকউডের দৃষ্টি বাডের ওপর একবার ঘুরে এল। 'মনে হচ্ছে কনচোর জন্যে আমাকে একজন নতুন মার্শাল খুঁজতে হবে। তুমি একটু বেশি চটপটে হয়ে উঠছ।'

'হ্যাঁ, আমি যথেষ্ট স্মার্ট। নতুন মার্শালের কথা ভুলে যাও। আমাকে বরখাস্ত করার বদলে আমাকে তুমি পার্টনার করে নিতে যাচ্ছ।'

পুরো এক মিনিট বাডের দিকে চেয়ে ওকে যাচাই করে দেখল লকউড। লোকটা নিশ্চয় কিছু একটা জেনেছে। কিন্তু কি? একটা অনিশ্চিত ভয় ওকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু ধাপ্পা দিয়ে ব্যাপারটা তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করল লকউড। 'এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা পাগল। এটা তোমার মাথায় কিভাবে ঢুকল যে তোমার মত একজন পার্টনার আমার দরকার?'

'একটা বিশেষ চিঠি পেয়েছি আমি। তাতে বুঝলাম, মাইডাস মাইনের তিরিশ হাজার ডলারের যে সোনা তুমি রেডরক থেকে চুরি করেছ, সেটা খরচ করতে সাহায্য করার জন্যে আমার মতই একজন পার্টনার তোমার দরকার হবে। এবং আমার চেয়ে যোগ্য আর কোন লোকও আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

নেলসনের কথা যেন গুলির মতই কার্লোর কপালের ঠিক মাঝখানে আঘাত করল। গা ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসল সে। নেলসনের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটাও কার্লোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে কেটে গেল। ওর চেহারায় যা ফুটে উঠল সেটা হচ্ছে ভয়, একেবারে নিখাদ আতঙ্ক। 'তুমি—তুমি জানো না তুমি কি বলছ!'

'তুমি বাজি ধরতে পারো। আমি জানি!' বাড তার চেয়ার থেকে একটু সামনে ঝুঁকল। 'তুমি আমাকে একটা গল্প শুনিয়েছিলে, ড্যান মর্ট ছিল তোমার পার্টনার এবং তোমাকে সে ঠকিয়েছে—গল্পটা এত বাস্তব শুনিয়েছিল যে আজ সকালেও তোমার থেকে ওই পাঁচ হাজার চেয়ে নেয়ার জন্যেই আমি রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু এখানে আসার পথে আমি এমন একটা চিঠি পেলাম যে বুঝলাম এতে তোমার কোন রকম

উচ্চবাচ্য করারও উপায় থাকবে না।'

'কি–কিসের চিঠি?'

'রেডরকের শেরিফ ব্লুস্টোনের একটা চিঠি। ওটা মার্শাল থাকাকালীন জ্যাক মর্টের লেখা চিঠির জবাব। চিঠিটা রেডরক ডাকাতির খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত চেয়ে লেখা হয়েছিল। এই চিঠিতে যারা সোনার চালান সম্পর্কে জানত, তাদের ছয়জনের নাম দেয়া হয়েছে। তোমার নামও ওই ছয়জনের মধ্যে ছিল।'

কার্লো স্থাণুর মত চেয়ারে বসে ওর দিকে চেয়ে আছে, এবং বাড বলে চলল, 'ডাকাতির ছয়মাস পরে তুমি মাইনের হিসাবরক্ষকের কাজ ছেড়ে দিয়ে কনচোতে এসে ব্যাঙ্ক খুলে বসলে। এখন একজন হিসাবরক্ষক, অসৎ না হলে, ব্যাঙ্ক খোলার মত টাকা কোথায় পাবে?'

'আমি মার্থা পামারকে বিয়ে করেছিলাম, ওর টাকা আছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু বিয়ে করার আগেই তুমি ওকে বলেছিলে এখানে একটা ব্যাঙ্ক খুলবে তুমি। অথচ তুমি রেডরকের লোকজনকে বলেছিলে বদ্ধ পরিবেশে বসে হিসাব করতে করতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ বলে একটা ছোট র‍্যাঞ্চ কিনে বাইরে খোলামেলা কাজ করতে চাও বলেই চাকরি ছাড়ছ। এটা আমার কাছে মোটেও র‍্যাঞ্চের মত দেখাচ্ছে না। বাকি যারা সোনা পাঠানোর কথা জানত, তাদের মধ্যে কেবল ড্যান মর্ট ছাড়া আর সবাই এখনও তাদের পুরোনো চাকরিই করছে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ড্যান বলেছিল সে নির্দোষ। দোষী ব্যক্তিকে ধরার জন্যেই সে পালিয়ে গেছিল। মর্ট সোজা কনচোতে এসেছিল, এবং তার বন্ধু গ্যারি বাটলারও এই কনচোতেই এসেছিল। মজার ব্যাপার, তাই না?'

'তুমি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছ যে আমি–আমি–'

'তুমি রেডরকের সোনা চুরি করেছ? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, আমি তাই বলছি, নেলসন। তোমাকে বগা চিপিতে পেয়েছি আমি। এখন আমাকে ওই পার্টনারশিপ দেয়ার কি হবে?'

লকউডের নিচের চোয়াল প্রায় বুকে ঠেকল। সে আগেই অনুভব করতে পেরেছিল এমনই একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মন আগেই তাকে

জানান দিয়েছিল যে এই অসৎ নীতিজ্ঞানহীন মার্শালকে দূরে রাখাই উচিত। গ্যারি বাটলারকে চিনতে পেরেই ওর ভয় হয়েছিল তার খেলা শেষ হয়ে আসছে। শেষে মুখ তুলে তাকাল লকউড।

'এটা আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে।'

হেঁকড়ার মত মাথা নাড়ল বাড। 'এতে ভাবা-ভাবির কিছু নেই। এটা শুধু "হ্যাঁ", বা "না"-এর প্রশ্ন। আমি কি তোমার পার্টনার, নাকি ডাকাতির জন্যে তোমাকে গ্রেপ্তার করব?'

বাডের দিকে তাকিয়েই রইল লকউড। ভাবছে, নিজের অ্যালিবাই আর মর্টের বিরুদ্ধে অকাট্য শক্ত নজিরের ওপর আস্থা রেখে বাডকে উপেক্ষা করবে? নাকি এই লোকের খপ্পরে আরও বেশি ভাবে নিজেকে জড়াবে? দরজা খুলে একজন ক্লার্ক মাথা গলানোয় ওদের আলাপে বাধা পড়ল। 'একটা লোক তোমার সাথে দেখা করতে চায়, মিস্টার লকউড। বলছে সে রেডরকের শেরিফ ব্লুস্টোন।'

লকউডের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। আড়ষ্ট হয়ে জমে গেছে ও। কিন্তু নেলসন চট করে বলে উঠল, 'ওকে ভিতরে আসতে বলো।' ক্লার্ক চলে গেলে কার্লোকে বলল, 'নিজেকে সংযত করো, লকউড। আমাকে তোমার সাথে নিলে ওকে আমি ধাপ্পা দিয়ে বিদায় করব, প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকে ওর হাতেই তুলে দেব।'

'তোমাকে আমি পার্টনার করে নিচ্ছি!' কার্লোর স্বর আতঙ্কিত। 'কেবল এই ঝামেলা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি তোমাকে পার্টনার করলাম!'

'ভালো। এবার নিজেকে সামলে নাও। আমরা দেখি ও কি চায়।'

দরজা খুলে গেল, একটা লোক ভিতরে ঢুকল। লোকটা অমায়িক ভাবে নড করে লকউডের দিকে চেয়ে বলল, 'হাওডি, কার্লো। তোমাকে এখানে দেখে খুব অবাক হয়েছি। তোমার যে ছোট র‍্যাঞ্চটা কেনার কথা ছিল, সেটা কোথায়?'

'আমি মত পালটে শেষে এই পেশায় চলে এসেছি, ব্লুস্টোন। আমি র‍্যাঞ্চের খোঁজেই ছিলাম, কিন্তু একমাসের মধ্যেই একটা ধনী মেয়েকে

বিয়ে করে ওর টাকা খাটিয়েই আমি এই ব্যাঙ্ক খুলেছি। আমরা সোনা কিনে চালান দেয়া শুরু করে বেশ উন্নতি করেছি। এ আমাদের টাউন মার্শাল বাড নেলসন। বাড, তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এ রেডরকের শেরিফ, ব্লুস্টোন।'

'আমার ধারণা ছিল, তরুণ জ্যাক মর্টই এখানকার মার্শাল।'

'হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যে সেই মার্শাল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে শুরু'তেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল। ওকে–মানে, ওকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু গতরাতে সে পালিয়ে গেছে। আমরা এখন ওর ব্যাপারেই আলাপ করছিলাম।'

'তাই নাকি? খুব খারাপ কথা। ওর চিঠি পড়ে তো আমার মনে হয়েছিল সে একটা উজ্জ্বল ছেলে, জীবনে অনেক উন্নতি করবে। যাক, আমি কনচোতে কিজন্যে এসেছি সেটাই আগে বলছি। জ্যাক মর্টের চিঠি পাওয়ার পর আমি ভাবলাম ছেলেটা যখন এখানে আছে, হয়তো ওর বাবাও আশপাশেই কোথাও থাকবে। এবং যেহেতু ড্যান মর্টের বিরুদ্ধে একটা অপরাধের অভিযোগ আছে, তখন এখানে এসেই একটু তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

'হ্যাঁ, সে ঠিকই এখানে আছে,' সহজ সুরে বলল নেলসন, 'কিন্তু আমি জানি না বর্তমান ব্যাপারটা তোমার আওতায় পড়বে কিনা। তিরিশ হাজার ডলারে তার মন ভরেনি, সে মিস্টার লকউডের স্টেজ থেকে সোনা চুরি করা শুরু করেছিল। আমরা ওকে ধরেছি। কিন্তু শহরের লোকজন এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে আমি শহরের বাইরে একটা কাজে যাওয়ার সুযোগে ওরা মর্টকে লিঞ্চ করার চেষ্টা করেছিল। চূড়ান্ত উত্তেজনার মাঝে একজন ওকে গুলি করেছে। সেই থেকে এখনও ওর জ্ঞান ফেরেনি।'

'ওকে তুমি কোথায় রেখেছ?'

'ন্যান্সি পামার ওর দেখাশোনার ভার নিয়েছে। আমি ওর পালানো ঠেকাবার জন্যে বাড়ির চারপাশে গার্ডের ব্যবস্থা করেছি। আমার ধারণা কনচোই ওর বিষয়টার সুষ্ঠু মীমাংসা করতে পারবে–ওকে তোমার

সাথে রেডরকে পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য সে আদৌ সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'তাহলে ওকে গুলি করা হয়েছিল, অ্যাঁ? ঠিক আছে, আমি এখানেই কয়েকদিন অপেক্ষা করব। দেখি, ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয়। তোমাদের সাথে পরে আবার দেখা হবে।' হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল শেরিফ ব্লুস্টোন।

নেলসন ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল। দেখল প্রচণ্ড একটা নাড়া খেয়ে লকউডের চেহারা একেবারে ফেকাসে হয়ে গেছে। সহজ স্বরেই কথা বলল বাড।

'তুমি এখনও নিরাপদ, কার্লো। লোকটা তোমাকে একটুও সন্দেহ করেনি। তুমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলে আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব। এখন বলো, তুমি মাইডাসের সোনা কিভাবে পাচার করো? ওগুলো ওদের সীল দেয়া সোনার বার হিসেবে ছিল না?'

নার্ভাস ভাবে ঠোঁট চাটল কার্লো। 'হ্যাঁ। মাঝেমাঝে ওগুলো গলিয়ে নিয়ে আমি অন্য সোনার সাথে চালান দিয়েছি।'

'অবশিষ্ট আছে কিছু?'

'প্রায় দশ হাজার ডলারের সোনা এখনও রয়েছে।'

'ওগুলো কোথায় আছে?' কথার জবাব না দিয়ে কার্লো ওর দিকে চেয়ে নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইল। বাড নির্দয়ের মত চাপ দিল। 'বলে ফেলো, আমি সবটাই জানতে চাই, লকউড। হয় আমি এর মধ্যে পুরোপুরি জড়াব, নইলে একেবারেই নয়। আমি জানতে চাই ওই সোনা কোথায় লুকানো আছে, যেন কখনও তোমার পক্ষে ওটা আনা সম্ভব না হলে, আমি গিয়ে নিয়ে আসতে পারি। কাগজ-পেন্সিল বের করে নক্সা এঁকে জায়গাটা আমাকে দেখাও।'

নক্সা আঁকায় ব্যস্ত হলো কার্লো। আঁকা শেষ হলে বাড কাগজটা নিয়ে পরখ করে দেখে পকেটে রাখল।

'এখন আমরা নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এখন

আমার পাঁচ হাজারের কি হবে? তোমার হাতে অনেক সোনা রয়েছে।'

'সোনা আছে, কিন্তু চলতি মুদ্রা নেই,' জানাল লকউড। 'আমি ইদানীং কোন চালান পাঠাইনি, তাই বাজারে চালু টাকা সবই সোনা কিনতে খরচ হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, পার্টনার যখন হয়েছি, ওটা পরে নিলেও চলবে। এখন ওই লুকানো সোনাটা গলিয়ে আমাদের জুপিটারে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ড্যান মর্ট এখন বিছানায় পড়ে আছে, তাছাড়াও আমরা চালানের সাথে যথেষ্ট লোক পাহারায় রাখব যেন আর কেউ চেষ্টা করলেও লুট করতে না পারে।'

কার্লো ওর প্রস্তাবটা মনে মনে বিচার করে দেখছে, এবং এছাড়াও ওর মাথায় এখন বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব পরিকল্পনা চলছে। শেষে মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ। আমরা ওই সোনা পাচার করব। আমি আজই এর একটা ব্যবস্থা করছি।'

বাড বিদায় নিল। নিজের কাজে সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। মার্শালের যাওয়ার পথের দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কার্লো। তারপর ওর চোখ থেকে বিষাক্ত ভাবটা বিদায় নিয়ে ওখানে একটা চতুর পরিকল্পনা আঁটার ভাব ফুটে উঠল। সূক্ষ্ম একটা হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে। উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্লুস্টোনের সাথে খোশ মেজাজে গল্প করছে বাড।

'গাধা!' বিড়বিড় করল কার্লো। 'বোকাটা কল্পনার রাজ্যেই বাস করছে। ভাবছে ওর ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। কিন্তু আমি জানি সুযোগ পেলেই সে মুহূর্তে আমাকে ডাবলক্রস করতে দ্বিধা করবে না।'

আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে কয়েক মিনিট দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে রইল। ওর তীক্ষ্ণ মগজে চিন্তা চলেছে—ব্লুস্টোন কি তার কনচো আসার সঠিক কারণটা বলেছে? নাকি ওরা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করে আঘাত হানার জন্যে তৈরি হচ্ছে?

ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করল লকউড। রাস্তার উল্টো পাশে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সেলুনের বাইরে অপেক্ষমাণ একটা লোক আড়মোড়া

ভেঙে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার ওপারে কার্লোর সমান গতিতে সেও এগোচ্ছে, কিন্তু লোকটা সামান্য একটু পিছনে থাকছে। ব্যাপারটা লক্ষ করেছে লকউড। কিন্তু ওর ভাবে মোটেও প্রকাশ পেল না যে সে জানে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরে হোটেলের জানালা দিয়ে উঁকি দিল লকউড। দেখল রাস্তার অন্যপাশে অনুসরণকারী লোকটা নিচু একটা চৌবাচ্চার ওপর বসে আছে। দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে পিছনের জানালা দিয়ে দেখল ওখানেও একজন অলসভাবে বসে ছুরি দিয়ে কাঠের টুকরো চাঁচছে।

নিজের কামরায় ফিরে বিছানায় বসে ভাবতে শুরু করল কার্লো। কোন সন্দেহ নেই, ওরা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে। এই ঝামেলার হাত থেকে বাঁচতে হলে ওকে কাজে নামতে হবে। এবং খুব দ্রুত কাজ করতে হবে।

ষোলো

জ্যাকের অল্পের জন্যে নিষ্কৃতি পাওয়ার উল্লাস বেশিক্ষণ টিকল না। ওর পিছনে পাসি পাঠাতে বিলম্ব করেনি বাড। পিছন থেকে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসার খুরের শব্দে সে সোজা উত্তরে জঙ্গলের দিকে ছুটল। সে ভাবছে সরাসরি গুপ্ত আশ্রয়ের দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। বল্ড পীকের নিচে ওই গুহাটা যদি ন্যাঙ্গির পরিচিত হয়, তাহলে পাসির লোকজনও হয়তো ওটা চিনবে।

ঘন জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল জ্যাক। বারবার বাবাকে পাহাড়ে

খুঁজতে আসায় এসব এলাকা এখন তার কাছে পরিচিত। দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরল সে। একটা ঢাল বেয়ে নিচে নামার সময়ে বিপত্তিটা ঘটল। স্লেটের মত মসৃণ শেইল পাথরের ওপর ঘোড়াটা পা পিছলে পড়ে গেল। জ্যাক লাফিয়ে একপাশে সরে গেল বটে, কিন্তু ঘোড়াটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই আবার পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে ঠেকল। নিচে পৌঁছে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করে জ্যাক বুঝল ওটার পায়ে চোট লেগেছে, এখন হাঁটার চেয়ে বেশি গতিতে ওটা চলতে পারবে না।

পিছন থেকে পাসির লোকজনের পরস্পরের সাথে চিৎকার করে কথা বলার আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে। উপায় নেই বুঝে ঘোড়ার স্যাড্‌ল্‌ খুলে ওকে ছেড়ে দিল জ্যাক। পাসির লোকজন ওটাকে খুঁজে পেলেও হয়তো একটা ছাড়া ভেবে বিভ্রান্ত হবে। তারপর স্যাড্‌ল্‌টা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে শিকারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে হরিণের মতই ছুটছে জ্যাক। খোঁড়া ঘোড়াটকে খুঁজে পাওয়ার পর ওদের উত্তেজিত হাঁকডাকে সে বুঝল ওরা এখন তার নিরুপায় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। আরও কিছুদূর এগিয়ে ঝর্নায় নেমে ওটা ধরেই কয়েকশো গজ এগিয়ে ঝর্নার ওপর নুয়ে আসা একটা লাইভ ওকের ডাল ধরে ঝর্না থেকেই গাছে উঠল। সুতরাং কোন পাড়েই ঝর্না থেকে উঠে আসার পায়ের ছাপ থাকল না। বাঁদরের মতই এক গাছ থেকে অন্য গাছে সরে কিছুদূর গিয়ে একটা মোটা ডাল আঁকড়ে গাছেই বসে থাকল সে।

অনুসরণকারী দলটা জ্যাক যেখানে পানিতে নেমেছে সেখানে পৌঁছে ঝর্না পার হলো। কিন্তু ওখানে কোন পায়ের চিহ্ন না দেখে দুভাগে ভাগ হয়ে পায়ের ছাপের খোঁজে ঝর্নার পাড় ধরে দুদিকে রওনা হলো।

প্রায় একঘণ্টা পর নিরাপদ বুঝে গাছ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল সে। একটা প্ল্যান মাথায় আসায় শহরের দিকেই এগোচ্ছে। আজ সকাল থেকে ঝর্নার পানি ছাড়া আর কিছুই ওর পেটে পড়েনি। হাঁটতে হাঁটতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। এখন শহরের কাছে এসে পড়েছে

ও। মাত্র এক মাইলের ব্যবধান। কিন্তু ওই এলাকাটা একেবারে ফাঁকা—কোন আড়াল নেই। সুতরাং ওখানেই অন্ধকার নামার আশায় প্রতীক্ষায় রইল।

অন্ধকার হওয়ার পর শহরে পৌঁছে অন্ধকার গলিপথেই আন্ডারটেকারের বাড়ির পিছনের দরজায় নক করল। আন্ডারটেকার নিজেই দরজা খুলল।

জ্যাক ভিতরে ঢুকে নিচু স্বরে বলল, 'আমি জ্যাক মর্ট। আমি চোরও নই, খুনীও নই, কিন্তু ওরা আমাকে মেরে ফেলার জন্যে খুঁজছে। ওরা যে ভুল করছে সেটা প্রমাণ করতে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। তোমার কাছে কি স্লোভেন আর স্পাইডার ম্যাকলের লাশ এখনও আছে?'

লোকটা মাথা নাড়ল। 'আমি আজই ওদের কবর দিয়েছি।'

'স্পাইডারের পিস্তলটা কোথায়?'

'ওটা আমার কাছেই আছে। কেন?'

'ওটা কোন ক্যালিবারের পিস্তল লক্ষ করেছ?' লোকটাকে ইতস্তত করতে দেখে সে আবার বলল, 'শোনো; আমি স্লোভেনকে হত্যা করিনি। স্পাইডার গুলি করার আগের মুহূর্তেই আমি সরে গেছিলাম, এবং ওর বুলেটেই মারা পড়েছে স্লোভেন। এখন স্পাইডারের পিস্তল যদি আমার থেকে ভিন্ন ক্যালিবারের হয়, তাহলেই আমি বাঁচি।'

লোকটার সন্দেহ দূর হয়ে ওর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ওটা আমি পরীক্ষা করে দেখিনি, তবে এক মিনিটেই সেটা করা যাবে। তুমি আমার সাথে এসো।'

রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে এগোল ওরা। স্ত্রীকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে আন্ডারটেকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল। 'বাড নেলসন একে মেরে ফেলতে চায়, আমার বিশ্বাস ও নির্দোষ। ওর এখানে আসার কথা কাউকে বোলো না।'

বসার ঘরে এসে দেয়ালে ঝোলানো গানবেল্ট সহ একটা পিস্তল নামিয়ে জ্যাকের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ওটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে খুশি হয়ে উঠল মর্ট। 'ওকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে?'

'চার্চের পিছনে।'

'তুমি কি নেলসনকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে আমাকে সাহায্য করবে?'

'করব। আমাকে কি করতে হবে?'

'ভোরের আলো ফুটলে এই পিস্তল আর একটা কোদাল নিয়ে ওর কবরের কাছে তুমি আমার সাথে দেখা কোরো। এখন আমাকে ডক বূনের সাথে দেখা করতে হবে। ওকে আমাদের দরকার হবে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে দ্রুত ডাক্তারের বাড়ির পিছনের দরজায় পৌঁছল জ্যাক। মিসেস বূনই দরজা খুলল। ডাক্তার রান্নাঘরেই ছিল, জ্যাককে দেখে সে তাড়াতাড়ি ওকে ওখানেই বসিয়ে সব কথা শুনল। এবং আনন্দের সাথেই সে ওর প্ল্যান অনুমোদন করল।

'এখন তুমি খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও,' বলল মিসেস বূন। 'তুমি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ।'

ভোর হওয়ার আগেই ওকে জাগাল ডাক্তার। সে নির্বিঘ্নেই চার্চের পিছনে স্লোভেনের কবরে পৌঁছল। সকাল হতেই কোদাল আর পিস্তল নিয়ে ওখানে হাজির হলো আন্ডারটেকার। ওরা দুজনে মিলে কবর খুঁড়ে স্লোভেনের লাশ বের করার কাজে নামল।

হঠাৎ আন্ডারটেকার সাবধান করল। 'কবরের গর্ত থেকে মাথা বের কোরো না,' বলল সে। 'ছসাতজন রাইফেলধারী লোক এদিকেই আসছে। কিন্তু না-ওদের সবার আগে ডক বূনকেই দেখা যাচ্ছে! স্থির হয়ে বসে থাকো, জ্যাক; ওরা বন্ধু।'

ডাক্তার কাছে এসে জানাল, 'স্টোনওয়ালের সাথে আরও কয়েকজন সৎ নাগরিককে নিয়ে এলাম, জ্যাক। নেলসন এই শহর অনেকদিন নিজের ইচ্ছামত চালিয়েছে-আর নয়। এরা সবাই তোমার দিকটা শুনে প্রভাবিত হয়েছে। তোমার কথাই সত্য প্রমাণিত হলে ওরা তোমাকে সব রকম সাহায্য করবে।'

স্লোভেনের লাশের ওপর ডাক্তার তার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময়ে স্টোনওয়াল বলল, 'নেলসন তার তিনজন চ্যালা নিয়ে এদিকেই আসছে। তোমাকে কিছু করতে হবে না, জ্যাক, কথা যা বলার তা আমরাই বলব।'

নেলসন বীরদর্পে এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। 'এখানে কি হচ্ছে?' জানতে চাইল সে। তারপর জ্যাকের ওপর চোখ পড়তেই সে চিৎকার করে উঠল, 'মর্ট! তুমি শূন্যে হাত তুলে দাঁড়াও। এক্ষুণি!'

'ওর সাথে তোমার কি দরকার?' প্রশ্ন করল স্টোনওয়াল।

'ওর বিরুদ্ধে স্লোভেনকে খুন করার অভিযোগ আছে।'

'কে বলল জ্যাক ওকে খুন করেছে?'

'আমি বলেছি। ওকে আমি স্লোভেনকে খুন করতে দেখেছি।'

'ডক বূন করোনারের জুরিকে এখানে হাজির করেছে। এখন সে ময়না তদন্তের কাজ শেষ করছে। আমরা সিদ্ধান্ত নেব ওকে খুন করা হয়েছে কিনা, এবং খুন হয়ে থাকলে সেটা কে করেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জবানবন্দি দেয়ার জন্যে থাকতে পারো।'

'অবশ্যই আমি উপস্থিত থাকতে চাই!'

ডক বূন সীসার একটা টুকরো হাতে উঠে দাঁড়াল। 'এই বুলেটের আঘাতেই স্লোভেনের মৃত্যু ঘটেছে। এটা ওর মেরুদণ্ড থেকে আমাকে খুঁড়ে বের করতে হয়েছে। এখন সেই পিস্তলটা কোথায়?' আন্ডারটেকার ডাক্তারের দিকে পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল। 'এটাই কি স্পাইডারের পিস্তল?'

'কোন সন্দেহ নেই। ওটা আমাকে চাড় দিয়ে ওর মুঠো থেকে বের করতে হয়েছিল।'

ওটা একে একে সবাইকেই পরীক্ষা করতে দিল ডাক্তার। 'ওটা কোন ক্যালিবারের পিস্তল?'

'নিঃসন্দেহে ওটা একটা .৪১ পিস্তল,' বলল স্টোনওয়াল। 'এদিকে ওই পিস্তলের ব্যবহার খুব বিরল।' সবাই সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

পকেট থেকে সোনা মাপার ছোট্ট একটা দাঁড়িপাল্লা বের করল বূন। সাবধানে সীসার টুকরোটা ওজন করে সে জানাল, 'এর ওজন থেকে

বোঝা যাচ্ছে, যে বুলেটটা ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী, সেটা .৪১ পিস্তল থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল। তোমাদের রায় কি, জুরি?'

'আমার মতে স্পাইডারের গুলিই স্লোভেনের মৃত্যুর কারণ। তোমরা কি বলো?' জুরিদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল স্টোনওয়াল। ওরা সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

'ঠিক আছে, নেলসন; তুমি এখনও শপথ করে সাক্ষী দিতে চাও?'

নেলসনের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। 'এটা করে তোমরা পার পাবে না! মর্ট ওকে মেরেছে; আমি নিজে দেখেছি! হয়তো ওর একটা ফোরটিওয়ানও আছে। এখন সে যেটা পরে আছে, ঘটনার সময়ে এটা ওর সাথে ছিল না।'

'তাহলে তখন সে যেটা পরে ছিল, সেটাও ফোরটিফাইভ,' জুরিদের একজন বলল। 'এটা আমি শপথ করে বলতে পারি, কারণ আমি নিজে ওর কাছে এক বাক্স .৪৫ গুলি বিক্রি করেছি।'

'যদি সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে,' প্রস্তাব দিল ডাক্তার, 'তাহলে আমরা স্পাইডারের লাশ থেকে জ্যাকের গুলিটা বের করে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।'

'তুমি কি বলো, বাড?' প্রশ্ন করল স্টোনওয়াল।

'জাহান্নামে যাও তুমি!' বলে, ঘুরল নেলসন। ওর মিথ্যা বলাটা যে ধরা পড়ে গেছে, এটা সে জানে। গালি বকতে বকতেই সে শহরের দিকে চলে গেল।

লাশটাকে আবার কবর দেয়া শেষ হলে সবাই শহরের রাস্তার দিকে এগোল। ওরা দেখল ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ন্যান্সি। মেয়েটার মাথা খালি, চোখ দুটো উজ্জ্বল। ওদের দেখতে পেয়েই সে ছুটে এগিয়ে এল।

'জ্যাক! ডক বুন! দারুণ একটা সুখবর! মিস্টার মর্টের জ্ঞান ফিরেছে, কথা বলছে সে!'

'এখন আমাদের কাছে সবকিছুই পারিষ্কার হয়ে যাবে,' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ডাক্তার। 'তোমরাও সবাই চলো, তাহলে আর কোন

বিরোধ থাকবে না।'

পামার বাড়ির সিঁড়িতে বসা গার্ড দুজন ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। স্টেনওয়াল ওদের জুরির সিদ্ধান্ত জানিয়ে সাবধান করল যে ওরা বেয়াড়া কিছু করলে পরে পস্তাতে হবে। 'আমরা বাইরেই পাহারায় থাকছি যেন তোমাদের কেউ বিরক্ত করতে না পারে।'

ন্যান্সি, জ্যাক, আর ডাক্তার বাড়িতে ঢুকে সামনেই মারিয়াকে দেখতে পেল। 'সেনইঅর মর্টের সাথে দেখা করার জন্যে দুজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে,' ওদের জানাল মহিলা।

বসার ঘরে অপেক্ষমাণ দুজনের দিকে ফিরল জ্যাক। 'আমি শেরিফ ব্লুস্টোন, আর এ হচ্ছে ওভারল্যান্ড ফ্রেইট কোম্পানির এজেন্ট মিস্টার হেরল্ড বার্ড। মর্ট, তোমাকে মোটেই পলাতক আসামীর মত দেখাচ্ছে না।'

'না, ও তা নয়,' বলল ডাক্তার। তারপর দোতালায় ওঠার পথে সে সংক্ষেপে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিল।

ড্যান মর্ট চোখ বুজে বিছানার ওপর শুয়ে আছে। জ্যাক ওর মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বাবার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। 'ড্যাড,' ফিসফিস করে বলল সে, 'এখন তুমি কেমন বোধ করছ?'

চোখ দুটো খুলে গেল, এবং ওর সরু ঠোঁট একটা মৃদু হাসিতে বাঁকা হলো। 'হ্যালো, জ্যাক। এখন বেশ ভালই আছি। হ্যালো, হেরল্ড, শেরিফ, তুমি কি আমাকে ধরতে এসেছ?'

'না, আমি সেজন্যে আসিনি। হেরল্ডের সাথে আমার ওই ব্যাপারে আলাপ হয়েছে।'

'জ্যাক, আমি রেডরকের ওই সোনা চুরি করিনি। যেখানে সাধারণত ক্যাম্প করি, সেখানেই ক্যাম্প করেছিলাম আমি, হেরল্ডের তাই নির্দেশ ছিল। কিন্তু ওয়্যাগনে সোনা রয়েছে বলে ওটারই তলায় ঘুমিয়েছিলাম আমি। রাতের বেলায় কেন যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ কেন ঘুম ভাঙল দেখার জন্যে আমি হামাগুড়ি দিয়ে মাথা বের করতেই টেইলগেইট থেকে ঝুঁকে হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে কেউ আমাকে

অজ্ঞান করে ফেলল।'

'আমি কখনও বিশ্বাস করিনি তুমি চুরি করেছ, ড্যাড।'

'কিড আমাকে তাই জানিয়েছিল। তোমার বিশ্বাসের কথা জেনে আমি গর্বিত হয়েছিলাম, বাছা। সোনা খোয়া গেছে দেখে কি করা উচিত বুঝে না পেয়ে আমি একটা মিউল নিয়ে রেডরকে ফিরে গ্যারি বাটলারের সাথে আলাপ করলাম। সে তৎক্ষণাৎ বলল ফিরে গেলে নির্ঘাত ওরা আমাকে জেলে পুরবে–এমন আষাঢ়ে গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমাকে কে আঘাত করেছে সেটাও আমি জানি না। আসল চোরকে ধরার জন্যে আমাকে মুক্ত থাকতে হবে বুঝে আমি পালালাম।'

দম নেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে চলল, 'গ্রাম্পি আমাকে খাবার সাপ্লাই করত, আর বাকি যে পাঁচজন সোনার খবর জানত, তাদের ওপর নজর রেখেছিল। একদিন কার্লো লকউড মাইডাস মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কনচো চলে আসল। গ্রাম্পিও ওকে অনুসরণ করে এখানে এল। লকউড যখন তার ব্যাঙ্ক চালু করল, তখনই আমরা প্রায় নিশ্চিত হলাম যে সেই চুরিটা করেছে।

'আমিও গ্রাম্পির সাথে যোগ দিতে এখানে চলে এলাম। আমরা ভেবেছিলাম আইনের সাহায্য চেয়ে, ব্যাঙ্ক খোলার মত টাকা লকউড কোথায় পেল সেটা ওদের তদন্ত করে দেখতে বলব। কিন্তু এই সময়ে কার্লো একজন ধনী মহিলাকে বিয়ে করল। আমরা বুঝলাম এখন কেউ খোঁজ নিলে সে বলবে স্ত্রীর টাকাতেই সে ব্যাঙ্ক খুলেছে। তাই ওর অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েও সেটা প্রমাণ করার কোন উপায় রইল না।'

ড্যানের শ্বাস ভারী হয়ে এল; ওকে দুর্বল দেখাচ্ছে। হেরল্ড ওর বিছানার ওপর ঝুঁকে বলল, 'বাকি অংশটা তোমার হয়ে আমিই শেষ করছি, ড্যান। কার্লোই রেডরকের সোনা চুরি করেছে নিশ্চিত জেনেও তা প্রমাণ করতে না পেরে গ্যারি আর তুমি ওর থেকেই চুরি করে ওভারল্যান্ড ফ্রেইট কোম্পানীর ন্যায্য টাকা শোধ করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিলে। এবং এর পর থেকে মাঝে মাঝে আমি বিভিন্ন ঠিকানা থেকে পাঠানো সোনা পেতে শুরু করলাম। প্রতি চালানের সাথেই একটা করে ছোট্ট টাইপ করা চিঠি থাকত। ওতে সোনাটা আমাদের তিরিশ হাজার ডলার ক্ষতির বিরুদ্ধে সমন্বয় করে নেয়ার অনুরোধ জানানো হত।

মাথা ঝাঁকাল ড্যান। 'গ্রাম্পি–শিপমেন্টের–ব্যবস্থা করত। এছাড়া আমাদের–আর কোন–পথ–ছিল না। গ্যারি মারা যাওয়ার পর কিড আমাকে সাহায্য করেছে। কার্লোর শেষ চালান সেই চুরি করেছিল।'

'এবং আজ পর্যন্ত তুমি বাইশ হাজার ডলার শোধ করেছ,' গম্ভীর স্বরে বলল হেরল্ড বার্ড। তোমার ওপর আমার আস্থা সবসময়েই ছিল, এখনও আছে। আজ সকালে কনচো পৌঁছে ব্লুস্টোনের কাছে লকউডের থেকে তোমার সোনা লুট করার খবর জেনে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।'

ধীরে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। 'ড্যাড, আমরা তোমাকে ন্যান্সির তত্ত্বাবধানে রেখে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস এখন আমি লকউডের সাথে বোঝাপড়া করতে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ,' বলল ব্লুস্টোন। 'কিন্তু শুধু তুমি নও, আমরাও তোমার সাথে যাচ্ছি। একটা শেষ বোঝাপড়া করার সময় এসেছে। অবশ্য এখনও আমাদের হাতে তেমন নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই, তবে আমার মনে হয় এখন ওকে ভয় দেখিয়েই ওর থেকে সত্যি কথা আমরা নিংড়ে বের করে নিতে পারব।'

ওরা চারজন বাইরে বেরিয়ে স্টোনওয়ালের লোকজনকেও সাথে নিয়ে দল ভারী করল। ডক বুন সংক্ষেপে ওদের পুরো ব্যাপারটার একটা মোটামুটি আন্দাজ দিল।

'আমরা ঠিকই ওর মুখ থেকে সব কথা টেনে বের করব,' কঠিন স্বরে বলল স্টোনওয়াল। 'আমরা ওকে জেলের পিছনে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে ওর গলায় ফাঁস পরাব–ও বুঝবে ড্যান মর্টের কেমন লেগেছিল।'

'লকউড কোথায়?' পানির চৌবাচ্চার ওপর বসা লোকটাকে প্রশ্ন

করল বুন।

'হোটেলের ভিতর,' বলল সে। 'আমি ওকে ঢুকতে দেখেছি। এখনও সে বেরোয়নি—অন্তত সামনের দরজা দিয়ে বেরোয়নি।'

'আমার সাথে এসো, জ্যাক। পিছনের দরজাতেও আমার লোক আছে,' বলল ডাক্তার। 'সে হয়তো জানালা দিয়ে আমাদের আসতে দেখে ভয় পেয়েছে। আমরা পিছনের দিকে বসানো লোকটাকে জিজ্ঞেস করব।'

ওকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল কার্লো পিছনের দরজা দিয়েও বেরোয়নি। হোটেলের ক্লার্কের কাছে জানা গেল সে এখনও তার কামরাতেই আছে। দোতালায় উঠে ওর কামরার দরজা খোলাই পাওয়া গেল।

কামরাটা খালি।

সতেরো

'লোকটা চলে গেছে,' বলল ডাক্তার। 'জ্যাক, তুমি নিচে গিয়ে ক্লার্ক আর কিছু লোকজনকে ডেকে আনো। হোটেলের চিলেকোঠা থেকে নিচের তালা পর্যন্ত আমরা খুঁজে দেখব।'

তাই করা হলো, কিন্তু কার্লোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

'সামনের লোকটা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে,' বিড়িবিড় করে বলল ডাক্তার। 'তবে ওর সেলাই করা দেহ আমি আবার কেটে ছিঁড়ে আগের মতই করে ছাড়ব।'

কিন্তু লোকটার সাথে আবার কথা বলে বোঝা গেল সে ধোঁকা

দেয়নি। সে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলল কার্লো সামনের দরজা পার হয়নি। ক্লার্কও একই কথা জানাল। পিছনের লোকটাও সমান জোর দিয়ে বলল ওদিক দিয়ে কার্লো বেরোয়নি। হোটেলেও সে নেই, তবে? সে কি একেবারে উবে গেল?

স্টোনওয়ালই শেষে ধাঁধার সমাধান দিল। চিলেকোঠা সার্চ করে ছাদে গেছিল সে। ফিরে এসে বলল, 'অ্যাটিক থেকে ছাদে গিয়ে ওখান থেকে পাশের একতালা বাড়ির ছাদে লাফিয়ে পড়ে নিচে নেমে ওপাশের গলিতে ঢুকেছিল সে।'

ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়েও লাভ হলো না। দেখা গেল ব্যাঙ্কের ভল্ট খোলা, ভিতরের সোনা নিয়ে উধাও হয়েছে কার্লো।

'পালিয়েছে,' তিক্ত স্বরে বলল ডাক্তার। 'এখন?'

'স্টেজ স্টেশন,' বলে জ্যাক লীড নিল।

'হ্যাঁ,' স্টেজ এজেন্ট জানাল। 'সে আজ ভোর তিনটায় এসেছিল এখানে। আমাকে বলল কিছু সোনা পাঠাতে চায় ও। তখনই স্টেজে ঘোড়া জুড়ে তৈরি করে আমরা দুজনে অন্ধকারে নিঃশব্দে গাড়িতে সোনা তুললাম। কার্লো নিজেই ড্রাইভিংসীটে বসে গলির ভিতর দিয়ে স্টেজটাকে শহরের বাইরে নিয়ে চাবুক ফুটিয়ে রওনা হয়ে গেল। এতক্ষণে সম্ভবত পরের স্টেশনে পৌঁছে গেছে ও।'

'আমরা ওকে অনুসরণ করব,' নিজের সিদ্ধান্ত জানাল জ্যাক। 'ডাক্তার, তোমাকে শহরেই থাকতে হবে। শেরিফ ব্লুস্টোন, হেরল্ড আর স্টোনওয়াল আমার সাথে যাবে। আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি।'

আস্তাবল থেকে তিনটে ভাল ঘোড়া ভাড়া নিল জ্যাক। ওগুলো ব্লুস্টোন, হেরল্ড আর তার নিজের জন্যে—স্টোনওয়ালের নিজের ঘোড়াই রয়েছে।

ওরা রওনা হওয়ার আগেই ঘোড়ায় চড়ে ন্যান্সি ওখানে হাজির হলো। কার্লোর পালানোর খবর শহরে দাবানলের মতই দ্রুত ছড়িয়েছে। জ্যাককে ন্যান্সি বলল, 'আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি। আমি আগেই বলেছি, এখন থেকে আমি তোমার পাশেই থাকব। আমি ভাল

ঘোড়া চালাতে জানি, এবং ওজনেও হালকা, সুতরাং আমার পিছিয়ে পড়ার ভয় নেই।'

'মনে হচ্ছে তোমার একসাথে রাইড করার শখ আজ ঠিকই পুরো হবে,' মন্তব্য করল জ্যাক।

দ্রুত গতিতেই রওনা হলো ওরা। জানে, সামনের স্টেজ স্টেশনে ঘোড়া বদলে নিতে পারা যাবে।

প্রথম পাঁচশো মাইল পথ ওরা দুঘণ্টায় পেরিয়ে পরের স্টেশনে পৌঁছল। কোরাল খালি দেখে চিন্তিত হয়ে উঠল জ্যাক।

ওদের প্রশ্নের জবাবে আস্তাবল রক্ষী জানাল লকউডের নির্দেশেই ঘোড়াগুলোকে সে ছেড়ে দিয়েছে। ওর থেকে আরও জানা গেল যে বাড নেলসনও কার্লোর পিছু নিয়েছে। ফ্রেশ ঘোড়া পায়নি বলে খুব রাগ দেখিয়ে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে ক্লান্ত ঘোড়া নিয়েই সে এগিয়েছে।

'আমাদের জুপিটারেই ওদের ধরতে হবে,' নিরাশ স্বরে বলল জ্যাক। কনচো থেকে আনা ঘোড়া নিয়েই ওরা রওনা হলো।

পরের স্টেজ স্টেশনের কাছাকাছি ফিরতি স্টেজ ওদের পার হলো। 'এখানেও ফ্রেশ ঘোড়া পাওয়া যাবে না,' চিৎকার করে জ্যাককে জানাল স্টোনওয়াল। ওখানে পৌঁছে দেখা গেল ওর কথাই ঠিক, ওদের আটটা ঘোড়াই ক্লান্ত।

যাহোক, একটা ঘোড়া ব্যবসায়ীর কাছে দুটো ঘোড়া পাওয়া গেল। ব্লুস্টোন আর জ্যাক ওগুলো নিল। ডিনার না খেয়েই ওরা আবার রওনা হলো। পঁচিশ মাইল পথ পেরিয়ে ওরা হার্টস্‌ভিলের আগে শেষ বিলে স্টেশনে পৌঁছল। হার্টস্‌ভিলই স্টেজ লাইনের শেষ প্রান্ত।

বিকেল সাড়ে চারটায় ওরা হার্টসভিল পৌঁছল। জানা গেল মাত্র একঘণ্টা আগেই লকউড ওখানে পৌঁছেছিল। ওর জন্যে একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি রাখার আদেশ দিয়ে স্টেজ নিয়ে ব্যাঙ্কে সোনা জমা দিতে গেছিল সে। তার আধঘণ্টা পরেই ফিরে এসে ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে গেছে। এর পনেরো মিনিট পরে নেলসন ওখানে পৌঁছে কার্লোর চলে যাওয়ার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে ওখানেই ওর ক্লান্ত

ঘোড়াটাকে রেখে টলতে টলতে হেঁটে চলে গেছে।

'চলো আমরা ব্যাঙ্কে গিয়ে খোঁজ নিই,' প্রস্তাব দিল ন্যান্সি।

শহরের আস্তাবল থেকে ফ্রেশ ঘোড়া নিয়ে ওরা ব্যাঙ্কে পৌঁছল। ওখানে জানা গেল লকউড বিশ হাজার ডলারের সোনা জমা দিয়ে তার বদলে ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে চলে গেছে।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরোবার উদ্যোগ করছে ওরা। জ্যাক বলল, 'এখন সবই আমাদের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। শহরের লোকজনের মধ্যে হয়তো কেউ ওকে শহর ছাড়তে দেখে থাকতে পারে। জিজ্ঞেস করা ছাড়া সে কোনদিকে যেতে পারে তার কোন হদিসই আমাদের পাওয়ার উপায় নেই।'

জ্যাক বেরোতে যাচ্ছে, এই সময়ে ব্লুস্টোন ওকে পিছন থেকে টেনে ধরল। 'দাঁড়াও! একটু পিছিয়ে এসো,' বলল সে।

ঘোড়ার পিঠে একটা লোক অত্যন্ত দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে চলে গেল। লোকটা নেলসন।

ব্লুস্টোন বলল, 'মনে হচ্ছে ওই লোক জানে লকউড কোথায় যাচ্ছে। এসো, আমরা বেশ কিছুটা পিছনে থেকে ওকে অনুসরণ করি।'

তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ল ওরা। ততক্ষণে নেলসন অদৃশ্য হয়েছে; কিন্তু লোকটা কোনদিকে গেছে এটা ওরা জানে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে নেলসনকে দূরে একটা রিজ পেরিয়ে যেতে দেখা গেল। এগিয়ে চলল ওরা।

জ্যাকের ঘোড়াটা অপেক্ষাকৃত তেজী। ওটাই লীড নিল। এখন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এগোচ্ছে জ্যাক। কিছুদূর যাওয়ার পরই একটা গুলির আওয়াজ শুনে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সে। পিছনে ফিরে দেখল ওর সঙ্গীরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে, ওদের দেখা যাচ্ছে না। পরপর আরও দুটো গুলির আওয়াজ কানে যেতেই সঙ্গীদের জন্যে আর অপেক্ষা না করে এগোল জ্যাক।

জঙ্গল আরও ঘন হলো। তারপর হঠাৎ করেই কিছুটা খালি এলাকা ওর সামনে পড়ল। ওপাশে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে একটা কেবিনের

অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। খোলা দরজার কাছেই একটা লোক হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুহূর্তে লোকটাকে চিনতে পারল জ্যাক।

'লকউড!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। নেলসনকে কোথাও দেখতে না পেয়ে ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে চক্রাকারে ফাঁকা এলাকা ঘুরে কেবিনের দিকে এগোল।

হঠাৎ দেখতে পেল উল্টো দিকে একটা ঝোপের পাশে নেলসন তার ঘোড়ার পিঠে একটা বাক্স ঝুলাচ্ছে। রাগে জ্যাকের গা জ্বালা করে উঠল। ওই লোকটাই তার বাবার নামে অপবাদ দিয়েছিল, ওত পেতে লুকিয়ে থেকে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। মিথ্যা খুনের অভিযোগে তাকে জেলে ভরে ফাঁসিতেও ঝুলাতে চেয়েছিল। সে আর সহ্য করবে না, আজ সামনাসামনি একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে।

আড়াল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল জ্যাক। নেলসনও ওকে দেখতে পেয়েছে। বাড়ের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। জ্যাকের ওপর তারও রাগ কম নয়। সেও এগোল। পরস্পরের থেকে বিশ গজ দূরত্বে থেমে দাঁড়াল ওরা।

'তোমাকে মরণই এখানে টেনে এনেছে,' বলল নেলসন। 'লকউডকে শেষ করেছি, এবার তোমার পালা।'

'মুখে ফটফট না করে পিস্তল বের করো, আমি তৈরি!' জবাব দিল জ্যাক। একপা একপা করে এগোচ্ছে সে। বিশ গজ দূর থেকে অনিশ্চিত ভাবে গুলি না ছুঁড়ে আরও কাছে এগিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে। জ্যাক আরও এগিয়ে আসছে দেখে একটু দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল ওর চেহারায়। ওর ডান হাতের আঙুলগুলো ছড়ানো, পিস্তলের বাঁটের কাছেই রয়েছে ওর হাত। ওদের মধ্যে ব্যবধান এখন মাত্র পনেরো গজ। এখনও এগোচ্ছে জ্যাক।

হঠাৎ পিস্তলের বাঁটের ওপর ছোবল দিল নেলসন। মসৃণ গতিতে ওর হাতে উঠে এল পিস্তল। নেলসনের হাত নড়তে দেখেই ঝট করে বসে পড়েছে জ্যাক। ওর হাতেও বেরিয়ে এসেছে কোল্ট ফোরটিফাইভ।

একসাথেই গুলি ছুঁড়ল ওরা। নেলসনের গুলিটা জ্যাকের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। জ্যাকের গুলি বাড়ের হার্ট ফুটো করে দিল।

নেলসনের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। রক্তে লাল হয়ে উঠল ওর জামা। এক পা এগিয়ে ডান পাশে হেলে পড়ল সে। স্থির হয়ে গেছে ওর চোখ।

আঠারো

শেরিফ ব্লুস্টোনের সাথে ন্যান্সি, স্টোনওয়াল, আর হেরল্ড ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে জ্যাকের কাছে গেল ন্যান্সি।

শেরিফ ব্লুস্টোন আর তার দুই সঙ্গী ওখানে মাইডাসের সীল দেয়া সোনা আর ব্যাঙ্ক নোটের সাথে দুটো মৃতদেহ খুঁজে পেল।

'মনে হচ্ছে এখন সবই পরিষ্কার হয়ে গেল,' বলল শেরিফ। 'কার্লো ওই সোনা ডাকাতি করার পর একটু একটু করে সোনা সরিয়ে এখানে জমা করেছিল। এত দূরে লুকানো থাকায় সে চট করে সবটা পাচার করতে পারেনি। এতেই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে ড্যান মর্টের ওই ডাকাতির সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।

'বাবা ওভারল্যান্ড ফ্রেইটের সাথে অনেকদিন কাজ করেছে,' বলল জ্যাক। 'সে যখন ভাল হয়ে উঠবে, মিস্টার বার্ড, তুমি হয়তো তাকে আবার কাজে ফেরত নেবে?'

'ওকে কাজে ফেরত নেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ চাকরিটা সে আদৌ খোয়ায়নি। আমার দৃষ্টি ভঙ্গিতে সে গত এক বছর আমাদের

পক্ষ থেকে চোর ধরার কাজেই নিয়োজিত ছিল। ওই সময়ের জন্যে পুরো বেতনই সে পাবে। এবং আমি নিশ্চিত, মাইডাস মাইন তোমাকেও খুশি হয়েই তাদের কাজে নিয়োগ করবে। সেটা হবে এই কাজে আমাদের সাহায্য করার জন্যে তোমার পুরস্কার।'

'আমি দুঃখিত, ওটা আমাকে কনচো থেকে দূরে নিয়ে যাবে। বর্তমানে আমার পক্ষে কনচো ছাড়া সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছ, ন্যান্সিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করার মতলবে আছি আমি।'

'আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করার দরকার হবে না তোমার,' লজ্জায় একটু লাল হয়ে বলল ন্যান্সি। 'আমি আগেই পটে বসে আছি।'

ওর ঘোষণা শুনে সবাই আনন্দিত হলো। স্টোনওয়াল ওদের অভিনন্দন জানানোর পর বলল, 'কনচোর আশেপাশে আমার বেশ কিছু মাইন আছে। তোমার মত একজন তরুণ এঞ্জিনিয়ার আমার খুব দরকার। যদি চাও, তুমি আমার সাথে কাজে নামতে পারো।'

জ্যাককে আনন্দের সাথেই স্টোনওয়ালের প্রস্তাবে রাজি হতে দেখে হেরল্ড বলল, 'দেখা যাচ্ছে সব সমস্যারই চমৎকার সমাধান হয়ে গেল। কার্লোর স্টেজ আর ফ্রেইট লাইন এখনও চালু আছে, এবং ওর সৎ মেয়ে হিসেবে আমার বিশ্বাস মিস পামারই এগুলোর উত্তরাধিকারী হবে। এবং ওভারল্যান্ডের দেনা শোধ করে যা বাঁচবে সেই টাকাও সে পাবে।'

'মনে কোরো না আমি ওগুলোর একটা সেন্টও ছাড়ব,' বলে উঠল ন্যান্সি। 'আমার মায়ের প্রচুর টাকা সে নিয়েছে।'

'এতে আমার বিয়ের পরিকল্পনায় একটা বাগড়া বাধল,' বলল জ্যাক। 'তুমি এত বড়লোক হয়ে উঠবে যে এখন নিজেও বড়লোক হওয়ার আগে আমি আর তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।'

'খবরদার! এখন পিছিয়ে যাওয়া চলবে না,' বলল সে। 'মনে নেই আমি কি বলেছিলাম? এখন থেকে আমরা পাশাপাশি চলব?'

'তাহলে তো সব সমস্যা মিটেই গেল,' বলল স্টোনওয়াল। 'শেরিফ, তুমি আর হেরল্ড এখানে থেকে এদিককার ঝামেলা সামলাও। আমি এদের নিয়ে হার্টসভিলে গিয়ে এদের হার্টে গাঁটছাড়া বাঁধার ব্যবস্থা করছি।'

ন্যান্সির নীল চোখে চোখ রাখল জ্যাক। পরস্পরের চোখে ওরা যা দেখল, সেটা অন্যান্য আর সন্তোষজনক। 'এখন থেকে পাশাপাশিই,' বলে ওকে চুমো খেল জ্যাক।

***

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900